শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

দ্বিতীয় ভাগ

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

Three Classes of Evidences

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া একটি লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়— •

১ম (Direct and Recorded on the same day) :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেই-গুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :—

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারে প্রায় এইরূপ হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবন্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—

ঠাকুরের সমসাময়িক *হৃদয় মুখোপাধ্যায়, *রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি,—অথবা *কামার পুকুর, *জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর-গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই—সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথামৃত-প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম—প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। ইতি—

কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন ১৩১৭, ইং ১৯১০

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[১৮৮২,—২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড]

মন্দিরে পূজা ও প্রথম প্রেমোন্মাদ

রাণী রাসমণির বরাদ্দ*—১২৬৫ (১৮৫৮ খৃঃ)

শ্রীকালী—

শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য	৫৲

শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৲

পরিচারক—

শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায়	৩॥৹

(ফুল তুলিতে হইবে)।

কাপড়—

রামতারক	৩ জোড়া	৪॥৹
রামকৃষ্ণ	৩ জোড়া	৪॥৹
রাম চাটুয্যে	ঐ	ঐ
হৃদয় মুখুয্যে	ঐ	ঐ

খোরাকী

সিদ্ধচাউল /॥৹ সের, ডাল /৵৹ পো, পাতা ২ খান, তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ /২॥৹

বরাদ্দ হইতে দেখা যায় **শ্রীরামকৃষ্ণ** ১৮৫৮ খৃঃ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ও রামতারক (হলধারী) কালীমন্দিরে, পূজা করিতেছেন। হৃদয় পরিচারক ফুল তুলিতে হয়। [বলিদান হয় বলিয়া হলধারী পরে ১৮৫৯/৬০ এ 'রাধাকান্তের সেবায় আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পূজা করিতে যান।]

এই সময়ে পঞ্চবটীতে তুলসীকানন ও পুরাণমতে সাধন, রামাৎ সাধুসঙ্গ, রামলালা সেবা। ১৮৫৯-এ বিবাহ। ১৮৬০-এ কালীঘরে ছয় মাস পূজা ও প্রেমোন্মাদ, পূজা ত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে বেলতলায় তন্ত্রের সাধন।

* From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 18th February, 1861.

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ

বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। *** ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪

প্রথম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা, ১৮৫৮

[ভক্ত কৃষ্ণকিশোর, এঁড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, জয়মুখুয্যে, রাসমণী]

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। **নরেন্দ্র** ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন।

আজ আশ্বিন-শুক্লা-চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে **রাখাল**, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন। আজ মাষ্টারও আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বিশেষতঃ নরেন্দ্র বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হ'তো। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার **কৃষ্ণকিশোরের** কাছে অধ্যাত্ম শুন্‌তে যেতাম।

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জল-তৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?' কৃষ্ণকিশোর বল্‌লে, 'তুই বল্ 'শিব'। 'শিব' 'শিব' বল্‌লেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' সে 'শিব' 'শিব' ব'লে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখ্‌তে যাবো ভাবলুম। আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বল্‌লাম কৃষ্ণকিশোর আর আমি

সাধু দেখ্‌তে যাবো। তুমি যাবে! হলধারী বল্‌লে, 'একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?' হলধারী গীতা বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে 'মাটির খাঁচা।' কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐ কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল। আর বল্‌লে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে ভক্তের দেহ চিন্ময়।' এত রাগ—কালীবাড়ীতে ফুল তুলতে আস্‌তো, হলধারীর সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!'

"আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন?' যখন আমার এই অবস্থা হ'লো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা' পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, তা'হলে তুমি বোঝ!'

"তাই হলো! তার নিজেরই উন্মাদ হ'ল। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' ব'ল্‌তো আর এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তো। সকলে মাথা গরম হয়েছে ব'লে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো। কৃষ্ণকিশোর তাকে বল্‌লে, ওগো আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম ক'রো না!' (সকলের হাস্য)।

"একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কি হয়েছে?' ব'ল্‌লে 'টেক্সওয়ালা এসেছিল,—তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে। আমি বল্‌লাম, 'কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে ত লয়ে যেতে পারবে না। তুমি ত 'খ' গো! (নরেন্দ্রাদির হাস্য)। কৃষ্ণকিশোর ব'ল্‌তো, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়তো কি না! মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে, ঠাট্টা কর্‌তাম। হেসে বল্‌লাম, 'তুমি খ'; টেক্স তোমাকে ত টানতে পার্‌বে না।

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, ব'লতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।

"যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বল্‌লাম—কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বল্‌লে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন!' তখন আমার বড় রাগ হলো। বললাম 'তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য বিবেক, বৈরাগ্য; ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না!' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধর্‌লে! যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' ব'লে চলে গেল।

"অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী গিছলাম। তাঁকে দেখে বললাম, 'তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যা কথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগলো। রজোগুণী লোক, নানা কাজ ল'য়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হ'ল। সে ব'লে পাঠালে 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে।'

"সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম **জয় মুখুয্যে,** জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপর দিলাম!

"একদিন **রাসমণি** ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো! পূজার সময় আস্তো আর দুই একটা গান গাইতে ব'লতো। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইলো।

"হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হ'লো! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাক্তে ডাক্তে ও স্বভাব গেলো।

[মথুরের সঙ্গে তীর্থ, ১৮৬৮—কাশীতে বিষয়কথা শ্রবণে ঠাকুরের রোদন]

"ঐ অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে ব'সে বসে কাঁদতাম। মথুরবাবু যখন সঙ্গে ক'রে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, রাজা বাবুরাও ব'সে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, 'মা কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই'।"

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে—নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

বৈকাল হইয়াছে—নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—রাখাল, লাটু, মাষ্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা,—সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্ত্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন;
অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী-বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দ-রসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—

(১) **সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।**
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
(সে দিন কবে হবে)। (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর;
তেমনি নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ, তেমনি ক'রে মাতিব তব প্রকাশে।
ওহে ধ্রুবতারাসম মম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ হে;
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হবে হে।)

(২) **আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম।**
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয়ে অবিরাম। (পান কর আর দান কর হে)।
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, করো নাম গান।
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে) (প্রেমে হৃদয়, সরস হবে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে সেই মহামন্ত্র)।
(বিপদকালে ডেক তাঁরে দয়াল পিতা বলে)।
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)।
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে হে)।

খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। কখন গাহিতেছেন—প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন! আবার কখন গাহিতেছেন—'সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে'।

অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন—'আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।'

কীর্ত্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন করিলেন! বলিতেছেন, "তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!!!

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরে লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে বারান্দার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, **"তুই আমার কি করবি?"**

মা যার সহায় তার মায়া কি করিতে পারে। এই কথা কি বলিতেছেন?

নরেন্দ্র, মাষ্টার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন। নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই। রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা খাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; সুরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন।

আহার প্রস্তুত ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় জায়গা হইতেছে।

[নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্কুল ও অন্যান্য বিষয় কথা কহিতে নিষেধ]

ঘরের পূর্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আজকাল ছোকরারা কি রকম দেখছেন?

মাষ্টার—মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেন্দ্র—আমি নিজে যা' দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো, এ সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়।

মাষ্টার—যখন পড়াশুনা ক'রতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র—আপনি বোধ হয় ততো মিশ্‌তেন না। এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে।

মাষ্টার—কি আশ্চর্য!

নরেন্দ্র—আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন ত ভাল হয়।

[ঈশ্বরকথাই কথা—"আত্মানং বা বিজানীথ অন্যাং বাচং বিমুঞ্চথ"]

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?" নরেন্দ্র বলিলেন, "এ'র সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিলো। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।" ঠাকুর একটু ঐ সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন—"এ সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।" (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯।২০; মাষ্টারের ২৭।২৮)।

মাষ্টার অপ্রস্তুত। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আনন্দের হাট বসিয়াছে। কথা কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, "'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' এই গানটি একবার গা না।"

নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল অন্য ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন—

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি;
নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়,
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ লীলারস প্রেমগন্ধ,

ঘ্রাণে যোগীবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
ভবসিন্ধুজলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত বিনোদন ভুবন-মোহন
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তারা হইয়ে মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়॥

কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর উত্তর পূর্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন; মাষ্টার সেখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি স্বপন-টপন দেখ?"

ভক্ত—একটি আশ্চর্য স্বপন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। অনন্ত জলরাশি! কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল; হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি; এমন সময় সেই অকুল সমুদ্রের উপর দিয়া একটি ব্রাহ্মণ চ'লে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন করে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বললেন—'এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের নীচে বরাবর সাঁকো আছে।' জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বল্‌লেন—'ভবানীপুর যাচ্ছি।'। আমি বল্‌লাম—'একটু দাঁড়ান; আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার এ কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ভক্ত—ব্রাহ্মণটি বললেন, 'আমার এখন তাড়াতাড়ি; তোমার নামতে দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তার পর এসো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

রাত এগারটা হইয়াছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন। কখন গঙ্গাদর্শন, কখনও ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়া প্রণাম কখনও বা মধুর স্বরে নাম কীর্ত্তন। কখনও বলিতেছেন, **বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।** গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন—**ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী।** কখনও বা—**তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই**

শক্তি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

এদিকে কালীমন্দিরে ও রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হইতেছে ও শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা উঠিয়া দেখিতেছেন কালীবাড়ীর পুষ্পোদ্যানে ঠাকুরদের পূজার্থ পুষ্পচয়ন আরম্ভ হইয়াছে ও প্রভাতী রাগের, লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে।

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাস্যমুখে, উত্তরপূর্ব বারান্দার পশ্চিমাংশে দাঁড়াইয়া আছেন।

নরেন্দ্র—পঞ্চবটীতে কয়েকজন নানক্‌পন্থী সাধু বসে আছে দেখ্‌লুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তারা কাল এসেছিল! (নরেন্দ্রকে) তোমরা সকলে এক সঙ্গে মাদুরে ব’স, আমি দেখি।

ভক্তেরা সকলে মাদুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের সাধনের কথা তুলিলেন।

[নরেন্দ্রাদিকে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন নিষেধ—সন্তানভাব অতি শুদ্ধ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি)—**ভক্তিই সার।** তাঁকে ভালবাস্‌লে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। সন্তানভাব বড় শুদ্ধ ভাব।

নানকপন্থী সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—“নমো নারায়ণায়।” ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

[ঈশ্বরে সব সম্ভব—Miracles]

ঠাকুর বলিতেছেন—ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব। দুজন যোগী ছিল; ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন—‘তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আস্‌ছ; তিনি কি করছেন?’ নারদ বল্‌লেন, ‘দেখে এলাম, তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার কর্‌ছেন।’ একজন বল্‌লে, ‘তার আর আশ্চর্য কি! তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।’ কিন্তু অপরটি বল্‌লে ‘তাও’ কি হতে পারে! তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।’

বেলা প্রায় নয়টা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমোহন কোন্নগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বলিলেন —"এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।" ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন— "আজ ১লা অগস্ত্য, কল্‌কাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপু!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্রকে মগ্ন হয়ে ধ্যানের উপদেশ]

নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব?"

নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; মাস্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি)—ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?

এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কুলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেকহলদি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন-মাণিক্য কত, প'ড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে।

[ব্রাহ্মসমাজ, বক্তৃতা ও সমাজসংস্কার (Social Reforms)— আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান]

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—"ডুব দিলে কুমীর ধর্‌তে পারে, কিন্তু হলুদ মাখ্‌লে কুমীর ছোঁয় না। 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমায় ছোঁবে না।

"পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হ'বে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এরু নাম বিবেক।

"তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেক্‌চার, তারপর ইচ্ছা হয়তো ক'রো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌লে কি হ'বে যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? ও ত ফাঁকা শঙ্খধ্বনি?

"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো ব'লে ডাকতো। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থগাছ, অন্যান্য গাছ-পালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে। মেজেতে ধুলা চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

"এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুন্‌তে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ ক'রে। গ্রামের লোকেরা মনে ক'র্‌লে, হয় তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে, সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে।, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁক বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই—চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে—

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব!
পেদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল!
তায় চামচিকে এগার জনা দিবানিশি দিচ্ছে থানা—

"যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান্ পবিত্র আসনে এসে বস্‌বেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাক্‌লে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্‌চার দিও!

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তার পর অন্য কাজ।

"কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু'চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার!

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন।...ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

[অবিদ্যা স্ত্রী—আন্তরিক ভক্তি হ'লে সকলে বশে আসে]

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দার পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, 'বিবেক-বৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" মণি বিবাহ করিয়াছেন; তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে! বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরাজী

লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন বিবেক বৈরাগ্য মানে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছো না, আমি আত্ম-হত্যা কর্‌বো। তা হ'লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে)—অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

"যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।"

গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাৎ মণির কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাক্‌লে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।"

মণির চিন্তাগ্নিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন—আত্ম-হত্যা করে করুক, আমি কি করব?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—সংসারে বড় ভয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি)—তাই, চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

(মণির প্রতি একান্তে)—**"ঈশ্বরেতে শুদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, তা হলে কোন গতি নাই।** কেউ যদি **ঈশ্বরলাভ** করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন ক'রে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে পারে, সংসারে থাক্‌লে তার কোন ভয় নাই! চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাক্‌ত। অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তো।"

ঠাকুরের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল। এই-বার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে ভক্তসঙ্গে

কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি, রবিবার, ১১ই মার্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন।

প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতী রাগে নহবতখানায় মধুর তানে রোশনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নূতন বেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয় ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাষ্টার গিয়া দেখিতেছেন: ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল। ঠাকুর ইঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসিয়া সহাস্যে আলাপ করিতেছেন। মাষ্টার পেঁ‌ৗছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এসেছ। (ভক্তদিগকে) লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে, এখন তোরা গা।

ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন—

ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম;
ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি প্রভু ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম;
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন জয় জয় তোমারি।

ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠকুরের মন শুষ্ক দিয়াশলাই—

একবার ঘসিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দিয়াশলাইয়ের ন্যায় যত ঘসো জ্বলে না—কেন না মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কাণে কাণে কি বলিতেছেন।

[আগে হরিনাম না শ্রমজীবীদের শিক্ষা?]

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

ভবনাথ—আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ— কি দরকার?

ভবনাথ—আজ্ঞা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে (Baranagore Workingmen's Institute) যাবে। [কালীকৃষ্ণের প্রস্থান]।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখ্‌তো? ওর কপালে নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে ভক্তসঙ্গে—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ অবগাহন করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন না;—শরীর তত ভাল নয়। তাঁহার স্নান করিবার জল ঐ পূর্বোক্ত বারান্দায় কলসী করিয়া আনা হইল। ঠাকুর স্নান করিতেছেন, ভক্তেরা স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান করিতে করিতে বলিলেন, "এক ঘটী জল আলাদা ক'রে রেখে দে।" শেষে ঐ ঘটীর জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় সাবধান, এক ঘটী জলের বেশী মাথায় দিলেন না।

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দুই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ীর পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যালফেলে ডিমে যখন তা দেয়, পাখীর দৃষ্টি যেরূপ হয়।

মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। পূজার নিয়ম নাই—গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন। অবশেষে মায়ের নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, 'ডাব নে রে **মা কালীর** প্রসাদী ডাব।'

আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ। ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ডানদিকে শ্রীশ্রীরাধা-

কান্তের মন্দির; ঠাকুর বলিতেছেন, "বিষ্ণুঘর"। এই যুগলরূপ দর্শন করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন! আবার বামপার্শ্বে দ্বাদশ শিব মন্দির। সদা-শিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পেঁৗছিলেন। দেখিলেন, আরো ভক্তের সমাগম হইয়াছে। রাম, নিত্যগোপাল, কেদার চাটুয্যে ইত্যাদি অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে তাঁকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন,—"তুই কিছু খাবি?" ভক্তটির তখন বালকভাব। তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩/২৪ হবে। সর্বদাই ভাব রাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। তাঁহার পরমহংস অবস্থা—এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাঁহাকে গোপালের ন্যায় দেখিতেছেন।

ভক্তটি বলিলেন, "খাব"। কথাগুলি ঠিক বালকের ন্যায়।

[নিত্যগোপালকে উপদেশ—ত্যাগীর নারীসঙ্গ একেবারে নিষেধ]

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল বারান্দাটিতে তাঁকে লইয়া চলিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ৩১/৩২ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায় আসেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন। সেই স্ত্রীলোকটিও ঐ ভক্তটির অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন ও তাঁহাকে প্রায় নিজের আলয়ে লইয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তটির প্রতি)—সেখানে তুই কি যাস?

নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায়)—হাঁ যাই। নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ওরে সাধু সাবধান!** এক আধবার যাবি। বেশী যাস্‌নে—প'ড়ে যাবি! কামিনীকাঞ্চনই মায়া। **সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়।** ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে **ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি।**

ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন।

মাষ্টার (স্বগত)—কি আশ্চর্য! এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা—ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অবস্থা সত্ত্বেও কি ইঁহার বিপদ সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন। মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিলে সাধুর পতন হইবার সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা কিরূপে হইবে? স্ত্রীলোকটি ত ভক্তিমতী। তবুও ভয়! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের উপর কেন অতি কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বারণ সত্ত্বেও হরিদাস একজন ভক্ত বিধবার সহিত আলাপ

করিয়া ছিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী। তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করিলেন। কি শাসন! সন্ন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম! আর এ ভক্তটির উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয় —তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্। **'সাধু সাবধান'**—ভক্তেরা এই মেঘগম্ভীরধ্বনি শুনিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাকার নিরাকার—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব বারান্দায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত চর্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়]

দক্ষিণেশ্বরবাসী—এই অনাহত শব্দ সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু শব্দ হ'লে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না।

দঃ নিবাসী—ঐ শব্দই ব্রহ্ম। ঐ অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)—ওঃ বুঝেছ। এ'র **ঋষিদের মত। ঋষিরা** রামচন্দ্রকে বললেন, 'হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করেন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই।' রাম এই কথা শুনে হেসে চ'লে গেলেন।

কেদার—ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরভাবে)—আপনি এমন কথা ব'লো না। যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও ক'রে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল ক'রে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। (সকলের হাস্য)। যার যেমন রুচি।

"ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন

সভায় শত সূর্য যেন উদয় হ'ল। তবে সভাসদ্ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর—তাঁর জ্যোতিঃ জড় জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্ম্মুখ হইল! **"হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল"** এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধি মন্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল! সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায়। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া; অবাক্; একদৃষ্টে এই অদ্ভুত প্রেম রাজ্যের ছবি, এই অদৃষ্টপূর্ব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল।

ঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া **"রাম"** এই নাম বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তাদিগের প্রতি)—অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না,—গোপনে আসে। দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে! রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বারজন ঋষি কেবল জান্‌ত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা ব'লে জানি।'

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে* উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে কুইন (রাণী) কে দেখে এলে পর, তখন কুইনএর কথা; কুইনএর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। কুইনএর কথা তখন বলা ঠিক্ ঠিক্ হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন,—'হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ ব'লে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্চে!' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।"

* নিত্য—God, the Absolute.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

ভক্তেরা এই অবতার তত্ত্ব অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—যাহাকে বেদে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছে,—সেই পুরুষ আমাদের সামনে চোদ্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেকালে বলিতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে "রাম রাম" করিয়া এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে? নিশ্চয় ইনি হৃৎপদ্মে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও অন্যান্য অনেকে নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারান্দায় উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিতেছেন।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি। তখন আবার সংকীর্ত্তনের মধ্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়েমালা। ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধিনিমগ্ন! প্রভুর কখন **অন্তর্দশা**—তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য হইয়া পড়েন। কখন বা **অর্ধ-বাহ্যদশা**—তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় **বাহ্যদশা**—। তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন ক'রেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া আছেন; চতুর্দিকের ভক্তেরা দাঁড়াইয়া খোল করতালি লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির। চন্দ্রবদন প্রেমানুরঞ্জিত। ঠাকুর পশ্চিমাস্য।

এই আনন্দ মূর্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ত্তনও থামিল। ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ঠাকুর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় ভক্তচিত্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন। সেই দেবদুর্লভ, পবিত্র, মোহন মূর্তি দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না। ইচ্ছা, আরও দেখি, আরও দেখি; সেই রূপসাগরে মগ্ন হই।

ঠাকুর আহারে বসিলেন। ভক্তেরা আনন্দে প্রসাদ পাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্মসমন্বয় প্রসঙ্গে

আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন। ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। বাহিরের বারান্দাগুলিও লোকে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। রাখালের বাপ আসিয়াছেন; তিনিও ঐ ঘরে বসিয়া আছেন।

একটি বৈষ্ণব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন—কখন কখন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন।

[নাম-মাহাত্ম্য না অনুরাগ—অজামিল]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তুমি কি বল? উপায় কি?

গোস্বামী—আজ্ঞা, নামেতেই হবে। কলিতে **নাম-মাহাত্ম্য।**

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?

"বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে স্নারে না—ঘুঁটের ভাব্‌রা দিতে হয়।"

গোস্বামী—তা হলে অজামিল? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই, যা সে করে নাই। কিন্তু মরবার সময় 'নারায়ণ' বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয় তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল। আর আছে যে, সে পরে তপস্যা ক'রেছিল।

"এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিমকাল। হাতীকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলা-কাদা মেখে যে কে সেই! তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তা হ'লে গা পরিষ্কার থাকে।

"নামেতে একবার শুদ্ধ হলো; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'রব না। গঙ্গা স্নানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে? লোকে ব'লে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ঐ পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। (সকলের হাস্য)। সেই পুরানো

পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্নান করে দু পা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে!

“তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিস দু দিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।

[বৈষ্ণবধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা—সর্বধর্মসমন্বয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্ত-বাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, ‘আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, ‘আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; ‘আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।'

“এ সব বুদ্ধির নাম **মতুয়ার বুদ্ধি**; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।

“আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই ব'লে আবার ঝগড়া। যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে”।

“যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন বলা যায় না”।

“কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, ‘হাতী একটা থামের মত!' সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, ‘হাতীটা একটা কুলোর মত!' সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয়।

“একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বললে গাছতলায় একটি সুন্দর লাল গিরগিটি দে'খে এলুম। আর একজন বললে, আমি তোমার আগে সেই গাছতলায় গিছলুম,—লাল কেন হবে? সে সবুজ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গি'ছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি। সে লালও নয়, সবুজও নয়, স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর দুইজন ছিল তারা বললে, হল্‌দে, পাঁস্‌টে—নানা রং। শেষে

সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দে'খে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ শুনলে, তখন বললে, আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি; আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি,—কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রং নাই। নির্গুণ।

[সাকার না নিরাকার]

(গোস্বামীর প্রতি)—"তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখন্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণ বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

"কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠান্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহীম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

"তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।"

কেদার—আজ্ঞে, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস* তিনটি দোষের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্! তুমি বাক্য মনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা—তোমার সাকাররূপ—বর্ণনা করেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।

* "রূপং রূপাবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্বাচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য

রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরাণী পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকতে বিশেষ আপত্তি করেন না। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা করিতে হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ইত্যাদি আসেন। রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা--রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি)—আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখ্‌তে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা; তাই ঠোঁট নড়ে।

"এ সব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে **হোমাপাখীর** কথা আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়্‌তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়্‌তে পড়্‌তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়্‌তে থাকে। কিন্তু তখনও এত উঁচু যে পড়্‌তে পড়্‌তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর পড়ে যাব! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়। একবারে উড়্‌তে আরম্ভ করে দিল। যা'তে মার কাছে পোঁছতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া।

"এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।

"যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি—এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোলা গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে, ব'লে কি অন্য গাছ হবে?

"আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য) যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে!"

মাষ্টার (একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি)—সাকার-নিরাকারের কথাটি ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবেরা বুঝি কেবল সাকার বলে?

গিরীন্দ্র—তা হবে। ওরা একঘেয়ে।

মাষ্টার—'নিত্য সাকার', আপনি বুঝেছেন? স্ফটিকের কথা? আমি ওটা ভাল বুঝ্‌তে পারছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, তোমরা কি বলাবলি কচ্ছ?

মাষ্টার ও গিরীন্দ্র একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বৃন্দে ঝি (রামলালের প্রতি)—ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন খাবার দেও, আমার খাবার পরে দিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তনানন্দে

অপরাহ্নে ভক্তেরা পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্তসঙ্গে মার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল॥
মায়াকান্নি হোল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল॥
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নাই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল॥
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগল ধাঁধা।
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল॥

আবার গান হইল। গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন—

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
(শ্যামাপদ নীল কমলে, কালীপদ নীল কমলে!)
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কাল ভ্রমর, কাল, কালয় কালো মিশে গেল।
পঞ্চ তত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে।
তার সুখ-দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর-উথলে॥

কীর্ত্তন চলিতেছে। ভক্তেরা গাহিতেছেন—

(১)— **শ্যামা মা কি এক কল করেছে।**
(কালী মা কি এক কল করেছে)
চোদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধ'রে কল ডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

(২)— **ভবে আসা খেলতে পাশা কত আশা করেছিলাম।**
আশার আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম॥
পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষে কচে বারো প'ড়ে মাগো, পঞ্জাছক্কায় বন্দী হলাম॥

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহারা একটু থামিলে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরে ও আশে-পাশে এখনও অনেকগুলি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না একবার—

ত্রৈলোক্য—আমি গিয়ে কি করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, বেশ একবার দেখতে।

ত্রৈলোক্য—একবার দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আচ্ছা বেশ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম

প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি)—**সংসারত্যাগী সাধু—সে তো হরিনাম ক'রবেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা করে তো,** আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে, তা হ'লে বরং সকলে নিন্দা কর্‌বে।

"সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হলে বাহাদুরী আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কর্ম ক'র্‌ছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে ক'রে কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

"সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।"

কেদার—আজ্ঞে হাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন রেলের এনজিন পেছনে কত গাড়ী বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপাসা শান্তি করে।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই আজ আর যাস নাই। তোদের দেখেই উদ্দীপন!"

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ কুড়ি, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসে। ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

তৃতীয় খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে—শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিলাল ও কাশীদর্শন

আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দর্শন করিতে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের ভাবে সর্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন দেখিব। কখনও সমাধিস্থ, কখনও কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আবার কখন বা প্রকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, দেখিব। শ্রীমুখে ঈশ্বর-কথা বই আর কিছুই নাই; মন সর্বদা অন্তর্মুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। প্রতি নিশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন। একেবারে অভিমানশূন্য পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ব্যবহার। পঞ্চমবর্ষীয় বালক বিষয়ে আসক্তিশূন্য, সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি। এক কথা, 'ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অনিত্য': দুই দিনের জন্য। চল, সেই প্রেমোন্মত্ত বালককে দেখিতে যাই। মহাযোগী! অনন্ত সাগরের তীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন। সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরমধ্যে কি যেন দেখিতেছেন। দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন!

আজ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, রবিবার। গতকল্য শনিবার অমাবস্যাতে ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। **অমাবস্যা**; নিবিড় আঁধার মধ্যে একাকী **মহাকালী**; মহাকালের সহিত রমণ করিতেছেন। তাই ঠাকুর অমাবস্যাতে আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাই বালকের অবস্থা। যিনি মাকে অহর্নিশি দেখিতেছেন, আর যার 'মা' না হ'লে চলে না, তিনি বালক।

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল। এই যে ঠাকুর বালকের ন্যায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া একটি ছোকরা ভক্ত-রাখাল।

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আছেন, কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে তাঁহাদের কুঠি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধুটাধু দেখ্‌লে?

মণিলাল—আজ্ঞে হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, এঁদের সব দেখতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি রকম সব দেখ্‌লে বল?

মণিলাল—ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়ীতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য আশ্চর্য কার্য ক'র্‌তে পার্‌তেন। এখন অনেকটা ক'মে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব বিষয়ী লোকের নিন্দা।

মণিলাল—ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত নয়—একেবারে কথা বন্ধ।

[সিদ্ধের পক্ষে 'ঈশ্বর কর্ত্তা—অন্যের পক্ষে পাপপুণ্য—ফ্রি উইল]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাস্করানন্দের সঙ্গে তোমার কোন কথা হল?

মণিলাল—আজ্ঞে হাঁ, অনেক কথা হ'ল। তার মধ্যে পাপপুণ্যের কথা হ'ল! তিনি বল্লেন, পাপ পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চান। যে সব কাজ কল্লে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ ও এক রকম আছে, ঐতিহাসিকদের জন্য। যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য ব'লে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা। যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ কর্ত্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম! কিন্তু তারা জানে, এ কর্মের কর্ত্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি।

"যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব কর্‌ছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা কর্‌তে কর্‌তে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে ভারী মার্‌ছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মার্‌তে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়্‌লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রৈল। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বল্লে,

মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক্। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হ'ল। চোখ মেলে দেখতে লাগ্‌লো। একজন বল্লে, 'ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না? লোক চিন্‌তে পার'ছে, কি না?' তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সাধু আস্তে আস্তে বল্‌ছে, 'ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

"ঈশ্বরকে জান্‌তে না পার্‌লে এরূপ অবস্থা হয় না।"

মণিলাল—আজ্ঞে আপনি যে কথা বল্লেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা! ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচ রকম কথা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোনও বাড়ীতে থাকেন?

মণিলাল—একজনের বাড়ীতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কত বয়স?

মণিলাল—পঞ্চান্ন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছু কথা হল?

মণিলাল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি বল্লেন, 'নাম কর, রাম রাম বোলো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বেশ কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহস্থ ও কর্মযোগ

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা শেষ হইল। ক্রমে ভোগারতির বাজনা বাজিতেছে। চৈত্র মাস দ্বিপ্রহর বেলা। ভারী রৌদ্র। এই মাত্র জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া উঠিয়াছে। পূতসলিলা ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে কক্ষমধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীষ্মকালে বড় জলকষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি)—দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তা'হলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্যে) তোমার ত অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবী। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্য)।

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি। সিন্দুরিয়াপটির ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন তাঁহার বাড়ীতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও

নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে! সমস্ত গাড়ীভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না; ট্রামে চাপিয়া প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে শেয়ারের গাড়ীতে চাপিয়া বরাহনগর আসেন। অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে গরীব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ কথা ও কথার পর, কথার পিঠে বলিলেন,—"মহাশয় পুষ্করিণীর কথা বল্‌ছিলেন। তা বল্‌লেই হয়, তা আবার তেলি ফেলি বলা কেন?"

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ—প্রেমতত্ত্ব

কিয়ৎক্ষণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি **পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত** আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন,—শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। ঘরে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন, বালক-মূর্ত্তি। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—তোমরা 'প্যাম' 'প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের 'প্রেম' হ'য়েছিল। **প্রেমের দুটি লক্ষণ।** প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।'

"দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাক্‌বে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।

"ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

"ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্চে তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই।

"অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা এই সব।

"এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখ্‌লে ঠিক বল্‌তে পারা যায় ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নাই। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়!

প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়্গুড়ি এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আস্‌তে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন ব'লে"।

একজন ভক্ত—আজ্ঞে, আগে বিচার ক'রে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তি-পথেও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনী লাগবে।

"যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে?"

একজন ভক্ত—তাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌ছি কই?

[নাম মাহাত্ম্য—উপায়—মায়ের নাম]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়! কাম, ক্রোধ শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়।

একজন ভক্ত—তাঁর নাম কর্ত্তে ভাল কই লাগে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন—

এই বলিয়া ঠাকুর দেবদুর্লভ কন্ঠে গাহিতেছেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া মার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছেন। প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে আরোপ করিয়া মার কাছে জীবের দুঃখ জানাইতেছেন—

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়্‌রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী—বিগুণ করেছে স্বগুণে!
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার॥

আবার গান গাহিতেছেন। জীবের বিকার রোগ! তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে;—

এ কি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী!
অনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ, আমার আমার এ কি হল পাপ মোহ;
(তায়) ধনজনতৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্বমঙ্গলে;
মায়া-কাকনিদ্রা তাহে দাশরথি নয়নযুগলে;

হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি,
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি ত্বন্নামে অরুচি দিবা শর্ব্বরী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্বন্নামে অরুচি! বিকারে যদি অরুচি হল, তা হলে আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে হয় দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? যদি নাম কর্ত্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তা হলে আর কোন ভয় নাই, বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে।

[আন্তরিক ভক্তি ও দেখান ভক্তি—ঈশ্বর মন দেখেন]

"যেমন ভাব তেমনি লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বল্লে, 'এসো ভাই, একটু ভাগবত শুনি!' আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তার পর সে সেখান থেকে চ'লে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এলো। সে আপনা আপনি বল্‌তে লাগলো, 'ধিক্ আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথা শুন্‌ছে, আর আমি কোথায় প'ড়ে আছি! এদিকে যে ভাগবত শুন্‌ছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, আমি কি বোকা! কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ ক'রে বকছে, আর আমি এখানে ব'সে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে।' এরা যখন ম'রে গেল, যে ভাগবত শুনেছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

"ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।'

"কর্ত্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন 'মন তোর।' অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর কর্‌ছে।

"তারা বলে, 'যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ তার ঠিক লাভ।'

"মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হ'য়ে গেল। 'আমি রামের দাস' 'আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি!' এই বিশ্বাস।

[কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না? 'অহং' বুদ্ধির জন্য]

"যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই।

"গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে। তাই ওদের কত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে আমি, আর 'ম্যায়' মানেও আমি। 'আমি' 'আমি' করে বলে কত কর্ম্মভোগ। শেষে নাড়ী ভুঁড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে 'তুঁহু তুঁহু' বলে, অর্থাৎ 'তুমি তুমি।' তুমি তুমি বলার পর তবে নিস্তার! আর ভুগতে হয় না।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এরই নাম জ্ঞান।

"নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে তবে চাষ হয়।"

[গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন—যথার্থ দরিদ্র কে?]

"একটু কষ্ট ক'রে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে ব'সে তবে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।

"টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটি লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে। গরীবেরা তেল খরচ করতে পারে না তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেলে দিতে হয়।

"জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।

[প্রার্থনা-তত্ত্ব—চৈতন্যের লক্ষণ]

"সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জবলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে। (সকলের হাস্য)।

"কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ীর একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা—

(১)— **হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।**
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ-হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশাবংশীবটমূলে,
স্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি॥

(২)— **নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদরূপ হেরে,**
করেতে বাঁশী অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে॥
জড়িত পীতবসন, তড়িত জিনি ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাল,
নিতে যুবতী-জাতিকুল, আলো করে যমুনাকূল,
নন্দকুলচন্দ্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে॥
শ্যামগুণধাম পশি, হাম হৃদি-মন্দিরে,
প্রাণ মন জ্ঞান সখী হরে নিল বাঁশীর স্বরে,
গঙ্গানারায়ণের যে দুঃখ সে কথা বলিব কারে,
জানতে যদি যেতে গো সখী যমুনায় জল আনিবারে॥

(৩)— **শ্যামাপদ-আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উড়তেছিল;**
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল। [পৃষ্ঠা ২২

[ঈশ্বর লাভের উপায় অনুরাগ—গোপীপ্রেম—'অনুরাগ বাঘ']

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।

"আবার আছে 'অনুরাগ অঞ্জন'। শ্রীমতী বলছেন, 'সখী চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি!' তারা বললে, 'সখী অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ঐরূপ দেখছো।' এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে!

"যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে—ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ।

"**বদ্ধজীব**—সংসারী জীব, এরা যেমন গুটীপোকা। মনে কর্‌লে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আস্‌তে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।

"যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটীপোকা অত যত্নের গুটী কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু একটা।

"মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। দু-একজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার ভেল্‌কিতে ভোলে না; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না। আঁতুর ঘরের ধুলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ শব্দের ভেল্‌কি লাগে না। বাজিকর কি কর্‌ছে সে ঠিক দেখতে পায়।

"**সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ**। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আনতে পার্‌লে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হলো না বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জল আনতে হলো না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট ক'রে সাধন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না! সে কিন্তু দু এক জনা।

"আর **নিত্যসিদ্ধ**, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্‌ ফর্‌ ক'রে জল বেরুতে লাগল! নিত্য সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।"

ঠাকুর অনুরাগের কথা বলিতেছেন। গোপীদের অনুরাগের কথা। আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন—

নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥
তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার॥

তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা কি গান! 'তুমি সর্বস্ব আমার!' গোপীরা অক্রূর আসবার পর শ্রীমতীকে বল্‌লে, রাধে! তোর সর্বস্ব ধন হরে নিতে এসেছে! এই ভালবাসা। ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা।

আবার গান চলিতে লাগিল—

(১)—**ধোরো না ধোরো না রথচক্র রথ কি চক্রে চলে,**
যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে।

(২)—**প্যারী!** কার তরে আর, গাঁথো হার যতনে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিন্ধুমধ্যে মগ্ন হইলেন! ভক্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। আর সাড়া শব্দ নাই। ঠাকুর **সমাধিস্থ!** হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটোগ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে।

[ঈশ্বরের সহিত কথা—শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন —কৃষ্ণ সর্বময়]

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির মধ্যে যাঁকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি আধটি কেবল ভক্তদের কানে পেঁছিতেছে। ঠাকুর আপনা আপনি বলিতেছেন—"**তুমিই আমি আমিই তুমি**। তুমি খাও; তুমি আমি খাও!...বেশ কিন্তু কচ্ছো।

"এ কি ন্যাবা লেগেছে। চারিদিকেই তোমাকে দেখছি!

"কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!"

প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইলেন। ঘর নিস্তব্ধ। ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে—অতৃপ্ত-নয়নে বার বার দেখিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ, তাঁহার মুখে ঈশ্বরের বাণী

[শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন—গৃহস্থের প্রতি উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত অধর সেন কয়টি বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০। অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে সন্তপ্ত। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; পেন্স্যান লইয়া, এবং আগেও তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরূপে সান্ত্বনালাভ করিতে পারিতেছেন না।

তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল।

সমাধি-ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একঘর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।

ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়। এক একবার দীপ-শিখার ন্যায়। না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা—অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে 'পরমেশ্বরের দিব্যি' শিখেছে!

"বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুঁড়বে তবে ত জল পাবে।

"জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে—

দোষ কারু নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। [পৃষ্ঠা ২৯

"আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার কর্‌তে গেলে যাকে আমি আমি কর্‌ছো, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার 'আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গুণও নাই। পাপও নাই, পুণ্যও নাই।'

"এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ—শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

"ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর লাভ করেছে, অথচ বিচার কর্‌ছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণগান কর্‌ছে।

"ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান কর্‌তে পায়। তার পরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।

"তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব; হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।"

[পুত্রশোক—'জীব সাজ সমরে']

ঠাকুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্রশোকের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান গাহিতেছেনঃ—

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান ক'রে॥
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথী ভাগীরথীর তীরে॥

"কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ ক'রেছে, তাঁর নাম রূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্ত্তা। আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি ; যেমন বলাও তেমনি বলি ; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী : আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; আমি গাড়ী তুমি ইঞ্জিনীয়ার।

"তাঁকে আমমোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।

"তা শোক হবে না গা? আত্মজ! রাবণ বধ হ'ল; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই—যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বললেন, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! তখন রাম বললেন, ভাই হাড়ের ভিতর যে সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে। ঐ ছিদ্র-গুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

"তবে এ সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দু'দিনের জন্য। তাল-গাছই সত্য। দু'একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দুঃখ কি?

"ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন ;—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজগুলি বার করবেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতা কাঁতার হাঁড়ি থাকে। (সকলের হাস্য)। তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুটলিতে বাঁধা থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অধরের প্রতি উপদেশ—সম্মুখে কাল

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে।* এখানে দুদিনের জন্য।

"সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী. কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

"কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে।

"খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

"তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অংকুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

"কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাক্‌লে ঈশ্বরে মন রাখতে পারে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী। যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে ; আবার কখন কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে ; বিষ্ঠাতেও বসে।

"ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তার পর পেন্‌সান্ ভোগ করবে।"

* শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর ঐ সংবাদ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি আমার আত্মীয়।' অধরের বাড়ী কলিকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা। তাঁহার কয়েকটি কন্যাসন্তান এখন বর্ত্তমান। কলিকাতার বাটীতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তাঁহাদের বাটীর বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়া আছে।

চতুর্থ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রভবনে উৎসবমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রভবনে

সুরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, অপরাহ্ণ বেলা ছয়টা হইল।

উঠান হইতে পূর্বাস্য হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের ভিতর সুন্দর ঠাকুর প্রতিমা। মার পাদপদ্মে জবা, বিল্ব, গলায় পুষ্পমালা। মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ রবিবার, (৩রা বৈশাখ ১২৯০)। সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন তাই ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রতিমা দর্শন ও প্রণামানন্তর প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন। উঠানে শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া। এক ধারে খোল করতাল লইয়া কয়েকটি বৈষ্ণব বসিয়া আছে—সংকীর্ত্তন হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়া ভক্তেরা সব বসিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল। তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়া সরাইয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া বসা! কি জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'চ্চ অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে!

"ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে।

"স্বপ্নে ভয় দেখেছো ; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুড়দুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে! অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির ক'ল্লে না।"

কেদার—তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি ভক্তের রেণুর রেণু। [বৈদ্যনাথের প্রবেশ

বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য। কলিকাতার বড় আদালতের উকীল, ঠাকুরকে হাত-জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ইনি আমার আত্মীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এঁ'র স্বভাবটি বেশ দেখছি।

সুরেন্দ্র—ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি)—যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জো নাই। তবে একটি কথা আছে তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর ব'লেছিল, 'ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন?' আমি বললুম, শক্তি কম বেশী যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন ; কেবল শক্তিবিশেষ।

[**স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা?** Free will or God's will]

বৈদ্যনাথ—মহাশয়! একটি সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে Free will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা—মনে ক'ল্লে ভাল কাজও ক'ত্তে পারি, মন্দ কাজও ক'ত্তে পারি, এটা কি সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিস করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল মন্দ। ভাললোক ; মন্দলোক। এ সব তাঁর মায়া ; খেলা। এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।

"যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। পাপকে ভয় হ'ত না। পাপের শাস্তি হ'ত না।

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তার ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; আমি রথ, তুমি রথী ; যেমন চালাও, তেমনি চলি। যেমন বলাও, তেমনি বলি।

[**ঈশ্বর-দর্শন কি একদিনে হয়? সাধুসঙ্গ প্রয়োজন**]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি)—তর্ক করা ভাল নয় ; আপনি কি বলো?

বৈদ্যনাথ—আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হ'লে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—Thank you (সকলের হাস্য)। তোমার হবে! ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্‌। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয় ; তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ কর্‌তে হয়। (সকলের হাস্য)।

"ওমুক নম্বরের সুতা, যে সে কি চিন্তে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতা ঝাঁ করে বলতে পারবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে—সমাধিমন্দিরে

এইবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। খোল বাজিতেছে। গোষ্ঠ খোল বাজাইতেছে। এখনও গান আরম্ভ হয় নাই। খোলের মধুর বাজনা, গৌরাঙ্গমণ্ডল ও তাঁহাদের নামসংকীর্ত্তন কথা উদ্দীপন করে। ঠাকুর ভাবে মগ্ন হইতেছেন। মাঝে মাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "আ মরি! আ মরি! আমার রোমাঞ্চ হ'চ্চে।"

গায়কেরা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, কিরূপ, পদ গাহিবেন? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিনীতভাবে বললেন "একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।"

কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। তৎপরে অন্য গীত—

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। রসে ঢর ঢর গোরা মুজাও নিছনি॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী। জগৎ করিলে আলো গোরা মুখের হাসি॥

কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা হইতেছে। 'কীর্ত্তনিয়া আখর দিতেছে।

(সখি! দেখিলাম পূর্ণশশী।) (হ্রাস নাই মৃগাঙ্ক নাই)
(হৃদয় আলো করে।)

কীর্ত্তনিয়া আবার বলছে—কোটি শশীর অমৃতে মুখ মাজা।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

গান চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও প্রেমোন্মত্ত গোপিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে কীর্ত্তনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখর দিতেছেন,—

(সখি! রূপের দোষ, না মনের দোষ?)
(আন্ হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন!)

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আখর দিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। কীর্ত্তনিয়া আবার বলছেন। গোপীকার উক্তি,—বাঁশী বাজিস্ না! তোর কি নিদ্রা নাই কো?

আখর দিয়া বলছেন—

(আর নিদ্রা হবেই বা কেমন ক'রে!) (শয্যা তো কর পল্লব!)
(আহার তো শ্রীমুখের অমৃত।) (তাতে অঙ্গুলির সেবা!)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বল্‌ছেন—চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, ঘ্রাণ গেল, ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল,—(আমি একেলা কেন বা র'লাম গো।)

শেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন গান হইল—

ধনী মালা গাঁথে, শ্যামগলে দোলাইতে,
এমন সময় আইল সম্মুখে শ্যাম গুণমণি।

[গান—যুগলমিলন]

নিধুবনে শ্যামবিনোদিনী ভোর।
দুঁহার রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল মণি-জ্যোতি।
আধ গলে বন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি॥
আধ শ্রবণে মকর-কুন্ডল আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি॥

কীর্ত্তন থামিল। ঠাকুর, **'ভাগবত ভক্ত ভগবান'** এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ও সংকীর্ত্তনভূমির ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার নিরাকার

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন। সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া। সুরেন্দ্র, রাখাল, কেদার, মাষ্টার, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর বাগানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভক্তেরাও স্ব স্ব ধামে চলিয়া যাইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হ'লো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া)—আহা, কেমন দালানের শোভা হ'য়েছে। মা যেন আলো ক'রে ব'সে আছেন। এরূপ দর্শন কল্লে কত আনন্দ হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না,—তা নয়। বিষয়-বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে না ; ঋষিরা সর্বত্যাগ করে **অখণ্ড সচ্চিদানন্দের** চিন্তা করেছিলেন।

"ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 'অচল ঘন' ব'লে গান গায়,—আমার আলুনি লাগে। যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটে গুড়ের পানা নিয়ে ভুলে থাক্‌লে, মিছরীর পানার সন্ধান ক'ত্তে ইচ্ছা হয় না।

"তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক'চ্চ আর আনন্দ পাচ্চ। যারা নিরাকার নিরাকার ক'রে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে।

ঠাকুর মার নাম করিয়া গান গাহিতেছেন,—

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তা'ত জানি না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকূলপাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি না॥
অহরহর্নিশি শ্রীদুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, (তোর) দুর্গানাম কেউ আর লবে না॥

আবার গাহিতেছেন,—

বল রে বল দুর্গানাম। (ওরে আমার আমার মন রে)॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি যে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব॥
(জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে)।
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
শঙ্করী হইয়া মাগো গগনে উড়িবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে মোর পরাণী,
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি।

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন। এইবার সিঁড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন ; "ও রা—জু—আ"? (ও রাখাল, জুতো সব আছে, না হারিয়ে গেছে?)

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে। ঠাকুরের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী কীর্ত্তনানন্দে

আজ বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী, শনিবার ২রা জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ী হইয়া অধরের বাড়ী আসিলেন। সেখানে কলহান্তরিতা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ী আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি।

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল এক্‌জামিনার হইয়াছিলেন ও Science Association-এ রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থে বাড়ীটি নির্মাণ করিয়াছেন। এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র শ্রীগুরুর করুণাবলে বিদ্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি করিতেন—বলিতেন, রাম বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ), রামচন্দ্রের একরকম বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়ীতে নারায়ণের নিত্য সেবা।

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন—ফুলদোলের দিন—এই ভদ্রাসন বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ঐ দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রামচন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিষ্যেরা এখনও অনেকে ঐ দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাড়ী উৎসব! প্রভু আসিবেন। রাম শ্রীমদ্‌ভাগবত কথামৃত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠান কিন্তু তাহার ভিতরেই কত পরিপাটি। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথক ঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময় বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা। কাছে মাষ্টার।

[রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে, তোমার সহধর্মিণী শৈব্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পোঁছিয়া

দিই। সেখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে। এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান্ বিশ্বামিত্র ৺কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া সকলে ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলেন।

বিশ্বেশ্বর দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট; 'শিব' 'শিব' এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না—কাজে কাজেই শৈব্যাকে বিক্রয় করিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথক ঠাকুর শৈব্যার প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ী রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্পদংশন কথাও বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু হইল। সৎকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না—শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও অশনিপাত— নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক একবার বিদ্যুৎ খেলিতে-ছিল—শৈব্যা ভয়াকুলা শোকাকুলা,—রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছেন। তিনি শ্মশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন। কড়ি লইয়া সৎকার কার্য সম্পাদন করিবেন। কত শবদেহ জ্বলিতেছে, কত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন— সে ক্রন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের হৃদয় বিগলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন—একেবারে স্থির— একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উদ্গত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন?

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলের ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথকঠাকুর কথা সাঙ্গ করিলেন। ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে ভক্তমণ্ডলী কথকঠাকুরও কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, "কিছু উদ্ধবসংবাদ বল।"

[মুক্তি ও ভক্তি—গোপীপ্রেম—গোপীরা মুক্তি চান নাই]

কথক বলিলেন—যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, **শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন**। তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন? এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন

ও বলিতে লাগিলেন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই মাঠে গরু চরাইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন। এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন; এই সকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন। উদ্ধব বলিলেন, 'আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।' গোপীরা বলিলেন, 'আমরা ও সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।' উদ্ধব বলিলেন, 'তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হ'য়ে যায়।' গোপীরা বলিলেন, 'আমরা মুক্তি—এ সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, 'গোপীরা ঠিক বলেছেন।' এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই,
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।
ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে,
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে,
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি)—গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; **অব্যভিচারিণী** ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বললে 'সীতা-রাম দেখবো।' ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হ'য়ে ব'স, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।' পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম কর্‌তে লাগলো। বিভীষণ বললেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'রবো আর

কারুকে ক'রবো না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌লেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করে।

"কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ! দেওর, ভাশুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সম্বন্ধ।

"এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। 'অহংতা' আর 'মমতা।' যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখ্‌বে, তা হলে গোপালের অসুখ ক'রবে। কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল না। আর 'মমতা'—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্‌লেন, 'মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।' যশোদা বল্‌লেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। —চিন্তামণি না, আমার গোপাল।'

"গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে সভায় ঢুকলো। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বল্‌তে লাগলো, 'এ পাগড়ী-বাঁধা আবার কে! এ'র সঙ্গে আলাপ ক'ল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো! আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়!

"দেখছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজো করে। তারা রাধা চায় না।"

[গোপীদের নিষ্ঠা—জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি]

ভক্ত—কোন্‌টি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না। আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বল্‌লে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আর একজন বল্‌লে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর একজন বল্‌লে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

"যে লোকটি বল্‌লে 'আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে ব'ল্‌লে, 'এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব কর্‌ছেন। আর যে বল্‌লে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতর প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত না ফোটে।"

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়া গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মধ্যে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজাদিবসে ভক্তসঙ্গে

[মণিলাল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, রামচাটুয্যে, বলরাম, নরেন্দ্র, রাখাল]

আজ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। অমাবস্যা ও ফলহারিণী পূজা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সোমবার, ইংরাজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

মাষ্টার পূর্ব্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। ঐ রাত্রে কাত্যায়ণীপূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিতেছেন, "মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়ণী—

> **তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য মা, তুমি সে পাতাল।**
> তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল।
> দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
> এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।"

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা! নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঐ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল।

সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটি ভক্ত আসিলেন। ফলহারিণী পূজা উপলক্ষ্যে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন।

বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্যবদন—গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন! রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।

ত্রৈলোক্য সম্মুখ দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, "ওরে ওঠ্ ওঠ্।"

ঠাকুর বসিয়া আছেন। ত্রৈলোক্য নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নাই?

ত্রৈলোক্য—হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা এইবার যা হ'য়েছে তা হ'য়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল।

ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আসিলেন।

ঠাকুর—রাম! ত্রৈলোক্যকে বললুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরূপ আর না হয়। তা, এ কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে?

রাম চাটুয্যে—মহাশয়, তা আর কি হয়েছে! বেশই বলেছেন। যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—ওগো, আজ তুমি এখানে খেও।

আহারের কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক বলিতে লাগিলেন। রাখাল, বলরাম, মাষ্টার, রামলাল, এবং আরও দু একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন।

[হাজরার উপর রাগ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো? গাড়ী ক'রে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। বললুম 'মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন; সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছ কেন? এই কথা বল্‌তে বল্‌তে একেবারে দেখালে যে তিনিই মানুষ হ'য়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো, হাজরার উপর রাগ কর্ত্তে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ ক'রে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন ক'রে?

[নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা]

"আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। দেখলুম, দেহ-বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল। হুঁশ হ'লে বলে উঠলো, 'ওগো, তুমি আমার কি কর্‌লে? আমার যে মা-বাপ আছে!' যদু মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আটু-পাটু কর্‌তে লাগলো। তখন ভোলানাথকে* বললুম, হ্যাঁগা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র ব'লে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হ'চ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠান্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো ব'লে ব'সে ব'সে কাঁদতুম।"

*'ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী, পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণ—উঃ, কি অবস্থাই গেছে! প্রথম যখন এই অবস্থা হলো দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত, বল্‌তে পারি না। সকলে বললে, পাগল হ'লো। তাই ত, এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা;—প্রথম চিন্তা হলো, পরিবারও এইরূপ থাক্‌বে, খাবে দাবে। শ্বশুরবাড়ী গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্ত্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুয্যের বাপ এরা এলো! খুব সংকীর্ত্তন। এক একবার ভাবতুম, কি হবে। আবার বলতুম মা, দেশের জমীদার যদি আদর করে, তা হ'লে বুঝবো সত্য। তারাও সেধে এসে কথা কইতো।

[পূর্বকথা—সুন্দরীপূজা, ও কুমারীপূজা—রামলীলা দর্শন—গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন—শিহোড়ে রাখাল-ভোজন—জানবাজারে মথুরের সঙ্গে বাস]

"কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা কল্লুম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লুম।

"রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগ্‌লুম।

"কুমারীদের এনে তখন পূজা কত্তুম। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা।

"একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন প'রে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা। দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লংকা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।

"আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে—অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

"শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জল পান দিলুম! দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম!

"প্রায় হুঁশ থাকতো না। সেজো বাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে দিন কতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা করতো না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ

লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে—বাবুর মেয়েকে জামাই-এর কাছে শোয়াতে যেতুম।

"এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ কর্ত্তে কর্ত্তে বিড় বিড় ক'রতো। আমি দেখে স্থির থাক্‌তে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।"

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর বললেন, "আমি একজন কীর্ত্তনিয়াকে মেয়ে কীর্ত্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। সে বল্‌লে 'আপনার এ সব ঠিক ঠিক। আপনি এ সব জান্‌লেন কেমন করে।'

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্ত্তনীয়ার ঢঙ দেখাইতেছেন। কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে—ঠাকুর 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু'

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ন্যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন। মণিলাল এক একটি কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরণ অবস্থা। এক একবার উত্তর দিতেছেন।

মণিলাল—শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন। বলেন বেশ অবস্থা।

ঠাকুর তখনও শুইয়া—চক্ষে যেন নিদ্রা আছে। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাজরাকে ওরা কি বলে?" ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। মণিলালকে ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তার কি ভাব! গান না কর্ত্তে কর্ত্তে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না।

মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ এ সব ছেকরার কোন উদ্দীপন হয়?"

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান? মানুষ সব দেখতে এক রকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে এক রকম। ঈশ্বর জান্‌বার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।

[গুরুকৃপায় মুক্তি ও স্বরূপদর্শন—ঠাকুরের অভয়দান]

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা ম'রে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল। তারাও ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা ভ্যা' করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্! তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও 'ভ্যা ভ্যা' কর্ত্তে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ—ঠিক আমার মত দেখ। আর এই নে খানিকটে মাংস—এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না—'ভ্যা ভ্যা' করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বললে, 'এখন বুঝিছিস্, আমিও যা তুইও তা ; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

"**তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই!** তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

"একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য।

[কপট সাধনাও ভাল—জীবন্মুক্ত সংসারে থাকতে পারে]

"এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ জান্‌তে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হ'ল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এলো। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলো। জেলেটা ভাবলে কি আশ্চর্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

"**কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হলো।** সত্য সাধন হলে ত কথাই নাই। কোন্‌টা সৎ কোনটা অসৎ বুঝতে পারবে। ঈশ্বরই সত্য সংসার অনিত্য।"

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য? জেলেটি ত সংসার ত্যাগ ক'রে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে? তাদের কি ত্যাগ

করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক-কৃপাসিন্ধু—অমনি বলিতেছেন—"যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।"

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)— আহ্নিক করবার সময় তাঁকে কোনখানে ধ্যান ক'রবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হৃদয় ত বেশ ডঙ্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান কোরো।

[বিশ্বাসেই সব—হলধারীর নিরাকারে বিশ্বাস—শম্ভুর বিশ্বাস]

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"কুবীর বোল্‌তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!"

"**হলধারী** দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাক্‌তো। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ'ল। সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারে বিশ্বাস কর, কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

[পূর্বকথা—প্রথম উন্মাদ—ঈশ্বর কর্ত্তা না কাকতালীয়]

"শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আস্‌তো। কেউ বলেছিল, 'অত রাস্তা, কেন গাড়ী ক'রে আস না, বিপদ হতে পারে।' তখন শম্ভু মুখ লাল ক'রে ব'লে উঠেছিল, 'কি, তাঁর নাম ক'রে বেরিয়েছি আবার বিপদ!' বিশ্বাসেতেই সব হয়! আমি বল্‌তুম অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে করতুম, সেইটেই মিলে যেত!"

মাষ্টার ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল বেলার স্বপন মিলিয়া যায় (coincidence of dreams with actual events) এটি কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, এ কথা পড়িয়াছিলেন (Chapter on Fallacies) তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

মাষ্টার—আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, সে সময় সব মিল্‌তো। সে সময় তাঁর নাম ক'রে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত! (মণিলালকে) তবে কি জান, সরল উদার না হ'লে এ বিশ্বাস হয় না।

"হাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা, এ রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাঁদের বিশ্বাস সহজে হয় না। 'দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কাল বিড়াল কি ক'র্‌ব মুই।' (সকলের হাস্য)।

[ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্বধর্ম]

সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল প্রভৃতি চলিয়া যাবার পর দু'একজন ভক্ত এখনও আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ধুনার গন্ধ। ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট। মা'র চিন্তা করিতেছেন! মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরানো কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার কর্‌লি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত?

ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া)—তা' আর কি ক'রে বোল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশী, বৃন্দাবন,—এ সব হয়েছে?

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া)— তা' আর কি ক'রে বোল্‌বো? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলিস কি রে?

ভগবতী—হাঁ, নাম লেখা আছে, "শ্রীমতী ভগবতী দাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)—বেশ বেশ।

এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

বৃশ্চিক দংশণ করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন গ্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।

দু' একটি ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন তাঁহারা অবাক্‌ ও স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু

পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন—"তোরা অমনি প্রণাম করবি।" এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, "একটু গান শোন্।"

তাহাকে গান শুনাইতেছেন—

(১)—**মজলো আমার মন-ভ্রমরা** শ্যামাপদ-নীলকমলে।
শ্যামাপদ-নীলকমলে,—কালীপদ-নীলকমলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
তায় পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
সুখ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ-সাগর উথলে।

(২)—**শ্যামাপদ আকাশেতে** মনঘুড়ি খান উড়্তেছিল।
কুলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়াকান্না হোলো ভারী, আর আমি উঠাতে নারি,
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে
মাথা নাই সে আর কি উড়ে সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল।
ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেল্তে এসে লাগলো ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।

(৩)—**আপনাতে আপনি থেকো মন** যেওনাকো কারো ঘরে।
যা' চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

সপ্তম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা

[পূর্বকথা—দেবেন্দ্র ঠাকুর, দীন মুখুয্যে ও কুমার সিং]

আজও অমাবস্যা মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীতে আছেন। রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশী হয়, আজ মঙ্গলবার বলিয়া বেশী লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। হাজরাও আছেন, ঠাকুরের ঘরের সামনে বারান্দায় আসন করিয়াছেন। মাষ্টার গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন।

সোমবার রাত্রে মা কালীর নাট-মন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছিল। ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনিয়াছিলেন। এই যাত্রা রবিবার রাত্রে হইবার কথা ছিল কিন্তু হয় নাই বলিয়া সোমবারে হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা আবার বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে খেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে ব'সতুম, মুখে কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নাই। আলমবাজারে রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীতে যেতুম। তাদের বাড়ী খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগ্‌তো না; কেমন আঁষ্টে গন্ধ!

"একদিন ধরে বসলুম, 'দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী যাব। সেজোবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখ্‌বো, আমায় লয়ে যাবে? সেজোবাবু—তার আবার ভারী অভিমান, সে সেধে লোকের বাড়ী যাবে? এগু পেছু ক'রতে লাগলো। তারপর বললে, 'হাঁ দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব।'

"একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুয্যে ব'লে একটি ভাল লোক আছে—ভক্ত। সেজোবাবুকে ধ'রলুম দীন মুখুয্যের বাড়ী যাব। সেজোবাবু কি করে, গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল। বাড়ীটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ী ক'রে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত।

তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা ব'লে উঠ্‌লো ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বল্‌লে, বাবা! তোমার কথা আর শুনবো না। আমি হাসতে লাগলুম।

"কি অবস্থাই গেছে! কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ ক'ল্লে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বস্‌লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'ল্লে ; যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা ব'সতে গেলুম। ভাবলুম অত খবরে কাজ কি। তার পর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমি আগে খেতে লাগলুম। সাধুরা কেউ কেউ বল্‌তে লাগ্‌লো শুনতে পেলুম, 'আরে এ কেয়া রে!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাজরার সঙ্গে কথা—গুরুশিষ্য সংবাদ

বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সিঁড়ি, তাহার উপর বসিয়া আছেন। রাখাল, হাজরা ও মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। হাজরার ভাব 'সোঽহং'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—হাঁ সব গোল মেটে ;—তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক ; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ ; তিনিই সৎ তিনিই অসৎ ; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই ; আবার তিনি এসব অবস্থার পার।

"একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হ'য়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হ'লো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ কর্‌ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অসুখ। ছেলে যায় যায়। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরো দুঃখ করতে লাগলো যে, এমন ছেলেটি গেল এ'র চক্ষে একটু জল পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন ক'রে বললে, কেন কাঁদছি না জান? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হ'ল বিদ্যা ধর্ম উপার্জন ক'ল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ; এখন ভাবছি যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।' জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।

"ঈশ্বরই কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে।"

হাজরা—কিন্তু বোঝা বড় শক্ত। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হ'ল। সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়েছিল। কখন মাটির ভিতরে পোঁতে, কখন জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছেঁকা দেয়? এই রকম ক'রে চৈতন্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ হ'ল। লোক যন্ত্রণাও দিলে আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল!

[Problem of Evil and the Immortality of the Soul]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ'ল।. কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরো অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? তেমনি লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেল্‌লে, কিন্তু হয় ত তার জিনিস তৈয়ার হ'য়ে গিছলো। ভগবান লাভের পর শরীর থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি?

[সাধু ও অবতারের প্রভেদ]

"ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার। হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছলো। কখন দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চল্‌ছে যেন পিঁপড়ের মত; কখন বা সড়াৎ সড়াৎ ক'রে, বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়। কখন মাছের মত গতি। যার হয়, সেই জানে। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। মনটা একটু নাম্‌লে বলি, মা! আমায় ভাল কর, আমি কথা কব।

"**ঈশ্বরকোটী** (অবতারাদি) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়,—কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য।"

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি?

হাজরা—ঈশ্বরকে তুষ্ট ক্‌রতে পার্‌লেই হলো। অবতার থাকুন আর না থাকুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরে রেজেষ্টারীর বড় আফিস, সেখানে রেজেষ্টারী ক'রতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।

[গুরুশিষ্য সংবাদ—শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত]

আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা। সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে, রাধাকান্তের মন্দিরে ও ভবতারিণীর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টাদির মঙ্গল বাজনা হইতেছে। আরতি সমাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় আঁধার, কেবল ঠাকুরবাড়ীতে স্থানে স্থানে দীপ জ্বলিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে আকাশের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অমাবস্যা, ঠাকুর সহজেই ভাবময় ; আজ ভাব ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মা'র নাম করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, ঘরের ভিতর বড় গরম। তাই বারান্দায় আসিয়াছেন। একজন ভক্ত একটি মছলন্দের মাদুর দিয়াছেন। সেইটি বারান্দায় পাতা হইল। ঠাকুরের অহর্নিশি মা'র চিন্তা ; শুইয়া শুইয়া মণির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, **ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়!** অমুকের দর্শন হ'য়েছে, কিন্তু কারুকে বোলো না। আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার, ভাল লাগে?

মণি—আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। তবে একটু একটু বুঝছি যে, তিনিই এ সব সাকার হ'য়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, আমায় বেলঘোরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌লে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হ'বে, যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া কর্‌ছে! তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।

"তাঁকে দর্শন করতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন কর্‌তে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে ; চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো!"

মণি—আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি এক‌ক্ষণে হ'য়ে যাবে? বাড়ীর চারিদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অমৃত বলে, একজন আগুন ক'রলে দশজন পোয়ায়! আর একটি কথা, নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।

মণি—আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। **লীলাও সত্য।** আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে। নিজে ব'লতে নাই, অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস্। ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ? নরেন্দ্র, ভবনাথ—যেমন নরনারী।

ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত। নরেন্দ্রকে গাড়ী করে এনো। কিছু খাবার আন্‌বে। এতে খুব ভাল হয়।

[জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা, Philosophy and Scepticism]

"জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পথ। ভক্তি-পথে একটু আচার বেশী ক'রতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জ্বাল্‌লে কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।

"জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। বিচার ক'রতে ক'রতে নাস্তিকভাব হয় তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজাশুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে!"

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া কথা কহিতেছেন। মাঝে মণিকে বলিয়াছেন, "আমার পা'টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।"

তিনি সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু গুরুদেবের **শ্রীপাদপদ্ম সেবা** করিতে করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন।

অষ্টম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা প্রসঙ্গে

[রাখাল, অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, বাপের শ্বশুর প্রভৃতি]

আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩। ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়াছেন। অধর, মাণ্টার দশহরা উপলক্ষ্যে ছুটি পাইয়াছেন।

রাখালের বাপ ও তাঁহার বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন। বাপ দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নাম শ্বশুর অনেকদিন হইতে শুনিয়াছেন। তিনি সাধক লোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

শ্বশুর—মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মত থাকো। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নাই।—আর ধুস্‌কির মত থাকো। সে ঘর-কন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে কর্‌লে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়-তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারবো; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবো।' আর নির্জন না হলে ভগবান্ চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গোড়বো, তা' যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা'হলে সোনা গলান কেমন ক'রে হয়? চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখ্‌তে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়্‌তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?

[উপায়—তীব্রবৈরাগ্য : পূর্বকথা—গংগাপ্রসাদের সহিত দেখা]

একজন ভক্ত—মহাশয়, এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে। যদি **তীব্র বৈরাগ্য** হয়, তা'হলে হয়। যা মিথ্যা বলে জান্‌ছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গংগা-প্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। **গংগাপ্রসাদ** বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে কর্‌লে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি রোক কল্লুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস'! আমি ত পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস! দুধ খাব।

"কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্‌লে আর ভয় নাই। সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রতি) তাই ত ছোকরাদের থাক্‌তে বলি। কেন না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাক্‌তে পারবে।"

[পাপপুণ্য—সংসার ব্যাধির মহৌষধি সন্ন্যাস]

একজন ভক্ত—ঈশ্বর যদি সবই কর্‌ছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপপুণ্য এ সব বলে কেন? পাপও তা'হলে তাঁর ইচ্ছা?

রাখালের বাপের শ্বশুর—তাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝবো?

"Thou Great First Cause least understood"—Pope.

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টিই এই রকম: ভাল মন্দ, সৎ অসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনওটা আমগাছ, কোনওটা কাঁঠালগাছ, কোনওটা আমড়াগাছ। দেখ না দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়।

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ **সন্ন্যাস** করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।* কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝ্‌তে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর

* Except ye be born again ye can not enter into the Kingdom of Heaven : Christ.

গাড়ী পোঁছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না! কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! (সকলে নিস্তব্ধ)।

"সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা'নয়। আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।"

মাষ্টার—আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন! একবার মার্‌লেই বা, তাতে দোষ কি? সংসারী ফোঁস করবে! বিষ ঢালা উচিত নয়। কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হ'লে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। **ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।**

একজন ভক্ত—মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি। কটা লোক ওরকম হতে পারে? কৈ! দেখ্‌তে তো পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন হবে না? ওদেশে শুনেছি, একজন ডেপুটি, খুব লোক—প্রতাপ সিং; দান ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। আমাকে ল'তে পাঠিয়েছিল। এই রকম লোক আছে বৈ কি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনার প্রয়োজন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ব্যাসের বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সাধন বড় দরকার।** তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হলে আর বেশী খাট্‌তে হয় না। **গুরুবাক্যে বিশ্বাস!**

"ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর! এখন কি হবে। ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা তোদের পার ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে? গোপীদের কাছে দুধ ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বললেন, ঠাকুর পারের কি হলো। ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বল্‌তে না বল্‌তে জল দুধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক্‌; ভাব্‌তে লাগলো উনি এইমাত্র এত খেলেন; আবার বল্‌ছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি?'

"এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ; তিনি খেয়েছেন।

"**শঙ্করাচার্য** এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদ-বুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভাঁড় লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাস্নান

করে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠ্‌লেন, 'এই তুই আমায় ছুঁলি!' চণ্ডাল বল্‌লে 'ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভূত ন'ন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ন'ন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল।

"**জড়ভরত রাজা** রহূগণের পাল্কী বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বল্‌তে লাগলো, রাজা পাল্কী থেকে নীচে এসে বল্‌লে, তুমি কে গা! জড়-ভরত বল্‌লেন আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব;—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

"আমিই সেই' 'আমি শুদ্ধ আত্মা', এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এ সব ভগবানের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য না থাক্‌লে ধনীকে কে জান্‌তে পার্‌তো? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, 'আমি যা, তুইও তা' তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমিও যা আমিও তা' লোকে পাগল বল্‌বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্‌, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা!' তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে, 'আমি সেই' সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের কি জল হয়?

"কথাটা এই; মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। **মন যোগীর বশ! যোগী মনের বশ নয়।**

"মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী', 'নিতাই আমার মাতা হাতী!' এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথা-গুলো বল্‌তে পারে না, কেবল 'হাতী হাতী'! তারপর শুদ্ধ 'হা!' ভাবে বায়ু স্থির হয়; কুম্ভক হয়।

"একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বল্‌লে, 'ওগো, অমুক নেই; মারা গেছে!' যে ঝাঁট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, আহা, তাইতো গা, লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল!' এদিকে ঝাঁটাও চল্‌ছে। আর যদি আপনার লোক হয়, তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর 'এ্যাঁ!', বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা কর্‌তে পারে না। মেয়েদের ভিতর দেখ নাই? যদি কেউ অবাক্‌ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক্‌ হ'য়ে হাঁ করে থাকে।

[জ্ঞানীর লক্ষণ—সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ]

"সোঽহং সোঽহং ক'ল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা। এ'রও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।

"আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়। জীব চার প্রকার বলেছে,—বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব। সকলকেই যে সাধন করতে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদ। হোমা পাখী আকাশে থাকে। ডিম পাড়লে ডিম পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তেই ডিম ফুটে। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে থাকে। এখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে পাখা ওঠে। যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, পাখীটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে যে, মাটিতে লাগলে চুরমার হয়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা!

"প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বরলাভ। যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তার পরে ফুল। (রাখালের বাপের দিকে চাহিয়া) নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়্‌লে ছোলা গাছই হয়!

[শক্তিবিশেষ ও বিদ্যাসাগর—শুধু পাণ্ডিত্য]

"তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোন খানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়! যখন বললুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বল্‌লে, মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বল্‌লুম, তা দিয়েছেন বইকি। শক্তি কম বেশী না হ'লে তোমার নাম এত হ'বে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই! বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে; রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো পুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়,—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২, ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচ ভাগ ও গস্‌পেল অভ শ্রীরামকৃষ্ণ এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিনী অমাবস্যা তিথি।

নবম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি

আজ বুধবার, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমী তিথি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। বুধবারে ভক্তসমাগম কম, কেন না সকলেরই কাজ কর্ম আছে। ভক্তেরা প্রায় রবিবারে অবসর হইলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। মাষ্টার বেলা দেড়টার সময় ছুটি পাইয়াছেন, তিনটার সময় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। এ সময় রাখাল, লাটু ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন। আজ দুই ঘণ্টা পূর্বে কিশোরী আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নরেন্দ্রের কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? (সহাস্যে) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালী ঘরে যান; যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না।

"এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ীর লোকেরা বড় ব্যাজার। সে দিন এখানে এসেছিল, গাড়ী করে। সুরেন্দ্র গাড়ীভাড়া দিছ্‌লো। তাই নরেন্দ্রের পিসী সুরেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া করতে গিছলো।"

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কহিতে কহিতে গাত্রোত্থান করিলেন। কথা কহিতে কহিতে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে হাজরা, কিশোরী, রাখালাদি ভক্তেরা আছেন। অপরাহ্ণ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগা, তুমি আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার—আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন এত সকাল?

মাষ্টার—বিদ্যাসাগর স্কুল দেখ্‌তে এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের, তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়।

[বিদ্যাসাগর ও সত্য কথা—শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন?

"সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান।"

সত্যতে থাক্‌লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে; কিন্তু এলো না।

"**পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাত।** শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক। সাধুর কথা ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা। কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। তার উমের তোমার মত। আমায় বল্‌তো 'প্রেমী সাধু'। কাশীতে তাদের মঠ আছে; একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল। মোহন্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'উপায় কি?' সে বললে, **কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।** পাঠ কচ্ছিল। পাঠ শেষ হলে বল্‌তে লাগলো—'জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সর্বম্‌ বিষ্ণুময়ং জগৎ'। সব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।

[কলিযুগে বেদমত চলে না—জ্ঞানমার্গ]

"এক দিন গীতা পাঠ কর্‌লে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে, চেয়ে পড়বে না! আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজোবাবু ছিল। সেজো-বাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়্‌তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায়, 'নারদীয় ভক্তি'।"

মাষ্টার—ও সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে। কি জান এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন ব'লেছিল, গায়ত্রীর পুরশ্চরণ ক'রবো। আমি বললুম কেন? কলিতে তন্ত্রোক্ত মত। তন্ত্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না?

"বৈদিক কর্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্তা হয়ে যায়! তাদের রজঃ, তমঃ গুণ, জীব-হিংসা, বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে। **শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়।**

"একটি **বেদান্তবাদী** সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচতো, ঝড়ে-বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বদাই বিচার করতো, '**ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।**' মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়;—বস্তুত কোন রং নাই।—তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে। পাছে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিস একবার বৈ আর দেখবে না।

স্নানের সময় পাখী উড়ছে দেখে বিচার করতো। দুজনে বাহ্যে যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা কল্লে; ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হলো। তিন দিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ঐ শব্দ শুনে সমাধি হয়।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ—পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক একবার হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! কোমরে কাপড় নাই; দিগম্বর; চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে! ঠাকুর ছোট খাটটিতে আবার বসিলেন। আবার সেই মনোমুগ্ধকরী কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—ন্যাংটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম। **‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।’** বাজিকর এসে কত বাজি করে; আমের চারা, আম পর্যন্ত হলো। কিন্তু এ সব বাজি। **বাজিকরই সত্য।**

মণি—জীবনটা যেন একটা লম্বা স্বপ্ন! এইটি বোঝা যাচ্চে সব ঠিক দেখছি না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই তো জগত দেখছি; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে?

ঠাকুর—আর এক রকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না; বোধ হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে? ভিতরে বিকার।

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, বিকার ও তাহার ধন্বন্তরি—

এ কি বিকার শঙ্করী! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি।

[পৃষ্ঠা ২৯

“বিকার বৈ কি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। কি লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল!”

মণি—কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছুই নাই—অথচ দুইজনে টানাটানি করছে—টাকা আছে বলে!

[দেহধারণ-ব্যাধি—'To be or not to be' সংসার মজার কুটি]

"আচ্ছা, দেহটাই তো যত অনর্থের কারণ। ঐ সব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে, খোলস ছাড়লে বাঁচি।" [ঠাকুর কালীঘরে যাইতেছেন।

ঠাকুর—কেন? এই সংসার ধোঁকার টাটী, আবার মজার কুটিও বলেছে। দেহ থাক্‌লেই বা। সংসার মজার কুটিত হতে পারে।

মণি—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়?

ঠাকুর—হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মণিও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নীচের চাতালের উপর নিরাসনে মা কালীকে সম্মুখে করিয়া বসিয়াছেন। পরনে কেবল লাল পেড়ে কাপড়খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাঁধে। পশ্চাদ্দেশে নাটমন্দিরের একটি স্তম্ভ। কাছে মণি বসিয়া আছেন।

মণি—তাই যদি হ'লো, তা হলে দেহ ধারণের কি দরকার? এ তো দেখ্‌ছি, কতকগুলো কর্মভোগ করবার জন্য দেহ। কি করছে কে জানে! মাঝে আমরা মারা যাই।

ঠাকুর—ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।

মণি—তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে?

[সচ্চিদানন্দ গুরু—গুরুর কৃপায় মুক্তি]

ঠাকুর—অষ্ট বন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাক্‌লই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না! ভেলকীবাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়।

[কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ]

আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলালো কেন, বল দেখি? এখানে কিন্তু খুব আস্‌তো। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে। একদিন বললুম, সাধুদের, ও রকম করে নমস্কার করতে নাই। একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ী করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে। হরিশ বেশ বলে এখান থেকে সব চেক্‌ পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।" (ঠাকুরের হাস্য)।

মণি অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন।

[পূর্বকথা, ন্যাঙটাবাবার উপদেশ—তাঁকে জানা যায় না]

ঠাকুর—**বিচার করো না।** তাঁকে জান্‌তে কে পারবে? ন্যাঙটা বলতো শুনে রেখেছি, তাঁরি এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড।

"হাজরার বড় বিচারবুদ্ধি। সে হিসাব করে, এতখানিতে জগৎ হলো, এতখানি বাকি রইল। তার হিসাব শুনে আমার মাথা টন্ টন্ করে। **আমি জানি, আমি কিছুই জানি না।** কখনও তাঁকে ভাবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর আমি কি বুঝবো?"

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায়? যার যেমন বুদ্ধি সেইটুকু নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেছি। আপনি যেমন বলেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছলো, তার এক দানায় পেট ভরলো বলে মনে করে—এইবারে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব!

[ঈশ্বরকে কি জানা যায়? উপায় শরণাগতি]

ঠাকুর—তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না! আমি কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য সে জানে না! জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, 'আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে!' আমারও সন্তানভাব।

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, "আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বলো।"

তিনি অবাক হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। বুঝি ভাবিতেছেন—ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য।

দশম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটীরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেশবের বাটীর সম্মুখে—পশ্যাতি তব পন্থানম্

[কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মা, রাখাল, মাষ্টার]

কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, বুধবার। আজ একটি ভক্ত কমলকুটীরের (Lily Cottage) ফটকের পূর্বধারের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছেন। কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন অপেক্ষা করিতেছেন।

কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী, ব্রাহ্ম ভক্তেরা অনেকে বাস করেন। কমলকুটীরে কেশব থাকেন। তাঁহার পীড়া বাড়িয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এবার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন! আজ তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে আসিতেছেন। তাই ভক্তটি চাহিয়া আছেন, কখন আসেন।

কমলকুটীর সার্কুলার রোড়ের পশ্চিম ধারে। তাই রাস্তাতেই ভক্তটি বেড়াইতেছিলেন। বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। কত লোকজন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন।

রাস্তার পূর্বধারে ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখানে কেশবের সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন। রাস্তা হইতে স্কুলের ভিতর অনেকটা দেখা যায়। উহার উত্তরে একটি বড় বাগানবাড়ীতে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক থাকেন। ভক্তটি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে কোন বিপদ হইয়াছে। ক্রমে কালপরিচ্ছদধারী কোচম্যান ও সহিস মৃতদেহের গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। দেড়ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ধরিয়া ঐ সকল আয়োজন হইতেছে।

এই মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া কে চলিয়া গিয়াছে—তাই আয়োজন!

ভক্তটি ভাবিতেছেন, কোথায়? দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যায়?

উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে। ভক্তটি এক একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে লাটু ও আর দুই একটি ভক্ত। আর মাষ্টার ও রাখাল আসিয়াছেন।

কেশবের বাড়ীর লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারান্দায় একখানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—ঈশ্বরাবেশে মা'র সঙ্গে কথা

ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু এই বিশ্রাম কর্‌ছেন, এইবার একটু পরে আস্‌ছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি)—হ্যাঁগা! তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভেতরে যাই না কেন?

প্রসন্ন (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর—যাও; তোমরাই অমন কোর্‌ছ্‌! আমিই ভিতরে যাই।

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন।

প্রসন্ন—তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাসেন কাঁদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন; হাসেন কাঁদেন এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ!

ঠাকুর **সমাধিস্থ!** শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা; জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ; দৃষ্টি স্থির। একেবারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থা। সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে! ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব—কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল।

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহ্যশূন্য, ভাবাবিষ্ট।

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন "আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার?

(রাখাল দৃষ্টে)—"রাখাল, তুই এসেছিস্‌?"

[জগন্মাতা দর্শন ও তাঁহার সহিত কথা—Immortality of the Soul]

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বল্‌ছেন—

"**এই যে মা এসেছো!** আবার বারানসী কাপড় পড়ে কি দেখাও। মা হ্যাঙগাম কোরোনা! বোসো গো বোসো!"

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্মভক্তেরা চতুর্দ্দিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন—

"দেহ আর আত্মা। দেহ হ'য়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।"

কেশবের প্রবেশ।

কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অস্থিচর্মসার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তের উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—মানুষ লীলা

এইবার কেশব উচ্চৈস্বরে বলছেন, 'আমি এসেছি', 'আমি এসেছি'! এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপনা আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য-বোধ হয়।

"আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্য, এই জীব-জগৎ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

"তবে শক্তিবিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

"**বিদ্যাসাগর** বলেছিল, 'তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' আমি বললুম, 'তা যদি না হতো, তা হলে এক জন লোক পঞ্চাশ জন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন?'

"তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।

"জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

"তার লক্ষণ কি? যেখানে কার্য বেশী, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ।

"এই **আদ্যাশক্তি** আর **পরব্রহ্ম** অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা কর্‌বার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি! মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই। সাপ আর তির্য্যক্‌গতি! সাপকে ছেড়ে তির্য্যকগতি ভাববার যো নাই; আবার সাপের তির্য্যকগতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।

[ব্রাহ্মসমাজ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন—সিদ্ধ ও সাধকের প্রভেদ]

"আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্য ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বল্‌লে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাব্‌বে কখন? (কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য)।

"তখন মহা চিন্তিত হলুম। বললুম, মা, একি হলো। হাজরা বলে, ওদের জন্য ভাব কেন? তার পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ

বললে, ভারতে* ঐ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম! (সকলের হাস্য)।

"হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি' 'নেতি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা, তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম! ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ হয়, 'ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।' তখন ঠিক বোধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন। কোনখানে বেশী প্রকাশ; কোনখানে কম প্রকাশ।

"ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আস্‌তে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হতো। বন্যে এলে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল। তখন সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো। আর ঘুরে যেতে হয় না। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আস্‌তে হয় না! সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হয়।

"লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ—যাদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কর্‌বার একেবারে ইচ্ছা নাই। (সকলে নিস্তব্ধ)। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তাহলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে? তাই কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে?

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব—জগতের মা]

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি। প্রকৃতি বলি। **পুরুষ আর প্রকৃতি**। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

"যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্য)।

"যার অন্ধকার জ্ঞান আছে; তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ?"

কেশব (সহাস্যে)—হাঁ বুঝেছি।

* 'ভারত' অর্থাৎ মহাভারত। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ তখন কালীবাড়ীর মুহুরী; ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত শুনাইতেন। দীননাথ খাজাঞ্চীর পরলোকের পর ভোলানাথ কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন কর্‌ছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাক্‌তে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; অত শত জানে না।

কেশব—আজ্ঞে হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্ যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণনা করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!' এ সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখ্‌তে চায় ক'জন। বাগান বড় না বাবু বড়।

"মদ খাওয়া হ'লে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।

[পূর্বকথা—বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি ও সেজোবাবু]

"নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, 'তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ী?'

"কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে ব'লে, ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্যের আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুসি হবেন। শম্ভু বলেছিল,—আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য; তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি!

"যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজোবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখ্‌তে গেলাম। সেজোবাবু বললে, 'দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু কর্‌তে পার্‌লে না!' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি

তোমার গুটীকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এ রকম কথা বল্‌তে নাই।'

"ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান।

[ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ—ত্রিগুণাতীত ভক্ত]

"যার যেমন ভাব ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত; সে দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

"আর আছে, **ত্রিগুণাতীত ভক্ত**। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কেশব সঙ্গে কথা—ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্যে)—তোমার অসুখ হ'য়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্‌ ধপাস্‌ কর্‌ছে; আর তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে। হয় ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়্‌লো!

"কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ ক'রলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে; আর তোলপাড় করে।

"হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে; তার পর অহং-বুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে!

"তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। **হাসপাতালে** যদি তুমি নাম লেখাও, আর

চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আস্‌তে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন!" (সকলের হাস্য)।

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা—ঠাকুরের পীড়া, রাম কবিরাজের চিকিৎসা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—**হৃদু** বোল্‌তো, এমন ভাবও দেখি নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চল্‌ছে। নাটাগড়ের **রাম কবিরাজ** দেখতে এলো। সে দ্যাখে, আমি ব'সে বিচার করছি। তখন সে বললে, 'একি পাগল। দু'খানা হাড় নিয়ে, বিচার করছে!'

(কেশবের প্রতি)—"তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা।

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

"শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য)। ফিরে ফির্‌তি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে।

[কেশবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রন্দন ও সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি-মানন]

"তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদ্‌তুম। বল্‌তুম মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কল্‌কাতায় এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়।"

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বোল্‌বো।

"কিন্তু দু তিন দিন একটু হয়েছে।"

পূর্বদিকের যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।

সেই দ্বারদেশ হইতে উমানাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছেন 'মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।'

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।' উমানাথ বলিতেছেন,—'মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে সারে।' ঠাকুর বলিতেছেন, "মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।"

কেশবকে বলিতেছেন—

"বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাক্‌লে আরো ডুব্‌বে ; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাক্‌বে।"

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। কেশবকে বলছেন, "দেখি, তোমার হাত দেখি।" ছেলেমানুষের মত হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন। অবশেষে বলিতেছেন, "না, তোমার হাত হাল্‌কা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।" (সকলের হাস্য)।

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন—"মা বল্‌ছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে)—আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন। 'তোমার কর্ম তুমি ক'র মা, লোকে বলে করি আমি।'

"**ঈশ্বর দুইবার হাসেন।** একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে ; আর দড়ি মেপে বলে, "এ দি্‌কটা আমার, ও দিক্‌টা তোমার'! ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ দিক্‌টা আমার ও দিক্‌টা তোমার!

ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, 'ভয় কি মা, আমি ভাল ক'রবো। বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে!" (সকলেই নিস্তব্ধ)।

ঠিক এই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলের কষ্ট হইতেছে! অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোল্লিখিত দেবতা—গুরুগিরি নীচবুদ্ধি

[অমৃত—কেশবের বড় ছেলে—দয়ানন্দ সরস্বতী]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মিস্টিমুখ করিয়া যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটি কাছে আসিয়া বসিয়াছেন।

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি! মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নাই।"

এই বলিয়া সহাস্যে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অমৃত (সহাস্যে)—আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলান। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি)—'অসুখ ভাল হোক্' এ সব কথা আমি ব'লতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বাহির করছে,—কখন কেশব আসবে!' সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।

"দয়ানন্দ বাঙলা ভাষাকে বলতো—'গৌড়াণ্ড ভাষা'।

"ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মানতেন না। তাই বলেছিল ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না?"

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, 'যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে।' আমারও স্বভাব এই; আমি বলি—ইনি আরও কোটিগুণে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করবো?

"ইনি বড় লোক। টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার সাধুরাও মানে।"

ঠাকুর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া এইবার গাড়ীতে উঠিবেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই। তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল ক'রে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। এ রকম যেন আর না হয়।

ঠাকুর দু একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাড়ী যাত্রা করিলেন।

একাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগ, সমাধিতত্ত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থা

রবিবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমী তিথি, বেলা প্রায় একটা দুইটা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট খাটটিতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরিকথা কহিতেছেন। অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হরিশ ইত্যাদি অনেকে বসিয়া আছেন, হাজরাও তখন ঐখানে থাকেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হ'ত—

১, বাহ্য দশা—তখন স্থূল আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাক্‌ত।

২, অর্দ্ধবাহ্য দশা—তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে।

৩, অন্তর্দ্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হ'তো।

"**বেদান্তের পঞ্চকোষের** সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে। স্থূলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ।—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি।

"চৈতন্যদেবের যখন বাহ্য দশা হ'ত তখন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করতেন। অর্দ্ধ বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য কর্‌তেন। অন্তর্দ্দশায় সমাধিস্থ হ'তেন।"

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর কি নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে ইঙ্গিত করছেন? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হ'তো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্য ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হ'ল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই।

[হঠযোগ ও রাজযোগ]

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, হঠযোগ কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। ভিতর প্রক্ষালন কর্‌বে ব'লে বাঁশের নলে গুহ্যদ্বার রক্ষা করে। লিঙ্গ দিয়ে দুধ ঘি টানে। জিহ্বাসিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন ক'রে শূন্যে কখন কখন উঠে! ও সব বায়ুর কার্য। একজন বাজি দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ

ক'রে দিয়েছিল। অমনি তার শরীর স্থির হ'য়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোন সূত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হ'লো। চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল,—লাগ্ ভেল্কি, লাগ ভেল্কি! (সকলের হাস্য)। এ সব বায়ুর কার্য।

"হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না।

"হঠযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়—ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ঐ যোগই ভাল। হঠযোগ ভাল নয়; কলিতে অন্নগত প্রাণ!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের তপস্যা—ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ

ঠাকুর **শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের** পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তানিমগ্ন। তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো, এইখানে ব'সে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু কর্‌লেই কেউ ব'লবে, এই এই!

চকিত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখনও আসন ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফুটোবার সময় না হ'লে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে।

এই বলিয়া ঠাকুর মণির 'ঘর' আবার বলিয়া দিলেন।

"সকলেরই যে বেশী তপস্যা কর্‌তে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট কর্‌তে হ'য়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে প'ড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চ'লে যেত। কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।"

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরাজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বল্‌তেন। কলেজে পড়াশুনা করেছেন। বিবাহ করেছেন।

তিনি, কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেক্‌চার শুনিতে, ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্য ভাষার লেক্‌চার তাঁহার

আপনি বোধ হইয়াছে। এখন কেবল ঠকুরকে রাতদিন দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন।

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সর্বদা ভাবেন। ঠাকুর বলেছেন, 'সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়,' আরও বলেছেন, **'ঈশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।'**

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু কল্লেই কেউ বলবে এই এই। তুমি **একাদশী কোরো।** তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। তা না হ'লে এত আসবে কেন? কীর্ত্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর। আর হীরানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তবে ভাবটি কেমন মধুর। তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে।

[পূর্বকথা—গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ—তুলসী কানন—সেজোবাবুর সেবা]

"**গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ** দেখেছিলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়।

"**সাদা-চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম।...তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।**

"কারুকে দেখলে তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়াই কেন জান ; আত্মীয়দের অনেক কাল পরে দেখ্‌লে ঐরূপ হয়।

"মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, মা! ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম, তাই হ'ত।

"**পঞ্চবটীতে তুলসী কানন** ক'রেছিলাম ; জপ ধ্যান করবো ব'লে। বাখারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হ'লো। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি বাখারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুর-বাড়ীর একজন ভারী ছিল সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে খবর দিলে।

"যখন এই অবস্থা হ'লো, পূজা আর করতে পারলাম না। বললাম মা আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভাব নিজেই লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে ; ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে ; কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এ সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও! তাইতো **সেজোবাবু** এত সেবা করলে।

"আবার বলেছিলাম, মা! আমার ত আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হ'লো। যারা যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা।"

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন; আর কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা—অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন—বটগাছের ডাল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দেখ, একদিন দেখি—কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মাষ্টার অবাক হইয়া রহিলেন।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২|১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ ; এর নীচে বস্‌তাম।

মাষ্টার—আমি এর একটি কাঁচ ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি—বাড়ীতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন?

মাষ্টার—দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে **এই স্থান মহাতীর্থ হবে।**

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি রকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মত?

পেনেটীতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রেমমূর্ত্তি দেখাইতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরিকথাপ্রসঙ্গে

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরদের আরতি আরম্ভ হইল। শাঁক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টারকে **"ভক্তমাল"** পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মাষ্টার পড়িতেছেন—

চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি। অনির্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পিরীতি॥
ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম। পাষানের রেখা যেন নাহি বেশী কম॥
শ্যামল সুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা। তাহাতে প্রপন্ন, নাহি জানে দেবী দেবা॥
দশদণ্ড-বেলা-বধি তাঁহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ় নিয়ম হয়॥
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায়॥
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া। সেই অবকাশকালে আইল হানা দিয়া॥

রাজার হুকুম বিনে সৈন্য-আদি-গণ। যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে আসিগড় ঘেরে রিপুগণ। তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥
মাতা তাঁর আসি করে কত উচ্চধ্বনি। উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥
সর্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। তথাপি তোমার কিছু ভুরুক্ষেপ নৈল॥
জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখভাব। যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে। অতএব আমা সবার উদ্যমে কি করে॥
শ্যামলসুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া। যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর ধরিয়া॥
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যগণ মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি॥
সেবা সমাপনে রাজা নিরখিয়া দেখে। ঘোড়ার সর্বাঙ্গে ঘর্ম শ্বাস বহে নাকে॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল। ঠাকুর মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল॥
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল। আমরা যে নাহি জানি কখন আনিল॥
সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে। সৈন্যসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে॥
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের সৈন্য। রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥
প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে। বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে॥
হেনকালে অই প্রতিযোগীতা যে রাজা। গলবস্ত্র হইয়া করিল বহু পূজা॥
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু করি জোড়হাতে॥
কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই। পরম আশ্চর্য সে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী॥
অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ। বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহো॥
শ্যামল সেপাই সেই লড়িতে আইল। তোমাসনে প্রীতি কি তার বিবরিয়া বল॥
সৈন্য যে মারিল মোর তারে মুই পারি। দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥
জয়মল বুঝিল এই শ্যামলজীর কর্ম্ম। প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহা মর্ম্ম॥
জয়মলের চরণ ধরিয়া স্তব করে। যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে॥
তাঁহা-সবার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্যামল সেপাই যেন করে অঙ্গীকার॥

পাঠান্তে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ভক্তমাল একঘেয়ে—অন্তরঙ্গ কে? জনক ও শুকদেব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার এ সব বিশ্বাস হয়? তিনি সওয়ার হ'য়ে সেনা বিনাশ ক'রেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয়?

মাষ্টার—ভক্ত, ব্যাকুল হ'য়ে ডেকেছিল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয়। ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কিনা, এ সব বুঝতে পারি না। তিনি সওয়ার হ'য়ে আস্তে পারেন, তবে ওরা তাঁকে ঠিক দেখেছিল কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বইখানিতে বেশ ভক্তদের কথা আছে। তবে একঘেয়ে। যাদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে।

পরদিন সকালে উদ্যানপথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর কথা কহিতেছেন। মণি বলিতেছেন, আমি তা'হলে এখানে এসে থাকবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, এত যে তোমরা আসো, এর মানে কি! সাধুকে লোকে একবার হন্দ দেখে যায়। এত আসো—এর মানে কি?

মণি অবাক। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—অন্তরঙ্গ না হ'লে কি আসো। অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক—যেমন, বাপ, ছেলে, ভাই, ভগ্নী।

"সব কথা বলি না। তাহলে আর আসবে কেন?

"শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বললে আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন ক'রে দক্ষিণা হয়! জনক হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর কি গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেবক-হৃদয়ে

শুক্লপক্ষ। চাঁদ উঠিয়াছে। মণি কালীবাড়ীর উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবৎখানা, বকুলতলা ও পঞ্চবটী; অপর ধারে ভাগীরথী-জ্যোৎস্নাময়ী।

আপনা আপনি কি বলিতেছেন।—"সত্য সত্যই কি ঈশ্বর-দর্শন করা যায়? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত বলিতেছেন। বল্‌লেন, একটু কিছু করলে কেউ এসে বলে দেবে, 'এই এই।' অর্থাৎ একটু সাধনের কথা বল্‌লেন। আচ্ছা; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাঁকে লাভ করা যায়? (একটু চিন্তার পর) অবশ্য করা যায়; তা না হলে ঠাকুর বল্‌ছেন কেন? তাঁর কৃপা হলে কেন না হবে?

"এই জগৎ সামনে; সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব। এ সব কিরূপে হলো, এর কর্ত্তাই বা কে, আমিই বা তাঁর কে, এ না জান্‌লে বৃথাই জীবন!

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ। এরূপ মহাপুরুষ এ পর্যন্ত এ জীবনে দেখি নাই। ইনি অবশ্যই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন। তা না হলে, মা মা ক'রে কার সঙ্গে রাতদিন কথা কন্! আর তা না হলে, ঈশ্বরের ওপর ওঁর এত ভালবাসা কেমন করে হ'ল। এত ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য হয়ে যান! সমাধিস্থ, জড়ের ন্যায় হয়ে যান! আবার কখন বা প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান!"

দ্বাদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। বেলা প্রায় নয়টা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দ্বারের কাছে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রামলাল কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। রাখাল, লাটু নিকটে এদিকে ওদিকে ছিলেন। মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "এসেছো? তা আজ বেশ দিন।" তিনি ঠাকুরের কাছে কিছুদিন থাকিবেন; **"সাধন" করিবেন**। ঠাকুর বলিয়াছেন, **কিছু করিলেই কেউ ব'লে দেবে, 'এই এই'**।

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অতিথিশালার অন্ন তোমার রোজ খাওয়া উচিত নয়। সাধু কাঙ্গালের জন্য ও হয়েছে। তুমি তোমার রাঁধবার জন্য একটি লোক আনবে। তাই সঙ্গে একটি লোক এসেছে।

তাঁহার কোথায় রান্না হইবে? তিনি দুধ খাইবেন; ঠাকুর রামলালকে গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর শুনিতেছেন। মণিও বসিয়া শুনিতেছেন।

রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন। পথে পরশুরামের সহিত দেখা হইল। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া পরশুরাম রাস্তায় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন। দশরথ ভয়ে আকুল। **পরশুরাম** আর একটা ধনু রামকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। আর ঐ ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে বলিলেন। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বামহস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপণ করিয়া টঙ্কার করিলেন! ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন এখন এ বাণ কোথায় ত্যাগ ক'র্‌বো বলো। পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। তিনি শ্রীরামকে পরব্রহ্ম বলে স্তব করিতে লাগিলেন।

পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট! মাঝে মাঝে "রাম রাম" এই নাম মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন। * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে)—একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দেখি!

রামচন্দ্র যখন **"পিতৃসত্যের কারণ"** বনে গিয়েছিলেন, গুহকরাজ চমকিত হইয়াছিলেন। রামলাল ভক্তমাল পড়িতেছেন—

নয়নে গলয়ে ধারা মনে উতরোল। চমকি চাহিয়া রহে নাহি আইসে বোল॥
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল। কাষ্ঠের পুতুল প্রায় অস্পন্দ হইল॥

তারপর ধীরে ধীরে রামের কাছে গিয়া বলিলেন, আমার ঘরে এসো। রামচন্দ্র তাঁকে মিতা বলে আলিঙ্গন করিলেন। গুহ তখন তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন—

গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। তোমাকে সঁপিনু দেহ পরাণ সহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য। তুমি মোর ভক্তি, মুক্তি, তুমি শুভকার্য॥
আমি মর্‌্যা যাই তব বালায়ের সনে। দেহ সমর্পিণু মিতা তোমার চরণে॥

রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিবেন ও জটাবল্কল ধারণ করিবেন শুনিয়া গুহও জটা-বল্কল ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিলেন না। চৌদ্দবৎসরান্তে রাম আসিতেছেন না দেখিয়া, গুহ অগ্নি প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান আসিয়া সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাসিতেছেন। রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ, হৃদয়ে লইলো প্রিয়তম॥
গাঢ় আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে,
অশ্রুজলে দোঁহা অঙ্গ ভিজে।
ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়,
কোলাহল হ'ল ক্ষিতি মাঝে॥

[কেশব সেনের যদৃচ্ছালাভ—উপায়—তীব্র বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ]

আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। এমন সময় শ্যাম ডাক্তার ও আরো কয়েকটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা' নয়। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়।

"যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। তখন গায়ত্রীও বল্‌তে হয় না। তখন শুধু 'ওঁ' বল্‌লেই হয়। সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক না হয়, আর ধারা না পড়ে। টাকাকড়ির জন্য, কি মোকদ্দমা জিত হবে ব'লে, পূজাদি কর্ম ; ও সব ভাল না।"

একজন ভক্ত—টাকাকড়ির চেষ্টা ত সকলেই ক'রছে দেখছি। কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কেশবের আলাদা কথা।** যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না ক'রলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়। উকিল-ফুকিলের কথা বল্‌ছি না,—যারা কষ্ট ক'রে, লোকের দাসত্ব ক'রে টাকা আনে। আমি বল্‌ছি, ঠিক রাজার বেটা। যার কোন কামনা নাই সে টাকাকড়ি চায় না ; টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে—**যদৃচ্ছালাভ।**

"সদ্‌ব্রাহ্মণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে পারে। 'যদৃচ্ছালাভ'। সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে।"

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, সংসারে কি রকম ক'রে থাক্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাঁকাল মাছের মত থাক্‌বে। সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে কর্‌লে, তাঁতে ভক্তি জন্মে। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাক্‌তে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে।

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিদৃষ্টে)—**তীব্র বৈরাগ্য** হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল! জ্বলছে! মাগ-ছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া! সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক ঠিক হয়, তা'হলে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। **কামিনী কাঞ্চনই মায়া।** মায়াকে যদি চিন্‌তে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল প'রে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে, বললে, আমি তোকে চিনিছি—তুই আমাদের 'হরে'। তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল।

"যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্মে আছে—রামকে নারদাদি স্তব করছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি ; আর প্রকৃতির যত রূপ সীতা ধারণ করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী ; তুমি শিব, সীতা শিবাণী ; তুমি নর, সীতা নারী! বেশী আর কি বল্‌ব—যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি ; যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীতা।

[ত্যাগ ও প্রারব্ধ—বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ]

(ভক্তদের প্রতি)—"মনে কর্‌লেই ত্যাগ করা যায় না। **প্রারব্ধ, সংস্কার,** এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বল্‌লে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বল্‌লে, ঠাকুর, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি ; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে।

এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে! আমার এখনও ভোগ আছে।

"**নটবর পাঁজা** যখন ছেলেমানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু অনেক ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টাকা করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে।

"এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্ত্তাভজা মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে ব'সলো। আমি তাদের মা, মা বলাতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ইনি প্রবর্ত্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই! ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্ত্তক; তার পরে সাধক; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ।

"একজন মেয়ে **বৈষ্ণবচরণের** কাছে গিয়ে ব'সলো। বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে, এর বালিকা ভাব!

"স্ত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়। **মাতৃভাব শুদ্ধভাব।**"

কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা গাত্রোত্থান করিলেন; ও বলিলেন, তবে আমরা আসি; মা কালীকে, আর ঠাকুরকে দর্শন ক'রবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমা-পূজা—ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ

মণি পঞ্চবটী ও কালীবাড়ীর অন্যান্য স্থানে একাকী বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিয়াছেন 'একটু সাধন করিলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়। মণি কি তাই ভাবিতেছেন?

আর তীব্র বৈরাগ্যের কথা। আর 'মায়াকে চিন্‌লে আপনি পালিয়ে যায়?' বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মণি আবার বসিয়া আছেন। ব্রাউটন্ ইন্‌স্টিটিউশন্ হইতে একটি শিক্ষক কয়েকটি ছাত্র লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শিক্ষকটি মাঝে মাঝে এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন। প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিক্ষকের প্রতি)—প্রতিমা-পূজাতে দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে 'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়', সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিসই নাই।

"আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কত দিন করে? যতদিন না

বিবাহ হয়, আর যত দিন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমা-পূজার কি দরকার?

"মণির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

"অনুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। **খুব ব্যাকুলতা চাই**। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।

[বালকের বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ—গোবিন্দস্বামী—জটিলবালক]

"একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বল্‌লে, বাবা, আমার স্বামী কই? তাঁর বাবা বল্‌লে, গোবিন্দ তোমার স্বামী; তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে;—বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আসছো না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না; তাকে দেখা দিলেন।

"**বালকের মত বিশ্বাস!** বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।

"জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বল্‌লে, তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মধুসূদন কে? মা বল্‌লে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুসূদন'। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগ্‌ল, 'কোথায় **দাদা মধুসূদন**, তুমি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে। ঠাকুর তখন থাকতে পার্‌লেন না। এসে বল্‌লেন, এই যে আমি, তোর ভয় কি? এই ব'লে সঙ্গে ক'রে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পোঁছিয়া দিলেন, আর বল্‌লেন, 'তুই যখন ডাক্‌বি, আমি আসবো। ভয় কি? এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা!

"একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠকুরের সেবা ছিল। এক দিন কোন কাজ উপলক্ষ্যে তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্; ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে দেখ্‌লে যে, ঠাকুর উঠ্‌ছেন না! সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে ব'সে খাবেন। তখন সে বারবার বল্‌তে লাগল, ঠাকুর এসে খাও, অনেক দেরী হ'ল; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন্

না। ছেলেটি কান্না আরম্ভ ক'র্‌লে। বল্‌তে লাগল ঠাকুর বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন; তুমি কেন আসবে না কেন আমার কাছে খাবে না? ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে ব'সে খেতে লাগলেন! ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে; সে সব নামিয়ে আন। ছেলেটি বললে, হাঁ হ'য়ে গেছে; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা বল্‌লে সে কি রে! ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বল্‌লে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্‌!

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর **শ্রীরামকৃষ্ণ নহবৎখানার দক্ষিণ** পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মণির সহিত কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা। শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পঞ্চবটীর ঘরে শোবে?

মণি—নহবৎখানার উপরের ঘরটি কি দেবে না?

ঠাকুর খাজাঞ্চীকে মণির কথা বলিবেন। থাকবার ঘর একটি নির্দিষ্ট ক'রে দিবেন। তার নহবতের উপরের ঘর পছন্দ হ'য়েছে। তিনি কবিত্বপ্রিয়। নহবৎ থেকে আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ এ সব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবে না কেন? তবে পঞ্চবটীর ঘর বল্‌ছি এই জন্য ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'প্রয়োজন' (END OF LIFE) ঈশ্বরকে ভালবাসা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। রাখাল লাটু, রামলাল ইঁহারাও ঘরে আছেন।

ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, কথাটা এই—তাঁকে ভক্তি করা, তাঁকে ভালবাসা। রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন। ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন—

> কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
> অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
> গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
> কভু ধুলাতে লুটায়, নয়ন জলে ভাসে রে,
> কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গমর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে;

আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে,
এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্যচরণে,
দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে।

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বল্‌ছেন 'নিমাই! কেমন কোরে তোকে ছেড়ে থাক্‌বো'? ঠাকুর বলিলেন সেই গানটি গা তো।

(১)—**আমি মুক্তি** দিতে কাতর নাই [পৃষ্ঠা—৪৫

(২)—**রাধার দেখা**—কি পায় সকলে,
রাধার প্রেম কি পায় সকলে।
অতি সুদুর্লভ ধন, না করলে আরাধন,
সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মেলে
তুলারাশিমাসে তিথি অমাবস্যা,
স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে,
অন্য অন্য মাসে যে বারি বরিয়ে,
সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে।
যুবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে,
আয় চাঁদ বলে ডাকে বাহু তুলে।
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে,
গগন ছেড়ে চাঁদ কি উদয় হয় ভূতলে।

(৩)—**নবনীরদবর্ণ** কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে। [পৃষ্ঠা—৩২

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা—গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই। রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন—

গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে,
ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে, (আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম)।
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
(তোমাদের মত)।
তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই, বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই।
(সেরূপ লুকায়ে)।

ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।
(হরিবোল বলে হে) (প্রেমে মত্ত হয়ে)।
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল
(ওহে প্রাণ গৌর)।
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল আছে দুটি নয়ন বাঁকা।
(ওহে দয়াল গৌর)।
তোমার পতিত পাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়েছি মনে।
(ওহে পতিতপাবন)।
বড় আশা করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।
(ওহে দয়াল গৌর)।
জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে।
(ওহে অধমতারণ)।
তোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল!
(ওহে পরম করুণ) (ও কাঙ্গালের ঠাকুর)।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন]

নহবৎখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ী, মন্দিরশীর্ষ, উদ্যানপথ, পঞ্চবটী চাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে! মণি একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন।

রাত প্রায় তিনটা হইল; তিনি উঠিলেন। উত্তরাস্য হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর কথা বলিয়াছেন। আর নহবৎখানা ভাল লাগিতেছে না। তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, স্থির করিলেন।

চতুর্দ্দিক নীরব। রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন!—দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, **'কোথায় দাদা মধুসূদন'!**

আজ পূর্ণিমা। চতুর্দ্দিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো ফাটিয়া পড়িতেছে।

আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন পঞ্চবটী মধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন! তিনিই নির্জনে একাকী ডাকিতেছেন, **কোথায় দাদা মধুসূদন!** মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার, রাম, গিরীন্দ্র, গোপাল

আজ শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইং ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ প্রাতঃকাল বেলা আটটা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট। মেজেতে কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন; তন্মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুয্যেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী। ম্যাকেঞ্জি লায়ালের এক্স্চেঞ্জ্ নামক নিলাম ঘরের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তচর্চায় বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না; বলিলেন "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।" অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাষ্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পৌঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

[অবতারবাদ—Humanity and Divinity of Incarnation]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, হয় ত রোগশোকও আছে; তার উত্তর **এই যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"**

"দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু

নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হ'লো, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে! শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। (সকলের হাস্য)। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেংগে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেছেন।"

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়! অনাহত শব্দটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**অনাহত শব্দ** সর্বদাই এমনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি! পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

[পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন]

প্রাণকৃষ্ণ—মহাশয়! পরলোক কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কেশব সেনও** ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

"কুমোরেরা হাঁড়ি রোদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু-টরু চ'লে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেংগে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেংগে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাংগলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হ'বে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হ'বে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? আর গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

[বেদান্ত ও অহঙ্কার—বেদান্ত ও 'অবস্থাত্রয়সাক্ষী'—জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

"**পুরাণ** মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি; শরীর যেন সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল র'য়েছে; ব্রহ্ম, সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

"**বেদান্ত** (বেদান্ত-দর্শন) মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ, অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে।

(মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এইটে শুনে যাও—অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

"তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—"কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। বালকের মত হ'য়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ান হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না।

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখ্‌লে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি প'ড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় ত ধেই ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেল্‌বে সব। এই, কাপড় এত আঁট, বল্‌ছে 'আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেবো না।' আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড় খানা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়!

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য ; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।

"বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! ছেলেরা সব লেখা-পড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কর্‌ছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি'? সে ব্যক্তি বল্‌লে, 'ও ত স্বপন ওতে আর কি হয়েছে।' কাঠুরে বললে, 'দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।"

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতে-ছিলেন। এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—'নেতি' 'নেতি' করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি' 'নেতি' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"**বিজ্ঞান**—কি না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে।

ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' কর্‌তে হয়! তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠ্‌তে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পেঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সুরকি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছেতে সব হ'তে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হ'চ্চে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!

[গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হ'তে পারে—সাধন চাই]

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর 'সংসারে থাকবো না' বললেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ বললেন, 'রাম! যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ ক'র্ত্তে পারো।' রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো না (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারী পূজা। হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর ক'চ্চে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয়; তবেই সাধন চাই।

"**সাধন চাই**। এইটি জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে—তাই দুজনেই শীগ্‌গির পড়ে যায়।

"কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে হ'লো স্বদারা সহবাস করলে। (সহাস্যে) মাষ্টার হাস্‌চো কেন?"

মাষ্টার (স্বগতঃ)—সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে উঠবে না ব'লে ঠাকুর এই পর্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

হঠযোগীর প্রবেশ।

পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ খান, আফিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়েছিলেন, হঠযোগীর

সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলিলেন, 'পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।' ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'কল্‌কাতার বাবুরা এলে ব'লে দেখবো?'

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি)—আপ্‌ রাখালসে কেয়া বোলাথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ বলেছিলাম, দেখ্‌বো যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কৈ—(প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি) তোমরা বুঝি এদের like কর না?

প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন।

হঠযোগীর প্রস্থান।

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা—নরলীলায় বিশ্বাস করো

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি)—আর সংসারে থাক্‌তে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। **সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়।** আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কম্‌ছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বল্‌তুম 'নাইবো', গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হলো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো, বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল না! অমুক জায়গায় হাগ্‌তে যাবো, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলুম কলকাতায়। ব'লে ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। (সকলের হাস্য)।

"এখন তবু একটু আঁট কমেছে। বাহ্যে পায়নি, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে? রামকে* জিজ্ঞাসা কল্লুম। সে বললে গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার কল্লুম, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে বল্‌ছে, হাতীর কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।

[পূর্বকথা—বৈষ্ণবচরণের উপদেশ—নরলীলায় বিশ্বাস করো]

"এখন দেখ্‌ছি, এখন আবার একটা অবস্থা বদ্‌লাচ্ছে। অনেক দিন হ'লো, **বৈষ্ণবচরণ** বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর-দর্শন হবে, তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে। এখন দেখ্‌ছি, তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে,

* রামচাটুয্যে ঠাকুরবাড়ীর শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবক।

কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।

"এখন ভাবনা হয়, সব্বাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। সব্বাইকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই।"

প্রাণকৃষ্ণ (মাষ্টার দৃষ্টে, সহাস্যে)—আচ্ছা লোক! (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে তবে ছাড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—কি হয়েছিল?

প্রাণকৃষ্ণ—নৌকায় উঠেছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামিয়ে দাও—(মাষ্টারের প্রতি) কিসে ক'রে এলেন?

মাষ্টার (সহাস্যে)—হেঁটে।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

[সংসারী লোকের বিষয়কর্ম ত্যাগ করা কঠিন—পণ্ডিত ও বিবেক]

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়! এইবার মনে করছি কর্ম ছেড়ে দিব। কর্ম কর্‌তে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) এঁকে কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে ইনি কাজ করবেন। আর পারা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বড় ঝঞ্ঝাট। এখন দিনকতক নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করা খুব ভাল। কিন্তু বলছো বটে ছাড়বে। কাপ্তেনও ঐ কথা বলেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে উঠে না।

"অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে, কাজে কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী কাঞ্চনের উপর—সংসারের উপর আসক্তি। যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়; তা না হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়।"

প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, আপনি যাবেন? মাষ্টার বলিলেন, না, আপনারা আসুন। প্রাণকৃষ্ণ হাসিতেছেন ও বলিলেন, আর তুমি যাও! (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার পঞ্চবটীর কাছে একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করিতেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে ‘ভবতারিণী ও ‘রাধাকান্ত দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ভাবিতেছেন, শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার তবে এই প্রতিমার সম্মুখে কেন প্রণাম? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার দেবদেবী মানেন, এই জন্য? আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, বুঝি না। ঠাকুর যেকালে মানেন আমি কোন্ ছার্, মানিতেই হইবে!

মাষ্টার ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন। দেখিলেন—বামহস্তদ্বয়ে **নরমুণ্ড ও অসি**, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে **বরাভয়**। একদিকে **ভয়ঙ্করা** আর একদিকে **মা ভক্তবৎসলা**। দুইটি ভাবের সমাবেশ। ভক্তের কাছে, তাঁর দীনহীন জীবের

কাছে, মা দয়াময়ী! স্নেহময়ী! আবার এও সত্য, মা ভয়ঙ্করী কালকামিনী! একাধারে কেন দুই ভাব, মা-ই জানেন।

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, শুনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি "মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী?" কেশব এই কথা বলিতেন।

[সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘটীবাটির খপর]

এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বসিলেন। স্নান করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ফলমূলাদি প্রসাদ খাইতে দিলেন। তিনি গোল বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। পান করিবার জলের ঘটী বারান্দাতে রহিল। ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের মধ্যে বসিতে যাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, "ঘটী আনলে না?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আন্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাহ্‌!

মাষ্টার অপ্রস্তুত। বারান্দায় গিয়া ঘটী ঘরের মধ্যে রাখিলেন।

মাষ্টারের বাড়ী কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্যামপুকুরে বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ীর কাছেই কর্মস্থল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক সুবিধা। কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যদিও ঐরূপ বলিতেন, তাঁহার দুর্দৈবক্রমে তিনি বাটীতে ফিরিয়া যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ীর কথা আবার তুলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন, এইবার তুমি বাড়ী যাবে?

মাষ্টার—আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? তোমার বাপ বাড়ী ভেঙ্গেচুরে নূতন ক'রছে।

মাষ্টার—বাড়ীতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন মতে মন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাকে তোমার ভয়?

মাষ্টার—সব্বাইকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে)—সে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে ভয়!

ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল। আরতি হইতেছে ও কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। কালীবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ। আরতির শব্দ শুনিয়া কাঙ্গাল, সাধু, ফকির সকলে অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিতেছেন। কারু হাতে শালপাতা, কারু হাতে বা তৈজস-পত্র—থালা, ঘটী। সকলে প্রসাদ পাইলেন। আজ মাষ্টারও ভবতারিণীর প্রসাদ পাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও 'নববিধান'—নববিধানে সার আছে

ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণান্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তৎপরে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল।

রাম (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, আমার ত নববিধানে কিছু উপকার হয়েছে ব'লে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি খাঁটি হতেন, শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন? আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই। যেমন খোলাম্‌কুচি নেড়ে, ঘরে তালা দেওয়া। লোকে মনে ক'চ্চে, খুব টাকা ঝম ঝম ক'চ্চে, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি। বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিছু সার আছে বৈ কি। তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে মানে কেন? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এ রকম একটা হয় না।

"তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ অনিত্য!' সর্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না। ঐহিক যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটিকে ত রক্ষা কর্ত্তে হবে। তাই অত লেকচার দিয়েছে; কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট! সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।"

রাম—ও খাট, বাড়ী বখরার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন; কেশব সেনের বখ্‌রা। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয়বাবু ব'লেছেন, কেশব সেন এমন কথা বিজয়বাবুকে বলেছেন যে, আমি খৃাইষ্ট আর গৌরাঙ্গের অংশ, তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন? আপনিও নববিধানী! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নববিধান মানে জানি না! (সকলের হাস্য)।

রাম—কেশবের শিষ্যেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম সামঞ্জস্য কেশববাবু করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অবাক হইয়া)—সে কি গো! অধ্যাত্ম (রামায়ণ) তবে কি? নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে লাগ্‌লেন, 'হে রাম! বেদে যে পরব্রহ্মের কথা

আছে, সে তুমিই। তুমিই মানুষরূপে আমাদের কাছে রয়েছো; তুমিই মানুষ বলে বোধ হ'চ্ছ; বস্তুত তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম!' রামচন্দ্র বল্‌লেন, 'নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' নারদ বল্‌লেন, 'রাম! আর কি বর চাহিব? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ ক'রো না। অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান-ভক্তিরই কথা।

কেশবের শিষ্য অমৃতের কথা পড়িল।

রাম—অমৃতবাবু একরকম হয়ে গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, সেদিন বড় রোগা দেখলুম।

রাম—মহাশয়! লেক্‌চারের কথা শুনুন। যখন খোলের শব্দ হয়, সেই সময় বলে 'কেশবের জয়'। আপনি বলেন কি না যে, গেড়ে ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেকচারে অমৃতবাবু বললেন, সাধু বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই? সত্য বল্‌ছি, সত্য বল্‌ছি দল চাই! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ কি! ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! এ কি লেকচার!

কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিমাই-সন্ন্যাসের যাত্রা হচ্ছিল, কেশবের ওখানে আমায় নিয়ে গিছিল। সেই দিন দেখেছিলাম কেশব আর প্রতাপকে একজন কে বল্‌লে এ'রা দুজনে গৌর নিতাই; প্রসন্ন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে তা'হলে আপনি কি? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল; আমি কি বলি দেখবার জন্য। আমি বল্‌লুম, 'আমি তোমাদের দাসানুদাস, রেণুর রেণু।' কেশব হেসে বল্‌লে 'ইনি ধরা দেন না।'

রাম—কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্‌ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট।

একজন ভক্ত—আবার কিন্তু কখন কখন বলতেন Nineteenth Century-র (ঊনবিংশ শতাব্দীর) চৈতন্য আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওর মানে কি?

ভক্ত—ইংরাজী এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেব আবার এসেছেন; সে আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অন্যমনস্ক হ'য়ে)—তা'ত হলো। এখন হাতটা* আরাম কেমন ক'রে হয় বল দেখি? এখন কেবল ভাবছি, কেমন করে হাতটি সারবে!

ত্রৈলোক্যের গানের কথা পড়িল। ত্রৈলোক্য কেশবের সমাজে ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! ত্রৈলোক্যের কি গান!

*কিয়দ্দিন পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। হাতে বাড়্ দিয়া অনেক দিন বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। তখনও বাঁধা ছিল।

রাম—কি, ঠিক ঠিক সব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঠিক ঠিক; তা, না হলে মন এত টানে কেন?

রাম—সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা ক'রতেন, আর ত্রৈলোক্যবাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না, ঐ গানটা—

"প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।
হরিভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা॥

"আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে ঐ সব গান বাঁধা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি আর জ্বালিও না * * আবার আমায় জড়াও কেন? (সকলের হাস্য)।

গিরীন্দ্র—ব্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের faculty of organisation নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি?

মাষ্টার—আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম, এই কথা বলে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙল? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও। (সকলের হাস্য)।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উপদেশ]

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বল্‌ছে, তা হ'লেই বা; আন্তরিক তাঁকে ডাক্‌লেই হ'লো। যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত অন্তর্যামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি।

"তবে এটা ভাল না—এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক্, আর যে যা বল্‌ছে সব ভুল। আমরা নিরাকার বল্‌ছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বল্‌ছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন। মানুষ কি তাঁর ইতি করতে পারে?

"এই রকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে, আমার কেশব,—শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।

"আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ ব'লে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্ত্তা কেশব। ব'লতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। বলেছিল, 'শালা আমার!' (সকলের হাস্য)। শাক্ত কি না। বল্‌বে না? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

"যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম ক'রে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব

পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁহাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

"বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী ক'রে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোলে ক'রে—তারা ব'লছে 'পানী'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে—তারা বলছে 'ওয়াটার'। (সকলের হাস্য)।

"যদি কেউ বলে, না, জিনিসটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তা হলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি; এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্চে, আন্তরিক হ'লেই ব্যাকুল হ'লেই তাঁকে লাভ কর্‌বে।

(মণির প্রতি)—"তুমি এইটে শুনে যাও—

"বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায়, আর কারুকে চায় না—সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাকে বেদে **'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'** বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই **'সচ্চিদানন্দ শিবঃ'** বলেছে, তাঁকেই আবার পুরাণে **'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ'** বলেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, রাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রেঁধে খান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তুমিও কি রেঁধে খাও?

মণি—আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখো না, একটু গাওয়া ঘি দিয়ে খাবে। বেশ শরীর মন শুদ্ধ বোধ হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

রামের ঘরকন্নার অনেক কথা হইতেছে। রামের বাবা পরম বৈষ্ণব। বাড়ীতে শ্রীধরের সেবা। রামের বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন—রামের তখন খুব অল্প বয়স। পিতা ও বিমাতা রামের বাড়ীতেই ছিলেন; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হন নাই। এক্ষণে বিমাতার বয়স চল্লিশ বৎসর। বিমাতার জন্য রাম পিতার উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সব কথা হইতেছে।

রাম—বাবা গোল্লায় গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—শুন্‌লে? বাবা গোল্লায় গেছেন! আর উনি ভাল আছেন।

রাম—তিনি (বিমাতা) বাড়ীতে এলেই অশান্তি! একটা না একটা গণ্ড-গোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। তাই আমি বলি, তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুন না কেন?

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি)—তোমার স্ত্রীকেও ঐ রকম বাপের বাড়ীতে রাখ না! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একি হাঁড়ি কলসী গা? হাঁড়ি এক জায়গায় রহিল, সরা এক জায়গায় রহিল? শিব একদিকে, শক্তি একদিকে!

রাম—মহাশয়! আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙবে এরূপ স্থলে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তবে আলাদা বাড়ী ক'রে দিতে পার, সে এক। মাসে মাসে সব খরচ দেবে। বাপ মা কত বড় গুরু! রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি, সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?

"তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না। এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।"

[গুরুকে ইষ্টবোধে পূজা—অসচ্চরিত্র হলেও গুরুত্যাগ নিষেধ]

গিরীন্দ্র—মহাশয়! বাপ মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'ক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বললে যে ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক্। আমি বললুম 'সে কিগো! ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে? নষ্ট হ'ল ত কি? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

[চৈতন্যদেব ও মা—মানুষের ঋণ—Duties]

"মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

(মাষ্টারের প্রতি তিরস্কার করিতে করিতে) "আর তোমায় বলি, বাপ মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হ'লো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই ব'লে; তা না হ'লে আমি বলতুম ধিক! (সভাসুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ)।

"কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না ক'র্‌লে কোন কাজই হয় না।

"স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাক্‌ত, তা'হলে বলতুম ঢ্যামনা শ্যালা!

"জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখ্‌বে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা!' তিনিই মা হয়েছেন।

"যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই বৃন্দেকে* কিছু বলতে পারি না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর এক রকম। রামপ্রসন্ন† ঐ হঠযোগীর কিসে আফিম আর দুধের যোগাড় হয়, এই ক'রে ক'রে বেড়াচ্চে। আবার বলে, মনুতে সাধু সেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা খেতে পায় না, নিজে হাট বাজার করতে যায়। এমনি রাগ হয়।

[সকল ঋণ হইতে কে মুক্ত? সন্ন্যাসী ও কর্তব্য]

"তবে একটি কথা আছে। যদি প্রেমোন্মাদ হয় তা হ'লে কে বা বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্তব্য নাই, সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়! চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর ব'লে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই নিদ্রা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।"

[শ্রীযুক্ত বুড়ো গোপালের‡ তীর্থযাত্রা—ঠাকুর বিদ্যমান, তীর্থ কেন? অধরের নিমন্ত্রণ—রামের অভিমান—ঠাকুর মধ্যস্থ]

ঠাকুর **'হা চৈতন্য!'** বলিয়া উঠিলেন। (ভক্তদের প্রতি) 'চৈতন্য' কি না **অখণ্ড চৈতন্য**। বৈষ্ণব চরণ ব'লতো, গৌরাঙ্গ এই অখণ্ড-চৈতন্যের একটি ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?

বুড়ো গোপাল—আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে ঘারে আসি।

---

*বৃন্দে ঝি, ঠাকুরের পরিচারিকা। ১২ই আষাঢ় ১২৮৪ সাল, ইং ২৫শে জুন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্মে নিযুক্ত হয়।

†রামপ্রসন্ন, এ'ড়েদার ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পুত্র।

‡বুড়ো গোপাল—এ'র নিবাস, সিঁথি, ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসী ভক্ত। ঠাকুর বুড়ো গোপাল বলিয়া ডাকিতেন।

রাম (বুড়ো গোপালের প্রতি)—ইনি বলেন, বহূদকের পর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহূদক। যার ভ্রমণ করার সাধ মিটে গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন ক'রে যিনি বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক!

"আর একটি কথা ইনি বলেন। একটা পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে পড়েছে তার হুঁশ নাই। যখন হুঁশ হ'ল তখন ডাঙ্গা কোন্ দিকে জানবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। কোথাও কুল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এলো। আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণ দিকে গেল। সে দিকেও কুল-কিনারা নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। আবার একটু জিরিয়ে এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে কোন দিকেই কুল কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ ক'রে বসে রইল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি)—যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।

"একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলাঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি গো, কি মনে ক'রে? সে বললে আর কি মনে করে; তামাকের নেশা আছে, জান ত; টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে! (সকলের হাস্য)।

"যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।"

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন, তিনি বিদ্যমান, তীর্থ কেন?

রাম—মহাশয়! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও কোনও শিষ্যকে বলেন, চার ধাম করে এসো। যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে। এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য।

কথা একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— আহা, রামের কত গুণ! কত ভক্তদের সেবা, আর প্রতিপালন। (রামের প্রতি) অধর ব'লেছিল, তুমি নাকি তার খুব খাতির ক'রেছ!,

অধরের শোভাবাজারে বাড়ী। ঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁর বাড়ীতে চণ্ডীর গান হইয়াছিল। ঠাকুর ও ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অধরের কিন্তু রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়াছিল। রাম বড় অভিমানী—তিনি

লোকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই অধর রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তার ভুল হইয়াছিল, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন।

রাম—সে অধরের দোষ নয়, আমি জানতে পেরেছি, সে রাখালের দোষ। রাখালের উপর ভার ছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাখালের দোষ ধ'রতে নাই ; গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়!

রাম—মহাশয়! বলেন কি, চণ্ডীর গান হ'ল—,

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধর তা জান্‌ত না। ঐ দেখ না, সে দিন যদু মল্লিকের বাড়ী আমার সঙ্গে গিছিল। আমি চ'লে আস্‌বার সময় জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না। তা বললে, মহাশয়! আমি জান্‌তাম না যে, প্রণামী দিতে হয়।

"তা যদি না বলেই থাকে, হরিনামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম, সেখানে না বল্‌লেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই।"

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে—কলিকাতায় চৈতন্যলীলাদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাখাল, নারাণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ

আজ রবিবার, ২১শে **সেপ্টেম্বর,** ১৮৮৪ (৬ই আশ্বিন, ১২৯১)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে, চুনিলাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

চুনিলাল সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি ও রাখাল বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। নিত্যগোপালও বৃন্দাবনে আছেন। ঠাকুর চুনীলালের সহিত বৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাখাল কেমন আছে?

চুনি—আজ্ঞে, তিনি এখন আছেন ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিত্যগোপাল আসবে না?

চুনি—এখনও সেখানে আছেন, দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পরিবারেরা কার সঙ্গে আসছে?

চুনি—বলরামবাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। নাম দেন নাই।

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে নারাণের কথা কহিতে লাগিলেন। নারাণ স্কুলে পড়ে। ১৬|১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব সরল ; না?

'সরল' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

মহেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার মা সেদিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হলো। তার পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এ সব সেদিন দেখতে পেলে। তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারাণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। (সকলের হাস্য)। মিছরি এ ঘরে ছিল তা দেখে বল্‌লে, বেশ মিছরি! তবেই জান্‌লে, খাবার দাবার কোন অসুবিধা নাই।

"তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বললুম, নারাণের জন্য আর তোর জন্য এই সন্দেশগুলি রেখে দে। তার পর গণির মা ওরা সব বল্‌লে, মা গো, নৌকাভাড়ার জন্য যা করে! আমায় বল্‌লে যে, আপনি নারাণকে বলুন যাতে

বিয়ে করে। সে কথায় বললুম, ও সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেবো কেন? (সকলের হাস্য)।

"ভাল ক'রে পড়াশুনো করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল ক'রে পড়ে। আমি বললুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে একটু ভাল ক'রে বলুন। (সকলের হাস্য)।

(চুনির প্রতি)—"হ্যাঁ গা, গোপাল আসে না কেন?"

চুনি—রক্ত আমেশা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওষুধ খাচ্ছে?

[থিয়েটার ও বেশ্যার অভিনয়—পূর্বকথা—বেলুনদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন]

ঠাকুর আজ কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। ষ্টার থিয়েটারের তখন যেখানে অভিনয় হইত, আজকাল সেখানে কোহিনুর থিয়েটার। মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে তাঁহার গাড়ী করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইবেন। কোন্‌খানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। কেউ কেউ বলেন, এক টাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন কেন, উনি বক্সে বসবেন।

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্য-দেব, নিতাই এ সব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখ্‌বো।

"তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হ'লেই বা। শোলার আতা দেখ্‌লে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

"একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাব্‌লা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ কাঠে শ্যাম-সুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়! অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে! যখন গড়েরমাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন! শুনলেন, গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়! যেই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

"শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহ্যশূন্য হয়ে যেতেন।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন—"শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাঙ্‌টাবাবার শিক্ষা—ঈশ্বর লাভের বিঘ্ন অষ্টসিদ্ধি

শ্রীরামকৃষ্ণ—সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাঙটা আমায় শিখালে—এক-জন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে ব'সে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কষ্ট হলো ব'লে সে বললে, ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ টুপ ক'রে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হোলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হোলো।

"একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহংকার হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তপস্যাও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বললেন, 'মহারাজ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে।' সাধু খাতির ক'রে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটি বল্‌লেন, 'আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতীটাকে মেরে ফেলতে পারেন?' সাধু বললেন, 'য়্যাসা হোনে শক্তা'। এই ব'লে ধুলো প'ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বল্‌লে, "আপনার কি শক্তি! হাতীটাকে মেরে ফেললেন।' সে হাসতে লাগ্‌ল। তখন ও সাধুটি বললে, 'আচ্ছা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে বললে, 'ওভি হোনে শক্তা হ্যায়।' এই বলে আবার যাই ধুলো প'ড়ে দিলে, অমনি হাতীটা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়্‌লো। তখন এ সাধুটি বললে আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে হাতী মার্‌লেন, আর হাতী বাঁচালেন, আপনার কি হলো? নিজের কি উন্নতি হলো? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন? এই বলিয়া সাধুটি অন্তর্ধান হলেন।

"ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।

"কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যদি লাভ কর্‌তে চাও, তা হ'লে অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না।

"কি জান? সিদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

"একজন বাবু এসেছিল—ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হবে। কি হীনবুদ্ধি। 'পরমহংস'; আবার স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হবে। স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা,—সিদ্ধাই। অহঙ্কারে ঈশ্বর-লাভ হয় না।

অহঙ্কার কিরূপ জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।

[Love to all—ভালবাসায় অহঙ্কার যায়—তবে ঈশ্বর লাভ]

"হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝেছি, আর সব বোকা—এ বুদ্ধি ক'রো না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের অপরাধ না হয়।

"এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানোন্মাদ ও জাতি বিচার

[পূর্বকথা ১৮৫৭—কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল দর্শন—হলধারী]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায় আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত দেখেছিলাম। কালীবাড়ীর সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে স্তব করতে লাগলো—

ক্রোং ক্রোং খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি

"কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধ'রে তার উচ্ছিষ্ট খেলে—কুকুর কিছু বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আমি হৃদের গলা ধ'রে বললাম, ওরে হৃদে, আমারও কি ঐ দশা হবে?

"আমার উন্মাদ অবস্থা! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে ওহ, উন্মত্ত হ্যায়। সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাকতো না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো, আমি খেতুম।
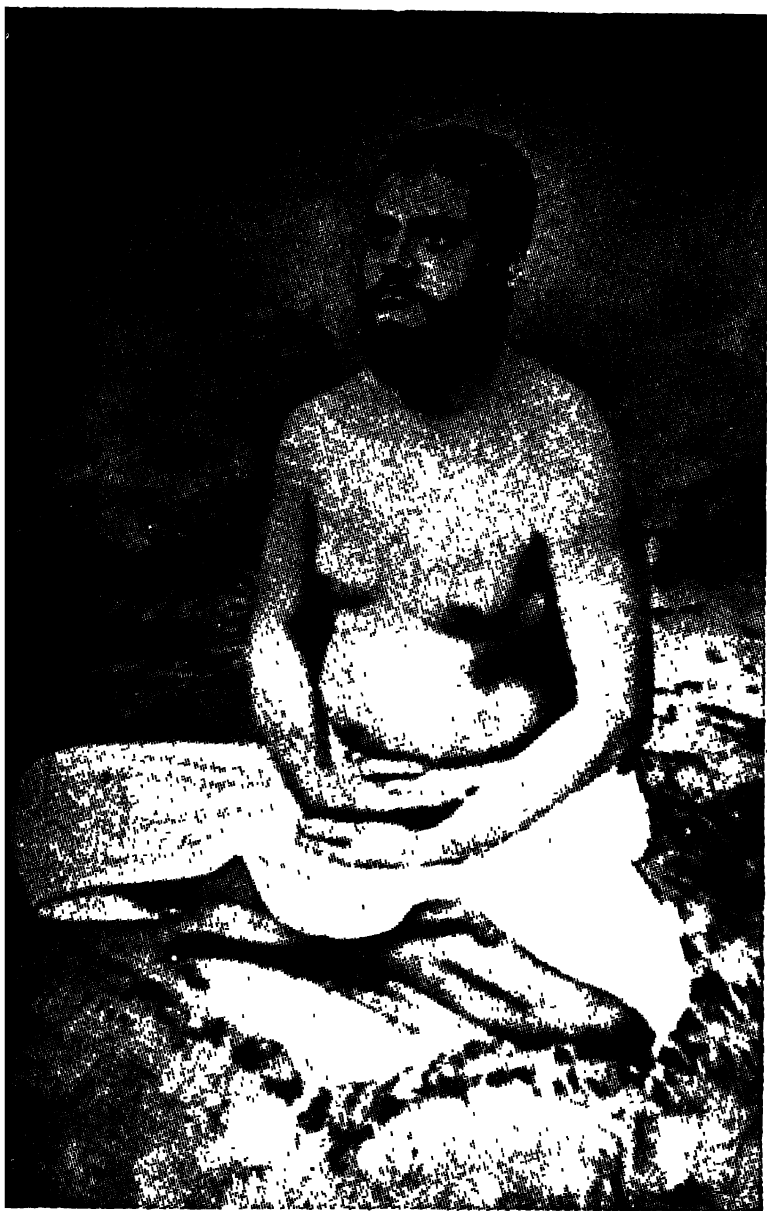
স্বামীজী

"কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করছিস্ কি? কাঙ্গালীদের এ'টো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বল্‌লাম, তবে রে শ্যালা, তুমি গীতা, বেদান্ত পড়? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন!

(মাষ্টারের প্রতি)—"দেখ শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ ব'লতে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত!

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

[পূর্বকথা—মথুর সঙ্গে নবদ্বীপ—ঠাকুর চিনে শ্যাঁকারীর পায়ে ধরেন]

"সেজো বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজরা ক'রে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্‌লাম মাঝিরা রাঁধছে। তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজো বাবু বললে, বাবা ওখানে কি কর্‌ছ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজো বাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন! তাই বললে বাবা স'রে এসো, স'রে এসো!

"এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।

"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে **চিনে শ্যাঁকারী** আর আর সমবয়সীদের বললাম ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বললে ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো উড়ে তখন আম-গাছ তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।"

[শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি, সংসার না সর্বত্যাগ? কেশব সেনের সন্দেহ]

একজন ভক্ত—এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, সংসারী লোকের হ'লে কেমন ক'রে চল্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সংসারী ভক্ত দৃষ্টে)—যোগী দু রকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

রাম—আপনার ছেলে ভুলানো কথা। সংসারে জ্ঞানী হতে পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে। জোর করে সংসার ত্যাগ ভাল নয়।

রাম—কেশব সেন বলতেন, ওঁর কাছে লোকে অত যায় কেন? একদিন কুটুস্ ক'রে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আস্‌তে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কুটুস্ ক'রে কেন কামড়াব? আমি ত লোকদের বলি, এও কর, ওও কর; সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। (সহাস্যে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে; বললে, 'হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি'। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে! তা হ'লে এদের (মেয়েদের) দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো! কেশব আর সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লো। হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাসা। যাদের টাকাকড়ি মানসম্ভ্রম, খুব আছে। তা যদি হলো তবে হরিশ, নোটো ওদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি? তার তো কলাপোড়া খাবার নুন নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত গাড়ু ও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পঞ্চবটীর নিকট)—রাম সব রজোগুণের কথা বল্‌ছে। এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার।

বক্সের টিকিট লইবার দরকার নাই ঠাকুর বলিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাতীবাগানে ভক্তমন্দিরে—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের সেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া। বেলা ৫টা। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র মুখুয্যে, মাষ্টার ও আরও দু এক জন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, "হাজরা আবার আমায় শেখায়! শ্যালা!" কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "আমি জল খাব।" বাহ্য জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ঐ কথা প্রায়ই সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুয্যে (মাষ্টারের প্রতি)—তা হ'লে কিছু খাবার আনলে হয় না?

মাষ্টার—ইনি এখন খাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—আমি খাবো;—বাহ্যে যাব।

মহেন্দ্র মুখুয্যের হাতীবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে। পরমহংসদেবকে তাঁহার পিতাঠাকুর জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়ীতে লইয়া যান নাই। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত।

মহেন্দ্রের কলে তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি)—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুন্‌তে শুন্‌তে হাজরা বলে, এসব শক্তির লীলা—বিভু এর ভিতর নাই। বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয়? এখানকার মত উল্‌টে দেবার চেষ্টা!

[ব্রহ্ম বিভুরূপে সর্বভূতে—শুদ্ধভক্ত ষড়ৈশ্বর্য চায় না]

"আমি জানি, **ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ**। যেমন জল আর জলের হিমশক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির, কোন খানে কম শক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে ভগবানকে পেলে তাঁর মত ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাক্‌বে ব্যবহার করুক আর না করুক।

মাষ্টার—ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, হাতে থাকা চাই! কি হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে অধৈর্য হয়। যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।

কল বাড়ীতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা আনিয়ে লও। ঠাকুর বাহ্যে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল আনাইলেন ও নিজে গাড়ু হাতে করিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমার নিতে হবে না—এঁকে দাও?' মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে? তা'হলে আর তামাকটা খাই না; **'সন্ধ্যা হ'লে সর্ব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।'** এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না। লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে—সন্ধ্যা হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা—শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ

[মাষ্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্দবংশের ভক্ত, মহেন্দ্র মুখুয্যে, গিরিশ]

ঠাকুরের গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে ও আরও দু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরিশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের বক্সে বসান হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম, আরও দু-একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপ সিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক এক জন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—বাঃ, এখান বেশ! এসে বেশ হ'লো! অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, **তিনিই সব হয়েছেন।**

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কত নেবে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মার মাহাত্ম্য!

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তার পর বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্ত্তা।

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই বিদ্যাধরীগণ আর মুনি-ঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

ধন্য ধরা নদীয়ায় এলো গোরা।
দেখ, দেখনা বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে হরি দরশনে।
দেখ, প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল, মুনি ঋষি আসিছে সকল।

বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে স্তব করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো!

বিদ্যাধরীগণ ও মুনিঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

পুরুষগণ—কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
স্ত্রীগণ—মাধব, মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।
সকলে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
পুরুষগণ—ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন।
স্ত্রীগণ—নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন।
পুরুষগণ—গোবর্দ্ধন-ধারণ, বনকুসুম-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
স্ত্রীগণ—শ্যাম রাসরসবিহারী।
সকলে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

বিদ্যাধরীগণ যখন গাইলেন—

'নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন'

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসার্ট (ঐক্যতানবাদ্য) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হুঁশ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যলীলা দর্শন—গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্যদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন—

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী।
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট, কাঁহা মেরি বংশীবট।
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই॥

অতিথি চক্ষু বুজিয়া, ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভার ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাসরসবিহারী,
দীনআশ-কলুষনাশ দুষ্ট-ত্রাসকারণ।

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর—গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা, মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। একজন ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন, আর বললেন, আরে বেল্লিক! বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্—সর্বনাশ হবে তোর! নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সইল না। তারা উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই, ফিরে আয়; নিমাই ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা!

ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "আহা" বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরাম ও মাষ্টারকে)—দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল ক'রো না। ঐহিকেরা ঢং মনে করবে।

নিমাই-এর উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতি-বাসিনীগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া। নিমাই গান গাইয়া ভিক্ষা করিতেছেন—

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি,
ওগো তাইতো আসি, দেখ মা উপবাসী।
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে
আঁখিনীরে মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে।

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

পুরুষগণ—চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ—গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ—ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ।
স্ত্রীগণ—উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
পুরুষগণ—দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী।
স্ত্রীগণ—ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। যবনিকা পতন হইল। কন্সার্ট বাজিতেছে।

[‘সংসারী লোক দু দিক রাখতে বলে’—গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস]

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুকণ্ঠে গান গাইতেছেন—

আর ঘুমাইওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন॥
রয়েছো অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন॥

মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন।

নিমাই বাটীতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন। আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন পুত্র আমার গৃহধর্মে মন দেয় না।

‘যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
প্রাণ মন কাঁপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।’

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন। শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—

‘আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়,
আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়, বল বল এ ভাব কেমনে যাবে?

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন—আর বলিতেছেন—

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল।

বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব,
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন। আর বলিতেছেন, 'কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলো না।'

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন—শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা ক'রে থাকি, আপনারা মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—এ সংসারীর শিক্ষা এও কর, ওও কর। সংসারী যখন শিক্ষা দেয়, তখন দুদিক্ রাখ্তে বলে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—'ওহে নিমাই, তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর। সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান, আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—দেখলে? দুই দিক রাখতে বলছে!

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা ক'রে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই; আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নাট্যালয়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন

[মাষ্টার, বাবুরাম, খড়দার নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী]

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন এমন সময় নিমাই-এর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁকে খুঁজিতেছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন—

সার্থক জীবন ; সত্য মম ফলেছে স্বপন ;
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে গদগদ স্বরে)—নিমাই বল্‌ছে, স্বপ্নে দেখেছি!

শ্রীবাস ষড়্‌ভুজ দর্শন কর্‌ছেন, আর স্তব কর্‌ছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাইতেছেন—

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই!

দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ৩৪/৩৫ হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেছেন, "এখানে বোসো না ; তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।" সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতেছেন। সস্নেহে মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন।

গোস্বামী চলিয়া গেলে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "ও বড় পণ্ডিত বাপ বড় ভক্ত। আমি খড়দার শ্যামসুন্দর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশ টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায়।

"এর লক্ষণ বড় ভাল ; একটু নেড়ে চেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। ওকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হ'লে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম।"

গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে আর একটু হ'লে ঠাকুরের ভাব-সমাধি হইত ; এই কথা বলিতেছেন।

যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিয়াছেন ; নিতাইয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন, নিতাই জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ ক'রেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥
বলরে হরিবোল ; প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল।
তোল রে তোল হরিনামের রোল॥
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ, হেরবি হৃদয় চাঁদ।
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥

এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন।

শচী মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন : কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ্‌লেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।'

গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,—

"হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!" আবার বলিতেছেন, **"প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!**

গাড়ী মুখুয্যেদের কলে পৌঁছিল। অনেক যত্ন করিয়া মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু খাওনা। হাতে করিয়া মেঠাই প্রাসাদ দিলেন।

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে যাইতেছেন। গাড়ীতে মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও দু-তিনটি ভক্ত। মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে দিবেন। ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই। [৯২ পৃষ্ঠা

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।

মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে হ'তে সব শুকিয়ে যাবে।

"কিন্তু শীঘ্র এস। আহা, অনেকদিন থেকে তোমার বাড়ীতে যাব মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হ'লো বেশ হলো।"

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার্থক ত আছেনই। আপনার বাপও বেশ! সেদিন দেখ্‌লাম; অধ্যাত্মে বিশ্বাস।

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, কৃপা রাখ্‌বেন যেন ভক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি খুব উদার, সরল। **উদার সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর।**

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন। গাড়ী চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—যদু মল্লিক কি কর্‌লে?

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন?

পঞ্চদশ খণ্ড

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে

[মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার]

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। সপ্তমী পূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব—রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমী পূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ, শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহলানবিশের ডিসপেনসারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন; দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন।

বেলা তিনটা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দির দৃষ্টে ঠাকুর করজোড়ে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর দুই একটি ভক্ত। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি শিবনাথের বাড়ী যাইব।" ঠাকুরের আগমনবার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়ীতে নাই। কি হইবে? দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহলানবিশ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর একটু বসুন—ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন।

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্যবদনে আসন গ্রহন করিলেন। বেদীর নীচে যে স্থানে সংকীর্ত্তন হয় সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

[সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড, সাকার নিরাকার—সমন্বয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে, সহাস্যে)—শুনলাম, এখানে নাকি সাইন বোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই! নরেন্দ্র বললে সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও।

"আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ ব'লছে সাকার, কেউ ব'লছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর ব'লতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!'

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! (সকলের হাস্য)। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)।

"কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় ক'র্‌লে তাঁর কাছে পোঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয় ওহে, ওদিকে যেও না—দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখন জগন্নাথ দর্শন ক'রবে।

"তবে অন্যের মত ভুল হ'য়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাব্‌ছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ দর্শন হয়। তা তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার ব'লছো এ তো বেশ। মিছরীর রুটি সিধে ক'রে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।

“তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প শুনেছ। একজন বাহ্যে ক’ত্তে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল, বন্ধুদের কাছে এসে বললে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বললে যে একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস ক’ত্তো, সে এসে বললে, তোমরা যা ব’লছো সব ঠিক তবে জানোয়ারটি কখন লাল কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন কোন রং থাকে না।

“বেদে তাঁকে সগুণ নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার ব’লছো। একঘেয়ে। তা’হোক্। একটা ঠিক জান্‌লে, অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে এ’কেও জানে ওঁকেও জানে।” (দুই একজন ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ; ঐ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগী আচার্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে। সমাজের ব্রাহ্ম-ভক্তদের অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্যে)—তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব’লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হ’য়েছে? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎ লোক তোমাকে কত কি ব’লবে, নিন্দা ক’রবে! তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য ক’রবে। দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখ না ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা কর্ত্তো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের, বাঘ ভাল্লুকের, স্বভাব ; তেড়ে এসে অনিষ্ট ক’রবে।

“এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হ’তে হয়! প্রথম, বড় মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট ক’র্ত্তে পারে ; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের

আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহ'লে ব'লবে তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,—বলে গালাগালি দিবে। তাকে বল্‌তে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে ব'সে তামাক খাবে।

"অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই! যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।

"কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল্ সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়। তা না হ'লে হয় তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট ক'র্ত্তে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ ক'ল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।"

বিজয়—অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা আচার্য : অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত ক'ল্লে পর, জমিদার আর একধার শাসন ক'র্ত্তে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই। (সকলের হাস্য)।

বিজয় (কৃতাঞ্জলি হইয়া)—আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব অজ্ঞানের কথা। আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।

[গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ—গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস]

বিজয়— আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্যে)—এ এক রকম বেশ! সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য)। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশী হ'লে জ্বলে যায়। একরকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

"**কেশব সেন** বাড়ীতে লেক্‌চার দিলে। আমি শুনেছিলাম। অনেক লোক ব'সে ছিল। চিকের ভিতরে মেয়েরা ছিল। কেশব ব'ল্‌লে 'হে ঈশ্বর তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে ডুবে যাই।' আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তা হ'লে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম করো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠ্‌বে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

"তা হোক্। আন্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়। 'আমি ও আমার' এইটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি ও তোমার এইটিই জ্ঞান।

"সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে আমার হরি, কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

"আমি মনে ত্যাগ ক'র্ত্তে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ—Yoga Subjective and Objective]

(বিজয়ের প্রতি)—"আমি চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম এমন কল্লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্লে (চক্ষু খুল্লে) কি ঈশ্বর নাই, চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে র'য়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্বভূতে তিনি আছেন।

[শিবনাথ—শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যে]

"কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায় কোন একটা বিদ্যা খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত*। চন্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। (বিজয়ের প্রতি) আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! এসেই কাঁদে! চোখ দুটি সর্বদাই যেন ছানা-বড়া হয়ে আছে।"

বিজয়—সেখানে † কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল!

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করলেন। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। অধরের বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

* যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥

† কেদারনাথ চাটুয্যে, পরমভক্ত: তখন সরকারী কাজ উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। শ্রীবিজয় গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন।

ষোড়শ খণ্ড

রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাষ্টমী দিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

আজ রবিবার, মহাষ্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের বাড়ী শারদীয় দুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিন দিন নিমন্ত্রণ। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বে রামের বাড়ী হইয়া যাইতেছেন। বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনিলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, নারা'ণ, হরিশ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত আছেন। বলরাম, রাখাল এখন বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষ্টে, সহাস্যে)—আজ বেশ মিলেছে। দু'জনেই একভাবের ভাবী। (বিজয়ের প্রতি) হ্যাঁগা, শিবনাথ? আপনি—

বিজয়—আজ্ঞা হাঁ, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে আমি সংবাদ পাঠিয়েছিলুম, আর তিনি শুনেওছেন।

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি)—মনে চারিটি সাধ উঠেছে।

"বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক'রবো। হরি-নামের মালা এনে ভক্তেরা জপ্‌বে, দেখবো। আর আট আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান ক'রবে, তাই দেখ্‌বো আর প্রণাম ক'রবো।"

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া। এখন বয়স ২২/২৩। কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল। ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটা পা বাড়াইয়া দিয়া ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য, চক্ষু স্পন্দহীন!

[God impersonal and personal—সচ্চিদানন্দ ও কারণানন্দময়ী—রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি! ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি—নিত্যসিদ্ধের থাক]

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও আনন্দের নেশা ছুটিয়া যায় নাই। ঠাকুর আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম করিতেছেন।

বলিতেছেন—**সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ!** ব'লবো? না, আজ **কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী!** সা রে গা মা পা ধা নী। নী-তে থাকা ভাল নয়—অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নীচে থাক্‌বো।

"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, **মহাকারণ!** মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না!

"**ঈশ্বরকোটি** মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বর-কোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আস্‌তে পারে। ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা ক'র্‌তে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততোলা বাড়ী, কেউ বার বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী সাত-তোলায় যাওয়া আসা ক'র্ত্তে পারে।

"এক এক রকম তুব্‌ড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাট্‌ছে তার পর আবার আর এক রকম। তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না।

"আর এক রকম তুব্‌ড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্‌ ক'রে উঠে ভেঙ্গে যায়! যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আস্‌তে বা এসে খপর দিতে পারে না।

"একটি আছে, **নিত্যসিদ্ধের** থাক্‌। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, হোমাপাখীর কথা। এই পাখী খুব উঁচু আকাশে থাকে। ঐ আকাশেই ডিম পারে। এত উঁচুতে থাকে যে ডিম অনেকদিন ধ'রে পড়তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটি পড়্‌তে থাকে। অনেক দিন ধ'রে পড়ে। পড়্‌তে পড়তে চোখ ফুটে যায়। যখন মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখী চিৎকার ক'রে মার দিকে চোঁচা দৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হ'য়েছে! এখন মাকে চায়! মা সেই উঁচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোঁচা দৌড়! আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

"অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষ জন্ম।

(বিজয়ের প্রতি)—"তোমাদের দুই-ই আছে। যোগ ও ভোগ। জনক রাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি, রাজা ঋষি, **দুই-ই**। নারদ দেবর্ষি। **শুকদেব ব্রহ্মর্ষি**।

"শুকদেব ব্রহ্মর্ষি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মূর্ত্তি। জ্ঞানী কাকে বলে? জ্ঞান হ'য়েছে যার—সাধ্যসাধনা করে জ্ঞান হয়েছে। শুকদেব জ্ঞানের মূর্ত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাট বাঁধা। এমনি হয়েছে সাধ্যসাধনা ক'রে নয়।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এখন ভক্তদের সহিত কথা কহিতে পারিবেন।

কেদারকে গান করিতে বলিলেন। কেদার গাইতেছেন—

(১)—মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।

দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥

মনের মানুষ হয় যে জানা,

ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে দুই এক জনা।

ভাবে ভাসে রসে ডুবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা॥

(ভাবের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।)

(২)—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

তার হিল্লোলে পাষণ্ড-দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥

মনে করি ডুবে তলিয়ে রই,

গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই।

এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে

হাত ধরে টেনে তোলায়॥

(৩)—যে জন প্রেমের ঘাট চেনে না।

গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও তাঁর দুই একটি ব্রাহ্ম-বন্ধু ঠাকুরের কাছেই বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি)—কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।

বিজয়—আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সহজানন্দ হ'লে অমনি নেশা হয়ে যায়! মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়!

[জ্ঞানী ও ভক্তদের অবস্থা—জ্ঞানী ও ভক্তের আহারের নিয়ম]

"এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।"

নরেন্দ্র—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়।

"ভক্তের পক্ষে উটি নয়। আমার এখনকার অবস্থা,—বামুনের দেওয়া ভোগ না হ'লে খেতে পারি না! আগে এমন অবস্থা ছিল, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগ্‌তো। এখন সব্বাইয়ের খেতে পারি না।

"পারি না বটে, আবার এক একবার হয়ও। কেশব সেনের ওখানে (নব বৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি, ছক্কা আনলে। তা ধোবা কি নাপিত আন্‌লে, জানি না। (সকলের হাস্য)। বেশ খেলুম। রাখাল ব'ল্‌লে একটু খাও।

(নরেন্দ্রের প্রতি)—"তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, আবার ওতেও আছ! তুমি এখন সব খেতে পার্‌বে।

(ভক্তদের প্রতি)—**"শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য! আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে, তা হলে সে ধিক্‌।**

[পূর্বকথা—প্রথম উন্মাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদবুদ্ধি ত্যাগ— কামারপুকুর গমন ; ধনী কামারিনী ; রামলালের বাপ— গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামন্ত্র]

"আম্যর কামারবাড়ীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল ; ছেলেবেলা থেকে কামাররা ব'ল্‌তো বামুনেরা কি বাঁধ্‌তে জানে? তাই খেলুম, কিন্তু, কামারে কামারে গন্ধ*। (সকলের হাস্য)।

"**গোবিন্দ রায়ের** কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হ'লো। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের (বরাহনগরের) বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হ'লো।

"দেশে গেলুম ; রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাব্‌লে, যার তার বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার ক'রে দেয়। আমি তাই বেশী-দিন থাকতে পারলুম না ; চ'লে এলুম।

[বেদ, পুরাণ তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ]

"বেদ-পুরাণে ব'লেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা ব'লে গেছে,—'কোরো না, অনাচার হবে'—তন্ত্রে আবার তাই ভাল ব'লেছে।

"কি অবস্থাই গেছে! মুখ ক'রতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর 'মা' বল্‌তুম্‌। যেন, মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড় হড় ক'রে টেনে আনা। গানে আছে—

এবার কালী তোমায় খাব। (খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী)।
খাব খাব বলি গো মা উদরস্থ না করিব॥
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার)
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে।

*ঠাকুর তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী কামারিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা ক'রে যাব॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী আর মুখে দিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাবো।
আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাবো॥
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাবো।
মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব।

"উন্মাদের মতন অবস্থা হ'য়েছিল। এই ব্যাকুলতা!"

নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন—

আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী গাইতেছেন। গিরিরাণী ব'লছেন, পুরবাসীরে! আমার কি উমা এসেছে? ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন।

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, "আজ মহাষ্টমী কি না; মা এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে!"

কেদার—প্রভু! আপনিই এসেছেন। মা কি আপনি ছাড়া?

ঠাকুর অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধরিলেন—

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব॥
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধাপ্রেম সুধা বলে, করোয়া কীস্তি হাতে।

আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুধা তরঙ্গিণী।

ঠাকুর গান করিতেছেন। হঠাৎ "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোন্মত্ত হইয়া বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংগে

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা আসন গ্রহণ করিলেন। সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া অতি মৃদু ও মিষ্ট কথায় ঠাকুরের কাছে কি নিবেদন করিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, চুনি, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার ও হরিশ।

কেদার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে)—মাথাঘোরাটা কিসে সেরে যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—ও হয় ; আমার হয়েছিল! একটু একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি, দিলে সারে।

কেদার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চুনির প্রতি)—কি গো; তোমরা সব কেমন আছ?

চুনি—আজ্ঞা, এখন সব মংগল। বৃন্দাবনে বলরাম বাবু, রাখাল এ'রা সব ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ?

চুনি—আজ্ঞা, বৃন্দাবন থেকে এসেছি—

চুনিলাল বলরামের সংগে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস ছিলেন। ছুটি শেষ হইয়াছে, তাই সম্প্রতি ফিরিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিশের প্রতি)—তুই দুই একদিন পরে যাস। অসুখ ক'রেছে, আবার সেখানে পড়্‌বি।

(নারাণের প্রতি, সস্নেহে)—"বোস্ কাছে এসে বোস্! কাল যাস—গিয়ে সেখানে খাবি। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এর সংগে যাবি? (মাষ্টারের প্রতি) কিগো?

মাষ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সংগে যাইবার ইচ্ছা। তাই চিন্তা করিতেছেন। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঝে একবার বাড়ী গিয়াছিলেন। বাড়ী হইতে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইলেন।

সুরেন্দ্র কারণ পান করেন। আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ঠাকুর সুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। একেবারে পান ত্যাগ করিতে বলিলেন না। বলিলেন, সুরেন্দ্র! দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিবে। আর যেন মাথা টলে না ও পা টলে না। তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার আর পান কর্‌তে ভাল লাগবে না। তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।

সুরেন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি কারণ খেয়েছ? বলিয়াই ভাবে আবিষ্ট।

সন্ধ্যা হইল। কিঞ্চিৎ বাহ্য লাভ করিয়া ঠাকুর মার নাম করিয়া আনন্দে গান ধরিলেন—

শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন! মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন। সুস্বরে বলিতেছেন—**হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল ; হরি হরি হরিবোল।**

আবার রাম নাম করিতেছেন,—**রাম, রাম, রাম,! রাম, রাম, রাম, রাম!**

[ঠাকুরের প্রার্থনা—How To Pray]

ঠাকুর এইবার প্রার্থনা করিতেছেন—"ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রীয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত ; দেহসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম! শতসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত! কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম! ও রাম, শরণাগত!"

ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার করুণামাখা স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

রাম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—রাম! তুমি কোথায় ছিলে?

রাম—আজ্ঞা, উপরে ছিলাম।

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাম উপরে আয়োজন করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি, সহাস্যে)—উপরে থাকার চাইতে নীচে থাকা কি ভাল নয়? নীচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে চ'লে আসে।

রাম (হাসিতে হাসিতে)—আজ্ঞা, হাঁ।

ছাদে পাতা হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণকে লইয়া গেলেন ও পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়ী গমন করিলেন। সেখানে মা আসিয়াছেন। আজ মহাষ্টমী! অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর উপস্থিত থাকিবেন, তবে তাঁহার পূজা সার্থক হইবে।

সপ্তদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে

আজ নবমী পূজা সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে রোশনচৌকি প্রভাতী রাগরাগিনী আলাপ করিতেছে। চাঙ্গারী হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন। মার পূজা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বলিতেছেন—**জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে!**—

ঠিক একটি বালক! কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—**সহজানন্দ, সহজানন্দ!** শেষে গোবিন্দের নাম বার,বার বলিতেছেন—

প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন! একদৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। হাজরাও কালীবাড়ীতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপূর্ব বারাণ্ডায় তাঁহার আসন। লাটুও আছেন ও তাঁহার সেবা করেন! রাখাল এ সময় বৃন্দাবনে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। আজ নরেন্দ্র আসিবেন।

ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাণ্ডাটিতে ভক্তেরা শুইয়াছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখ ধোয়ার পরে এই উত্তর বারাণ্ডাটিতে ঠাকুর আসিয়া একটি মাদুরে বসিলেন। ভবনাথ ও মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছেন।

[জীবকোটি সংশয়াত্মা (Sceptic)—ঈশ্বরকোটির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)—কি জানিস্, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' লিখ্‌তে একেবারে কান্না—কৃষ্ণকে মনে প'ড়েছে! জীবের স্বভাব—সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে, হাঁ, বটে, কিন্তু—।

"হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস কর্‌বে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয় তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই ; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু ; অভেদ। অগ্নি বললে, দাহিকা শক্তি অমনি বুঝায় ; দাহিকা শক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাতে চিন্তা করবার যো নাই।

"তখন প্রার্থনা করলুম, মা হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পর দিন, সে আবার এসে বললে, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভু সব জায়গায় আছেন।"

ভবনাথ (সহাস্যে)—হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট বোধ হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার অবস্থা বদলে গেছে। এখন লোকের সংগে হাঁকডাক ক'র্ত্তে পারি না। হাজরার সংগে যে তর্ক-ঝগড়া করবো, এ রকম অবস্থা আমার এখন নয়। যদু মল্লিকের বাগানে হৃদে* বললে, মামা, আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই? আমি বললাম, না, সে অবস্থা এখন আমার নাই, এখন তোর সংগে হাঁকডাক করবার যো নাই।

[পূর্বকথা—কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ—জগৎ চৈতন্যময়—বালকের বিশ্বাস]

"জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে?—যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান ; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।

"যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস **চৈতন্যময়** বোধ হয়। আমি শিবুর সংগে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে খুড়ো ঐ চক্‌মকি ঝাড়ছে! (সকলের হাস্য)। একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়্‌ছিল। তখন পাতাকে বল্‌ছে চুপ চুপ, আমি ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈতন্যময় দেখছে! সরল বিশ্বাস, **বালকের** বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। উঃ আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাসবনেতে কি কামড়েছে। তা ভয় হ'ল, যদি সাপে কাম্‌ড়ে থাকে! তখন কি করি! শুনেছিলাম, আবার যদি কামড়ায়, তা'হলে বিষ তুলে লয়। অমনি সেইখানে বসে গর্ত্ত খুঁজতে লাগলুম, যাতে আবার কামড়ায়। ঐ রকম কচ্চি, একজন বল্‌লে, কি কচ্ছেন? সব শুনে সে বললে, ঠিক ঐখানে কামড়ান

*হৃদয়ের তখন বাগানে আসিবার হুকুম ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর বলিয়া কহিয়া আবার তাঁহাকে কর্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিতেন ; কিন্তু কটু-বাক্যও বলিতেন। ঠাকুর অনেক সহ্য করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন।

চাই, যেখানটিতে আগে কামড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয় বিছে টিছে কামড়েছিল।

"আর একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলাম, শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল। আমি কল্‌কাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিম টুকু লাগে। তারপর অসুখ!" (সকলের হাস্য)।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঔষধ]

এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাঁর পা দুটি একটু ফুলো ফুলো হয়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বললেন, আঙ্গুল দিলে ডোব হয় কি না। একটু একটু ডোব হ'তে লাগ্‌লো ; কিন্তু সকলেই বল্‌তে লাগ্‌লেন, ও কিছুই নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথকে)—তুই সিঁথির মহিন্দরকে ডেকে দিস্‌। সে বললে তবে আমার মনটা ভাল হবে।

ভবনাথ (সহাস্যে)—আপনার ঔষধে খুব বিশ্বাস। আমাদের অত নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঔষধ তাঁরই। **তিনিই এক রূপে চিকিৎসক।** গঙ্গাপ্রসাদ বল্‌লে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ

হাজরা আসিয়া বসিলেন। এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বল্‌লেন, "দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, কেদার এরা, তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হ'ল কেন? কেদার, আমি দেখেছি, কারণানন্দের ঘর।"

ঠাকুর পূর্বদিনে, মহাষ্টমীর দিনে কলিকাতায় প্রতিমা দর্শনে গিয়াছিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাওয়ার পূর্বে রামের বাড়ী হইয়া যান। সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুর উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত—ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া আছেন। হঠাৎ

তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল—তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন ; **সমাধিস্থ!**

ভবনাথ গান গাইতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটি চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥ [৪২ পৃঃ

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাইতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।

ঠাকুর আবার গাইতেছেন—

বল রে শ্রীদুর্গা নাম।
(ওরে আমার আমার আমার মন রে)।
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণী!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
ভুলালি শিবের মন মা হ'য়ে এলোকেশী।
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার॥
যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে॥
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশি দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে।
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা ব'লে ডাকে॥
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে।
সুধামাখা তারা নাম, মা আর কার আছে॥
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব।
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে।—
জয় শিব জয় শিব ব'লে, বাজিব চরণে॥
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায়॥
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।

কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
প্রসর কর ও মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥
গোলকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যেবা পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবনাথ নরেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য

হাজরা উত্তরপূর্ব বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে লইলেন। মাষ্টার ও ভবনাথ সঙ্গে। বেলা প্রায় দশটা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—দেখ, আমার জপ হয় না ;—না, না, হয়েছে!—বাঁ হাতে পারি, কিন্তু উদিক (নাম জপ) হয় না!

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে গিয়া একেবারে **সমাধি!**

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে মালা-গাছটি এখনও রহিয়াছে। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা নিজের আসনে বসিয়া—তিনিও অবাক হইয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হইল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, খিদে পেয়েছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য এই কথাগুলি প্রায় বলেন।

মাষ্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "না বাপু, আগে কালী ঘরে যাব।"

[নবমী পূজা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালীপূজা]

ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্তের মন্দির। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার পাদপদ্মে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন। চলিয়া আসিবার সময় ভবনাথকে বলিলেন, এইগুলি নিয়ে চল্—মার প্রসাদী ডাব আর শ্রীচরণামৃত। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া

আসিলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাষ্টার। আসিয়াই, হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম। হাজরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল, যে এ অন্যায়?

হাজরা তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের ভিতরেই আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বেলা হইয়াছে। ভোগ আরতির ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল সকলে যাইতেছে। মার প্রসাদ, রাধাকান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে। ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাইবেন। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তেরা বসিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে খা—কেমন? (নরেন্দ্রের প্রতি) না, তুই এখানে খাবি?—

"আচ্ছা নরেন্দ্র আর আমি এখানে খাব।"

ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বসিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। বেলা দুইটা। সকলে উত্তরপূর্ব বারান্দায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপূর্ব বারান্দা হইতে ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি। ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওর মনের ভাব ঐ কি না, তাই সেজেছে।

নরেন্দ্র—ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি। (হাস্য)।

হাজরা—তাতে পঞ্চ মকার, চক্র এ সব করতে হয়।

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। ও কথায় সায় দিলেন না। কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গাহিতেছেন—

আর ভুলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।

[পূর্বকথা—রাজনারায়ণের চণ্ডী—নকুড় আচার্যের গান]

ঠাকুর বলিতেছেন, আহা, রাজনারাণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার। ঐ রকম করে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচার্যের গান। আহা, কি নৃত্য, কি গান।

পঞ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী সাধু। যাকে তাকে গালাগাল দেন, শাপ দেন! তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত।

সাধু বলিলেন, হিঁয়া আগ মিলে গা? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড়

করিয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রহিলেন, ততক্ষণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাধুটি চলিয়া গেলে ভুবনাথ হসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়। এ যে সাধু!

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলকধাম খেলা—'ঠিক লোকের সর্বত্র জয়']

গোলোকধাম খেলা হইতেছে। ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর দুইজনকে নমস্কার করিলেন! বলিলেন, ধন্য তোমরা দু ভাই। (মাষ্টারকে একান্তে) আর খেলো না। ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন, হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল। ঠাকুর বলিতেছেন, হাজরার কি হল!—আবার!

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে! সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছেন।

লাটুর ঘুঁটি সংসার ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ মুক্তি! লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে আহ্লাদ—দেখ। ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হত। (ভক্তদের প্রতি একান্তে)—এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহঙ্কার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয়।

৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ, বামাচার নিন্দা

[পূর্বকথা—তীর্থদর্শন ; কাশীতে ভৈরবী চক্র—ঠাকুরের সন্তানভাব]

ঘরে ছোট তক্তপোষটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার মেজেতে বসিয়া আছেন। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী এই সব মতের কথা নরেন্দ্র তুলিলেন। ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতেছেন। বলিতেছেন, —"ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে।

(নরেন্দ্রের প্রতি)—"তোর আর এ সব শুনে কাজ নাই।

"ভৈরব, ভৈরবী, এদেরও ঐ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন ক'রে ভৈরব, একজন ক'রে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে। আমি বললাম, মা, আমি

কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগলো। আমি মনে কল্লাম, এই-বার বুঝি জপ ধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য কত্তে আরম্ভ ক'রলে! আমার ভয় হতে লাগ্‌লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

"স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—"কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তান-ভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব—বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন করত। বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না।

"নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

"অনেক মত—অনেক পথ—দেখলাম। এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই ; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, **শেষে এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ ; তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস ; আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি!"**

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন।

[**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাসা**—Love of Mankind]

ভবনাথ (বিনীতভাবে)—লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে, মন কেমন করে। তা হলে সকলকে ত ভালবাসতে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রথমে একবার কথাবার্তা কইতে—তাদের সঙ্গে ভাব করতে—চেষ্টা ক'রবে। চেষ্টা করেও যদি না হয়; তার পর আর ও সব ভাব্‌বে না। তাঁর শরণাগত হও—তাঁর চিন্তা কর—তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নাই।

ভবনাথ—**ক্রাইস্ট**, চৈতন্য, এঁরা সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল ত বাসবে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন ব'লে। কিন্তু যেখানে দুষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। কি, চৈতন্যদেব? তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধ'রে বার করা হয়েছিল।

ভবনাথ—সে অন্য লোক বার করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সম্মতি না থাক্‌লে পারে?

"কি করা যায়? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ঐ ভাব্‌তে হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ ক'রব? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না' কেবল তোমায় চাই! মানুষ নিয়ে কি ক'রব?

"ঘরে আসবেন চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী!

"তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে ত্যাগ কল্লুম; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হলো যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।"

ভবনাথ (হাসিতে হাসিতে)—এ পাটোয়ারী!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারী!

"ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও সাধক বললেন, ঠাকুর যদি বর দেবেন ত এই বর দিন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে ব'সে খাই। এক বরেতে অনেকগুলি হ'ল। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল!" (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর অভিভাবক—শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি—সঙ্কীর্ত্তনানন্দে

ভক্তেরা ঘরে বসিয়াছেন। হাজরা বারান্দাতেই বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা কি চাইছে জান? কিছু টাকা চায়, বাড়ীতে কষ্ট। দেনা কর্জ। তা, জপ ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন!

একজন ভক্ত—তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা! তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয়। বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার লন।*

"নিজে বাড়ীর খবর লবে না! হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে বাবাকে আসতে বোলো; আমরা কিছু চাইবো না!' আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেলো।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন]

"হাজরার মা বলেছে রামলালকে, 'প্রতাপকে একবার আসতে বোলো, আর তোমার খুড়ো মশায়কে আমার নাম করে বোলো, যেন তিনি প্রতাপকে আসতে বলেন।' আমি বললুম—তা শুনলে না।

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ [গীতা ৯।২২

"মা কি কম জিনিস গা? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আস্‌তে পাল্‌লেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাট্‌বো। চৈতন্য-দেব অনেক ক'রে বোঝালেন। বল্লেন, 'মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব।' তবে শচী অনুমতি দিলেন।

"মা যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা করতে হয়েছিল কি না। মার দেহত্যাগ হলে তবে হরিনাম করতে বেরুলেন।

"বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হলো না। গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হলো। সব ঠিক ঠাক! এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তর ভাত আর কতদিন খাব? তখন হৃদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে মাকে মনে পড়লো। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই! গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা ক'রবো, নিশ্চিন্ত হয়ে।

(নরেন্দ্রের প্রতি)—"তুমি একটু তাকে বোলো না। আমায় সেদিন বললে, হাঁ দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো। তারপর যে সেই।

(ভক্তদের প্রতি)—"আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা হ'ল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়েস মুণ্ডি হয়ে যাক্‌।"

নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে,
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে,
জীবন্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে;
জ্ঞানপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত-মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে,
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দীন হীন ব'লে দয়া করে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে;
পরম ন্যায়বান্ করেন ফলদান, পাপপুণ্য কর্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু, কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে,
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও রে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।

বিচিত্র শোভাময় নির্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে;
ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।

(২)—**চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।**
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি;
নববিধান বসন্ত-সমীরণ বয়,
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগীবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
ভবসিন্ধু জলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত বিনোদন ভুবন-মোহন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তারা হইয়ে মগন।
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়।

ঠাকুর নাচিতেছেন। বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন—

শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না।

মাষ্টার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুসি! গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্যে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো, তা হলে আরও জমাট হতো। তাক তাক তা ধিনা, দাক দাক দা ধিনা; এই সব বোল বাজবে!

কীর্ত্তন হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে!

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজয়, কেদার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ
[কেদার, বিজয়, বাবুরাম, নারাণ, মাষ্টার, বৈষ্ণবচরণ]

আজ আশ্বিন শুক্লা একাদশী, বুধবার ১লা অক্টোবর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসিতেছেন। সঙ্গে নারা'ণ, গঙ্গাধর। পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। ভাবে বলিতেছেন, "আমি মালা জোপ্‌বো? হ্যাক থু! এ শিব যে পাতাল ফোঁড়া শিব, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ!"

অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। কেদার, বিজয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। কীর্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রত্যহ অফিস হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীর্ত্তন শুনেন। বৈষ্ণবচরণের সংকীর্ত্তন অতি মিষ্ট। আজও সংকীর্ত্তন হইবে। ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তেরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর নারা'ণ ও রামবাবুকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, আপনারা আশীর্বাদ করো, যেন এদের ভক্তি হয়। নারা'ণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল: ভক্তেরা বাবুরাম ও নারা'ণকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি)—তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো—তা না হ'লে তোমরা কালীবাড়ী গিয়ে পড়তে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল।

কেদার (বিনীতভাবে, কৃতাঞ্জলি)—ঈশ্বরের ইচ্ছা—সে আপনার ইচ্ছা।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে

এইবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ভ করিয়া রাস-কীর্ত্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন কীর্ত্তন যাই আরম্ভ হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—ইনি বেশ গান!

এই বলিয়া বৈষ্ণবচরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর' এই গানটি গাহিতে বলিলেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়' ইত্যাদি

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, 'কেমন?' বিজয় বলিলেন, 'আশ্চর্য।' ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধরিলেন—

ভাব হবে বৈ কি রে!
ভাবনিধি গৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে॥
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে।
যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে)।
গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন,—

হরি হরি বলরে বীণে!
হরির করুণা বিনে, পরম তত্ত্ব আর পাবিনে॥
হরি নামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে, তবে ভবে আর ভাবিনে!
বীণে একবার হরি বল হরি নাম বিনে নাই সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকূলে যেন ডুবিনে।

ঠাকুর কীর্ত্তনিয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিতেছেন। বৈষ্ণব-চরণকে বলিতেছেন, ঐ রকম ক'রে বলো—কীর্ত্তনিয়া ঢঙে।

বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন—

শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
'দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে,

ভাসিতেছে, সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে।
শ্রীগুরু করুণা করি যেই ধন দিলে,
সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কুলে॥*
যদি বল ছয় রিপু হইয়ে পবন,
ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান।
তুফানেতে কি করিবে শ্রীদুর্গানাম যার তরী,
অবশ্য পাইবে কুল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল ;
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥
চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম, স্থূল,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল,
ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী ;
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি॥

ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন—

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল,
ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী ;
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি॥

কীর্ত্তনিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—

বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আর আকাশ,
রূপ দিক্ দিগন্তর তোমা হ'তে প্রকাশ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে,
তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে॥
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রা চিত্রাণীতে,
ক্রমযোগে আছে জেগে সহস্রা হইতে।
চিত্রাণীর মধ্যে ঊর্দ্ধে আছে পদ্ম সারি সারি,
শুক্লবর্ণ সুবর্ণবর্ণ বিদ্যুতাদি করি॥
দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত একপদ্ম কোঁড়া,
অধোমুখে ঊর্দ্ধ মুখে আছে দুই পদ্ম জোড়া।
হংসরূপে বিহার তথায় কর গো আপনি,
আধার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনী॥
তদূর্দ্ধে মণিপুর নাম নাভিস্থল,

রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল।
সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছয়,
সে অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায়॥
হৃদিপদ্মে আকাশ মানস সরোবর,
অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর।
সুবর্ণবর্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বাণ,
সেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর প্রাণ॥
তদূর্ধ্বে কণ্ঠদেশ ধূম্রবর্ণ পদ্ম,
ষোড়শদল নাম তাঁর পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য।
সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ॥
তদূর্ধ্বে শিরসি মধ্যে পদ্ম সহস্রদল,
গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহ্য স্থল।
সেই পদ্মে বিম্বরূপে পরমশিব বিরাজে,
একা আছেন শুক্লবর্ণ সহস্রদল পঙ্কজে॥
ব্রহ্মরন্ধ্র আছে যথা শিব বিম্বরূপ,
তুমি তথা গেলে, শিব হন স্বীয়রূপ।
তথা শিবসঙ্গে রঙ্গে কর গো বিহার,
বিহার সমাপনে শিব হন বিম্বাকার॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার নিরাকার কথা—চিনির পাহাড়

কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাত্রোত্থান করিলেন—বাড়ী যাইবেন। কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞা তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অধরকে না ব'লে যাবে? অভদ্রতা হয় না?

কেদার—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্; আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হলো—আর কিছু অসুখ বোধ হয়েছে—আর বিয়ে খাওয়ার জন্য একটা ভয় হয়—সমাজ আছে—একবার তো গোল হয়েছে—

বিজয়—এঁকে রেখে যাওয়া—

এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসিলেন। ভিতরে পাতা হইয়াছে। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন ও বিজয় ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে। বিজয়, কেদার ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন। কেদার, বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিলেন।

[কেদারের কাকুতি ও ক্ষমা প্রার্থনা—বিজয়ের দেবদর্শন]

কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, মাপ করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম। কেদার বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোন্ ছার!

কেদারের কর্মস্থল ঢাকায়। সেখানে অনেক ভক্ত তাঁহার কাছে আসেন ও তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারূপ দ্রব্য আনয়ন করেন। কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন।

কেদার (বিনীতভাবে)—লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। কি কর্‌বো প্রভু, হুকুম করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর উন্মাদের পর ওদেশে (কামারপুকুরে) গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে। খান্‌কী পর্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্বে মৃদুস্বরে)—প্রভু, আপনি শক্তি সঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে। আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয়ে যাবে গো!—**আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে হ'য়ে যায়।**

কেদার বিদায় লইবার পূর্বে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি; তা আমরা জানি না! শুধু নিরাকার বললে কেমন করে হবে?

যোগেন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য! বার বছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখ্‌ছে! আদি সমাজে সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পূজাতে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখ্‌ছে।

অধর—শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।

বিজয়—সেটা তাঁর বুঝবার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখনও এ রং কখন সে রং। যে গাছতলায় ব'সে থাকে, সেই ঠিক জান্‌তে পারে। আমি ধ্যান করতে করতে দেখ্‌তে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, তাঁরা কত কি বললেন। আমি বললুম, তাঁর কাছে যাবো তবে বুঝবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঠিক দেখা হয়েছে।

কেদার—ভক্তের জন্য সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন

ঠাকুরকে দর্শন কল্লেন, বলেছিলেন, কুণ্ডল কেন দুল্‌ছে না? ঠাকুর বললেন, তুমি দোলালে দোলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মান্‌তে হয় গো—নিরাকার সাকার সব মান্‌তে হয়। কালীঘরে ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেখলুম রমণী খানকী! বললুম, মা তুই এইরূপেও আছিস! তাই বলছি, সব মানতে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—**এসেছেন এক ভাবের ফকির।**

বিজয়—তিনি অনন্তশক্তি—আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না? কি আশ্চর্য! সব রেণুর রেণু এরা সব কি না এই সব ঠিক করতে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পʼড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি! চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছলো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভʼরে গেল। আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব! (সকলের হাস্য)।

ঊনবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে বেদান্তবাগীশ—ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ শনিবার ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালী-বাড়ীতে ছোট তক্তাপোশে শুইয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ২টা বাজিয়াছে। মেজের উপর মাষ্টার ও প্রিয় মুখুয্যে বসিয়া আছেন।

মাষ্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে প্রায় ২টার সময় পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের বাড়ী গিয়াছিলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীভাড়া কত! যখন এরা বললে ৩৶০, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে আবার শুক্কুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। সে বল্‌লে তিন টাকা চারি আনা (সকলের হাস্য)। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে; বলে, ভাড়া কত?

"কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বল্‌লে, বড়বাজারে ৪ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে নেবেন? যদু বলে, কত দাম? দামটা কিছু কমায় না? আমি বল্‌লুম, 'তুমি নেবে না কেবল ঢং কর্‌ছো। না?' তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই; ৫টা লোক আনাগোনা কর্‌বে বাজারে খুব নাম হবে।

"অধরের বাড়ী গিছলো তা আমি আবার বললাম, তুমি অধরের বাড়ী গিছিলে, তা অধর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন বলে, 'এ্যাঁ, এ্যাঁ, সন্তুষ্ট হয়েছে?'

"যদুর বাড়ীতে—মল্লিক এসেছিল! বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে বুঝ্‌তে পাল্লাম। চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লাম, 'চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে!' আর দেখলাম লক্ষ্মীছাড়া। যদুর মা অবাক্‌ হয়ে বললে বাবা, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে ওর কিছু নাই। চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

নারা'ণ আসিয়াছেন, তিনিও মেজেয় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয়নাথের প্রতি)—হ্যাঁগা তোমাদের হরিটি বেশ।

প্রিয়নাথ—আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলেমানুষ—

নারা'ণ—পরিবারকে মা বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! আমিই বল্‌তে পারি না, আর সে মা বলেছে! (প্রিয়নাথের প্রতি)—কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

"হেম কি বলেছিলো জান? বাবুরামকে বললে, ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথ্যা। (সকলের হাস্য)। না গো আন্তরিক বলেছে। আবার আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্ত্তন শুনাবে বলেছিল। তা হয় নাই। তারপর নাকি বলেছিল, 'আমি খোল করতাল নিলে লোকে কি বল্‌বে'। ভয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে।

[ঘোষপাড়ার স্ত্রীলোকের হরিপদকে গোপালভাব—কৌমার বৈরাগ্য ও স্ত্রীলোক]

"হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপাল ভাব! আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। বলে বাৎসল্য ভাব। ঐ বাৎসল্য থেকে আবার তাচ্ছল্য হয়।

"কি জান? মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় খারাপ। **এরা সত্তা হরণ করে।**

"অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ রাখাল এরা সব একদিন আপনারা রান্না কল্লে। ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় একজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে বসে বলে, খাব। আমি বললাম, আঁটবে না; আচ্ছা যদি থাকে, তোমার জন্য রাখ্‌বে। তা সে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত এদের হাতে খাওয়া যায়।

"মেয়েমানুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। গোপাল ভাব! এ সব কথা শুনো না। মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে। অনেক মেয়েমানুষ জোয়ান ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নূতন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব!

"যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা! তারা নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়েমানুষ থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হ'লে আর নৈকষ্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ ভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার-বৈরাগ্য তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্যন্ত লাগে না।

[জিতেন্দ্রিয় হবার উপায়—প্রকৃতিভাব সাধন]

"জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ কর্ত্তে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়,

গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম! তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন ক'রে? দুজনেই মা'র সখী!

"আমি আপনাকে পু (পুরুষ) বল্‌তে পারি না। একদিন ভাবে রয়েছি (পরিবার) জিজ্ঞাসা কল্‌লে—আমি তোমার কে? আমি বল্‌লুম, '**আনন্দময়ী**'।

"এক মতে আছে, যার মাইয়ে বোঁটা সেই মেয়ে। অর্জুন আর কৃষ্ণের মাইয়ে বোঁটা ছিল না। **শিবপূজার** ভাব কি জান? শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই ব'লে পূজা করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আস্‌তে না হয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোক লইয়া সাধন—শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, মাস্টার, আরও কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন। এমন সময় ঠাকুরদের বাড়ীর একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

"কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হ'লেন। তাই দেখ রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হ'লে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ। কিন্তু **সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান** হ'তে হয়! তখন মেয়েমানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠ্‌বার সময় হেল্‌তে দুল্‌তে নাই। হেল্‌লে দুল্‌লে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধ'রে ধ'রে উঠতে হয়।

"সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে **দর্শনের পর বেশী ভয় নাই**; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পাল্‌লে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ— যা ত্যাগ করে গিছি, ছাদে উঠ্‌বার পর তা আর ত্যাগ কর্‌তে হয় না। ছাদও ইট, চূণ, সুরকির তৈয়ারী, আবার সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান হ'তে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই।

"কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।

[ধ্যানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্ম্মুখ ও বহির্ম্মুখ]

"বহির্ম্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর সূক্ষ্ম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তার পর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ,—আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্যদেবের—অর্দ্ধবাহ্য দশা।

"তার পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা।

"অন্তর্ম্মুখ অবস্থা কি রকম জান? দয়ানন্দ বলেছিল, 'অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ ক'রে! অন্দর বাড়ীতে যে সে যেতে পারে না।'

"আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লাল্‌চে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বল্‌তুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে কাল খড়্‌কের মত ভাগটাকে বল্‌তুম কারণশরীর।

"ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ—মাথায় পাখী বসবে জড় মনে করে।

[পূর্ব্বকথা—কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ—চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়]

"কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ! সেজোবাবুকে বল্‌লুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! ঐ ধ্যানটুকু ছিল ব'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুনো মনে করেছিল (মান টানগুনো) হয়ে গেল। ।

"চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্‌ কন্‌ করে!—"

ঠাকুরদের শিক্ষক—আজ্ঞে, ওটি বেশ জানি। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হ্যাঁগো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হলে ধ্যান চোক চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

শিক্ষক—পতিত পাবন নাম তাঁর আছে, তাই ভরসা। তিনি দয়াময়।

[পূর্ব্বকথা—শিখরা ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের সহিত কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শিখরাও বলেছিল, তিনি দয়াময়। আমি বল্‌লুম, তিনি কেমন ক'রে দয়াময়? তা তারা বল্‌লে কেন মহারাজ! তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এত জিনিস তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। তা আমি বললুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন, খাওয়াচ্ছেন, তা কি এতো বাহাদুরী?

তোমার যদি ছেলে হয়, তাকে কি আবার বামুন পাড়ার লোক এসে মানুষ ক'রবে?

শিক্ষক—আজ্ঞা, কারু ফস্ ক'রে হয়, কারু হয় না, এর মানে কি?

[লালাবাবু ও রাণী ভবানীর বৈরাগ্য—সংস্কার থাকিলে সত্ত্বগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।

"একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ কর্‌লে, লোকে অবাক্। এক পাত্রে এত মাতাল কেমন ক'রে হ'ল? একজন বললে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।

"হনুমান সোনার লঙ্কা দগ্ধ কর্‌লে। লোকে অবাক্। একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু আবার ব'লেছে, আদত কথা এই—সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল।

"আর দেখ **লালাবাবু***—**এত** ঐশ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাক্‌লে ফস্ ক'রে কি বৈরাগ্য হয়? আর **রাণীভবানী**—মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি!

[কৃষ্ণদাসের রজোগুণ—তাই জগতের উপকার]

"**শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে**, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয় কর্ম থেকে মন স'রে আসে।

"কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখ্‌লে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কি কর্তব্য? তা বলে, 'জগতের উপকার ক'রবো।' আমি বললুম, হ্যাঁগা তুমি কে? আর কি উপকার ক'র্‌বে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার ক'র্‌বে?"

নারা'ণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের ভারী আনন্দ। নারায়ণকে ছোট খাটটির উপর পাশে বসাইলেন। গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন। মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। আর সস্নেহে বললেন জল খাবি? নারা'ণ মাষ্টারের স্কুলে পড়েন। ঠাকুরের কাছে আসেন বলিয়া বাড়ীতে মার খান। ঠাকুর সস্নেহে

* লালাবাবু, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, পাইকপাড়ার 'কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। যৌবনে বৈরাগ্য—সাত লক্ষ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ। মথুরাবাস—ত্রিশ বৎসর বয়সে। চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী। বিয়াল্লিশে 'প্রাপ্তি। পত্নী 'রাণী কাত্যায়নী' নিঃসন্তান. গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তমালের (বাঙ্গলা পদ্যের) অনুবাদক।

একটু হাসিতে হাসিতে নারায়ণকে বলছেন, তুই একটা চামড়ার জামা কর, তাহলে মারলে লাগবে না।

ঠাকুর হরিশকে বললেন, তামাক খাব।

[স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বার বার নিষেধ—ঘোষপাড়ার মত]

আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, "হরিপদর সেই পাতান মা এসেছিল। আমি হরিপদকে খুব সাবধান করে দিয়েছি। ওদের ঘোষপাড়ার মত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, তোমার কেউ আশ্রয় আছে? তা বলে, হাঁ—অমুক চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আহা, নীলকণ্ঠ সেদিন এসেছিল। এমন ভাব! আর একদিন আসবে ব'লে গেছে। গান শুনাবে। আজ ওদিকে নাচ হচ্ছে, দেখো গে, যাও না। (রামলালকে) তেল নাই যে, (ভাঁড় দৃষ্টে) কৈ তেল ভাঁড়ে তো নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরুষপ্রকৃতিবিবেক যোগ—রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে? আদ্যাশক্তি

[বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, কর্ণেল অলকট্, সুরেন্দ্র, নারা'ণ]

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন ; কখনও ঘরের ভিতর কখনও ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিম দিকে গোল বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া, গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

[সঙ্গ (Environment) দোষ গুণ, ছবি, গাছ, বালক]

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ভক্তেরা আবার মেজেতে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া চুপ করিয়া আছেন। এক একবার ঘরের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেওয়ালে অনেকগুলি পট আছে। ঠাকুরের বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে নিতাই গৌর ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ছবি ও মা কালীর মূর্ত্তি। ঠাকুরের ডান দিকে দেওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, পিছনের দেওয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে—পীটর ডুবিয়া যাইতেছেন, যীশু তুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে—ধনী, রাজা, কুইন-এর ছবি—কুইন-এর ছেলের ছবি, সাহেব মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা—এসব রজোগুণে হয়।

"যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হ'য়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়—কাছে আস্‌তে দেয়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে ভাল লাগে। ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

"গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে—ঋষি তপস্যা কর্‌ছে, উদ্দীপন হয়।"

সিঁথির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। স্থূলকায়, সদা হাস্যমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি গো, কেমন সব আছ? অনেকদিন আস নাই।

পণ্ডিত (সহাস্যে)—আজ্ঞা, সংসারের কাজ। আর জানেন তো সময় আর হয় না।

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছু বল। দয়ানন্দের* কথা একটু বল।

পণ্ডিত—দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি ত দেখেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বল্‌তো, গৌরাণ্ড ভাষা। দেবতা মান্‌তো—কেশব মানতো না! তা বল্‌তো ঈশ্বর এত জিনিস ক'রেছেন আর দেবতা করতে পারেন না! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম রাম' কচ্ছিল, তা ব'ল্‌লে তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বল।

পণ্ডিত—কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ'ল। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তারপর এমন ক'রে তুললে যে পালাতে পাল্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈস্বরে ব'লতে লাগলো—'দয়ানন্দেন যদুক্তং তদ্ধেয়ম্‌।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি—ওরা কি ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খোঁজে]

"আবার কর্ণেল অল্‌কট্‌কেও দেখেছিলাম। ওরা বলে সব 'মহাত্মা' আছে। আর চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক এই সব আছে। সূক্ষ্মশরীর সেই সব জায়গায় যায়—এই সব অনেক কথা। আচ্ছা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রকম বোধ হয়?

* দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দবাগে বিচার ১৮৬৯। কলিকাতায় স্থিতি, ঠাকুরদের নৈন্যালের প্রমোদ কাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২—মার্চ ১৮৭৩। ঐসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ও কেশবের ও কাপ্তেনের দর্শন। কাপ্তেন ঠাকুরকে ঐ সময়ে সম্ভবতঃ দর্শন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি! তারা কি ভক্তি খোঁজে? তা হ'লে ভাল। ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্ম্য এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধ'রতে পারে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

"আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল—কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু হবে না।

"ষড়্দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

"খুব ব্যাকুল হ'তে হয়। একটা গান শোন—

"রাধার দেখা কি পায় সকলে, [৯২ পৃষ্ঠা

[অবতারেরাও সাধন করেন—লোক শিক্ষার্থ—সাধন, তবে ঈশ্বর দর্শন]

"সাধনের খুব দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়?

"একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না কেন? তা মনে উঠলো, বল্‌লুম বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা (চার) কর। হাতসুতো, ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে 'গম্ভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।

"মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন,—কর্‌লে কি হবে? খাট্‌তে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? **সাধন চাই!**

"ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা ক'রেছিলেন।

[রাধাই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি—পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ]

"শ্রীকৃষ্ণ **পুরুষ**, রাধা **প্রকৃতি**, চিচ্ছক্তি—**আদ্যাশক্তি**। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী! এ'র ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তার পর লাল, তার পর সাদা বেরুতে থাকে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, **কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা।** কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেম-রাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

"এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তীর্যক্‌গতি। তীর্যক্‌গতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। ব্রহ্ম বলি কখন? যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্যে নির্লিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষই থাকে। ছিলে দিগম্বর হলে সাম্বর—আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত।

"নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। সীতা হনুমানকে বলে-ছিলেন, 'বৎস! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী,—একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী,—একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী,—হয়ে আছি'!—নামরূপ যা আছে সব **চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য।** চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য সমস্তই; এমন কি ধ্যান, ধ্যাতা পর্যন্ত। আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি। (মাষ্টারের প্রতি)—এইগুলি ধারণা কর। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন কর্‌তে হয়।

(পণ্ডিতের প্রতি)—"মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়।

[বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা—সাধুসঙ্গ কর; আমার কেউ নয়; দাসভাব]

"**আমি ও আমার।** এর নামই ঠিক জ্ঞান—'হে ঈশ্বর! তুমিই সব কর্‌ছ, আর তুমিই আমার আপনার লোক। আর তোমার এই সমস্ত ঘর বাড়ী, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, সমস্ত জগৎ। সব তোমার!' আর আমি সব করছি; আমি কর্ত্তা। আমার ঘর, বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে বন্ধু, বিষয়—এ সব অজ্ঞান।

"গুরু শিষ্যকে একথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, 'আজ্ঞা, মা পরিবার এরা ত খুব যত্ন করেন; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই ঔষধ বড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে তোমার দেহত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে;—আমি সেই সময় গিয়ে পড়্‌বো।'

"শিষ্যটি তাই করলে। বাটীতে গিয়ে বড়ি ক'টি খেলে; খেয়ে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে রহিল। মা, পরিবার বাড়ীর সকলে, কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন,

আচ্ছা এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটি কথা আছে! এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে! যে আপনার লোক ঐ বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওঁর মা কি পরিবার এঁরা ত সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তা হ'লেই ছেলেটি বেঁচে উঠ্‌বে।

"শিষ্য সমস্ত শুনছে! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন, মা! আর কাঁদতে হবে না। তুমি এই ঔষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠ্‌বে। তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভাব্‌তে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্য ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হ'ল,—পরিবারও খুব কাঁদছিলেন, ঔষধ হাতে করে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুন্‌লেন যে ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তা ত হয়েছে গো; আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে? আমি কেমন ক'রে ও ঔষধ খাই? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চ'লে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন,—**ঈশ্বর**।

"তাই তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়,—যাতে তিনিই 'আমার' বলে ভালবাসা হয়—তাই করাই ভাল। সংসার দেখছো, দুদিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই।"

[গৃহস্থ সর্বত্যাগ পারে না—জ্ঞান অন্তঃপুরে যায় না—ভক্তি যেতে পারে]

পণ্ডিত (সহাস্যে)—আজ্ঞে, এখানে এলে সেদিন পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা করে—সংসার ত্যাগ করে চলে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ত্যাগ ক'রতে হবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ কর। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক।

"সুরেন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে এসে থাক্‌বে ব'লে একটা বিছানা এনে রেখেছিল। দু এক দিন এসেও ছিল, তারপর তার পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন সুরেন্দ্র আর কি করে? আর রাত্রে থাকবার যো নাই!

"আর দেখ্‌ শুধু বিচার কল্‌লে কি হবে? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ। **জ্ঞান**—বিচার—পুরুষ মানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্যন্ত যায়। **ভক্তি**—মেয়ে মানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।

"একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় ক'র্‌তে হয়। তবে ঈশ্বর লাভ হয়।

সনকাদি ঋষিরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম, সুদাম, ব্রজের রাখালদের—সখ্যভাব। যশোদার বাৎসল্য ভাব—ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি! শ্রীমতীর মধুর ভাব।

"হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস,—এ ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল।"

পণ্ডিত—আজ্ঞা, হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশানকে উপদেশ—ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—জ্ঞানের লক্ষণ

সিঁথির পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কালীবাড়ীতে ঠাকুরদের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন। ছোট খাটটিতে বসিয়া উন্মনা। কয়েকটি ভক্ত মেজেতে আসিয়া আবার বসিলেন। ঘর নিঃশব্দ।

রাত্রি একঘন্টা হইয়াছে। ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঈশানের পুরশ্চরণাদি শাস্ত্রোল্লিখিত কর্মে খুব অনুরাগ। ঈশান কর্মযোগী। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষন জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

"কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

"কর্মযোগ বড় কঠিন। কর্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়—সিদ্ধাই হয়।"

ঈশান—আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই।

ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে হাজরা। ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাজরা ঈশানকে বলিলেন, চলুন, ইনি এখন ধ্যান করবেন। ঈশান ও হাজরা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান করিতেছেন।

করে জপ করিতেছেন। সেই হাত একবার মাথার উপরে রাখিলেন, তারপর কপালে; তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে, তারপর নাভিদেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ষট্‌চক্রে আদ্যাশক্তির ধ্যান করিতেছেন? শিবসংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিবৃত্তিমার্গ—ঈশ্বরলাভের পর কর্মত্যাগ

[ঈশানকে শিক্ষা—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—কর্মযোগ বড় কঠিন]

ঈশান হাজরার সহিত কালীঘরে গিয়াছেন। ঠাকুর ধ্যান করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৭॥টা। ইতিমধ্যে অধর আসিয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মা কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন। দর্শন করিয়া পাদপদ্ম হইতে নির্মাল্য লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন—মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চামর লইয়া মাকে ব্যজন করিলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা! বাহিরে আসিবার সময় দেখিলেন, ঈশান কোশাকুশী লইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—কি, আপনি সেই এসেছ? আহ্নিক করছো। একটা গান শুন।

ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়!
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।

"সন্ধ্যাদি কত দিন? যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়—তাঁর নাম করতে করতে চক্ষের জল যত দিন না পড়ে,—আর শরীর রোমাঞ্চ যতদিন না হয়।

রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরে যায়; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বর লাভ হয়,—তখন সন্ধ্যাদি কর্ম চ'লে যায়।

"গৃহস্থের বৌ'র পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আর সংসারের কাজ কর্ত্তে দেয় না। তারপর সন্তান প্রসব হ'লে

সে কেবল ছেলেটিকে কোলে করে তার সেবা করে। কোন কাজই থাকে না। ঈশ্বরলাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।

"তুমি এ রকম করে ঢিমে তেতালা বাজালে চল্‌বে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৪ মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো।

"তাই আমার ঐ গানটা ভাল লাগে না! **'হরিষে লাগি রহরে ভাই**; তেরা বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই। বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই'—আমার ভাল লাগে না। তীব্র বৈরাগ্য চাই। হাজরাকেও তাই আমি বলি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব—কামিনীকাঞ্চন যোগের বিঘ্ন]

"কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছো? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বলি। ওদেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ত্ত। প্রাণপণে তো জল আন্‌ছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! বাসনা ঘোগ। জপ তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা। সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

"মাছ ধরে শট্‌টা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান রয়েছে কেন? মাছ ধরবে ব'লে। বাসনা মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান রয়েছে। বাসনা না থাক্‌লে মনের সহজে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।

"কি রকম জানো? নিক্তির কাঁটা যেমন। কামিনীকাঞ্চনের ভার আছে ব'লে উপরের কাঁটা নীচের কাঁটা এক হয় না। তাই যোগ ভ্রষ্ট হয়। দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপ-শিখার মত—যেখানে হাওয়া নাই।

"মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার।* সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলি-গ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না।

[ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের জোর—নিষ্কাম কর্ম কর—জোর ক'রে বল 'আমার মা']

"তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই।

"তবে একটা কথা আছে। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা—করতে পার।

"ভক্তির তমঃ আন্‌বে। মার কাছে জোর কর।—

"মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে,

তখন শান্ত হবো, ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে।

"ত্রৈলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার হিস্যে আছে।

"তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতানো মা, এ কি ধর্ম মা! এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে? বলো—

"মা আমি কি আটাশে ছেলে, আমি ভয় করিনি চোখ রাঙ্গালে।

এবার করবো নালিস্ শ্রীনাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।

"আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভিতর আছে ব'লে তাই তো মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। কিছু কণা তার ভিতরে এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে। আর এ সময় তো আর তোমার বিষয় কর্ম করতে হয় না। এখন দিন কতক তাঁর চিন্তা কর। দেখ্‌লে তো সংসারে কিছু নাই।"

ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
দিন দুই তিন দিনের তরে কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে॥

[সালিসী, মোড়লী, হাসপাতাল, ডিসপেন্‌সারি কর্‌বার বাসনা— লোকমান্য, পাণ্ডিত্য, বাসনা—এ সব আদিকাণ্ড— লালচুসী ত্যাগের পর ঈশ্বর লাভ]

"আর তুমি সালিসী মোড়লী ওসব কি কচ্ছো? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাও—তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই। ও তো অনেক দিন ক'রে আস্‌ছো। যারা করবে তারা করুক। তুমি এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশী করে মন দেও। বলে 'লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো!'

"তা শম্ভুও বলেছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি করবো। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বললুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি চাইবে!

"কেশব সেন বললে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না। তা বললুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ

চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।

"তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।"

ঈশান ইতিমধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া বসিয়া আছেন। চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে বলিতেছেন—আমি যে ইচ্ছা ক'রে এসব করি তা নয়।

[বাসনার মূল মহামায়া—তাই কর্মকাণ্ড]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা জানি। সে মায়েরি খেলা! এ'রই লীলা! সংসারে বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা! কি জান? 'ভবসাগরে উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কতই তরী'। আবার—'ঘুড়ী লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি! লক্ষের মধ্যে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়। বাকী সবাই মার ইচ্ছায় বদ্ধ হয়ে আছে।

"চোর চোর খেলা দেখ নাই; বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাটা চলে। সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হ'লে খেলা আর চলে না। তাই বুড়ীর ইচ্ছা নয় যে, সকলে ছোঁয়।

"আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক্ থাকে। ঘরের চাল পর্যন্ত উঁচু। চাল থাকে—দালও থাকে। কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁধা গন্ধ—তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না!—জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের সব কামনা ত্যাগ—কেবল ভক্তিকামনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম! আমার আর কী বাকী আছে? কি বর ল'ব? তবে যদি একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ! আর কিছু বর লও। নারদ আবার বললেন, রাম! আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, এই ক'রো!

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম; বলেছিলাম, মা! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা. কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা।

"অধ্যাত্মে আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিনতে পারবো? রাম বললেন 'ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা (উর্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি।' উর্জ্জিতা (উর্জিতা) ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়! যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হ'য়েছিল।"

ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীর ন্যায় এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, 'প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়' ; এ তো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা। তবে কি এইখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্তমান?

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা চলিতেছে! নিবৃত্তিমার্গের কথা। ঈশানকে যাহা মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—সেই কথা চলিতেছে।

[ঈশান খোসামুদে হ'তে সাবধান—শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগতের উপকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখ্‌লেই খোসামুদে এসে জুটে!

"মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে।

[সংসারীর শিক্ষা কর্মকাণ্ড—সর্বত্যাগীর শিক্ষা, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা]

"বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! খোসামুদেরা এসে বলবে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা ত নয় অমনি—বাঁশ! ও কি! কতকগুলো সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাত দিন বসে থাকা, আর তাদের খোসামোদ শোনা!

"সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। একজনের নাম করবো না। আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বস্‌তে বললে বসে!

"আর সালিসী, মোড়লী, এ সব কাজ কি? দয়া, পরোপকার?—এ সব তো অনেক হ'লো! ও সব যারা করবে তাদের থাক আলাদা। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি?

"লঙ্কায় রাবণ ম'লো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

"তাই হয়েছে তোমার। একজন সর্বত্যাগী তোমায় ব'লে দেয়, এই এই ক'রো তবে বেশ হয়! সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবে না। তা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন আর যিনিই হউন।

[ঈশান পাগল হও—'এ সমস্ত উপদেশ মা দিলেন']

"পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও! লোকে না হয় জানুক যে ঈশান এখন পাগল হ'য়েছে আর পারে না। তা হ'লে তারা সালিসী মোড়লী করতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক ক'রো।"

ঈশান—দে মা, পাগল ক'রে। আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাগল না ঠিক? শিবনাথ ব'লেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা ক'ল্লে বেহেড হ'য়ে যায়। আমি বললুম কি?—চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ। যাঁর বোধে সব বোধ ক'চ্ছে যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়! বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল—বেশী চিন্তা ক'রে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা হ'তে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। 'ভাবেতে ভরল তনু, হরল গেয়ান!' এতে যে জ্ঞানের (গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক একবার মন্দিরমধ্যবর্তী পাষাণময়ী কালীপ্রতিমার দিকে চাহিতেছিলেন। দীপালোকে মার মুখ হাসিতেছে, যেন দেবী আবির্ভূতা হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখবিনিঃসৃত বেদমন্ত্রতুল্য বাক্যগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

ঈশান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—যে সব কথা আপনি শ্রীমুখে বললেন, ওসব কথা ঐখান থেকে এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যন্ত্র, উনি যন্ত্রী ;—আমি ঘর, উনি ঘরণী ;—আমি রথ, উনি রথী ; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি ; যেমন বলান্, তেমনি বলি।

"কলিযুগে অন্যপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।

"মানুষ গুরু হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হ'লে একক্ষণে পালিয়ে যায়।

"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি হঠাৎ আলো আসে, তা' হলে সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায়, না একক্ষণে যায়? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।

"মানুষ কি ক'রবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।

"ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তিনি যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, এই সকল কাজ করেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলে। সেই আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে হয়। চণ্ডীতে আছে জান না? দেবতারা আগে আদ্যাশক্তির স্তব ক'ল্লেন। তিনি প্রসন্ন হলে তবে হরির যোগনিদ্রা ভাঙ্গবে।"

ঈশান—আজ্ঞা, মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা স্তব করছেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
তমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবীজননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥*

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ ঐটি ধারণা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মকাণ্ড—কর্মকাণ্ড কঠিন তাই ভক্তিযোগ

কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। এতক্ষণ অবাক হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন।

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে চাতালে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা সকলে তাঁহার কাছে সত্বর আসিয়া তাঁহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সকলেই চরণধূলির ভিখারী। সকলে চরণবন্দনা করিলে পর, ঠাকুর চাতাল হইতে নামিতেছেন ও মাষ্টারের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন।

*তুমি হোম, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রযুজ্য স্বাহা, স্বধা ও বষটকাররূপে মন্ত্রস্বরস্বরূপা এবং দেবভোক্ষ্য সুধাও তুমি। হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদায়ে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রাস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং যাহা বিশেষরূপে অনুচার্য্য ও অর্দ্ধ-মাত্রারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি। তুমিই সেই (বেদ সারভূতা) সাবিত্রী হে দেবি! তুমিই আদি জননী। তোমা কর্ত্তৃকই সমস্ত জগৎ ধৃত এবং তোমা কর্ত্তৃকই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তোমা কর্ত্তৃকই এই জগৎ পালিত হইতেছে এবং তুমিই অন্তে ইহা ভক্ষণ (ধ্বংস) করিয়া থাক। হে জগদ্রূপে! তুমিই এই জগতের নানা প্রকার নির্ম্মাণকার্য্যে সৃষ্টিরূপা ও পালন-কার্য্যে স্থিতিরূপা এবং অন্তে ইঁহার সংহার কার্য্যে তদ্রূপ সংহাররূপা·

[মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৭২—৭৬

শ্রীরামকৃষ্ণ (গীত গাহিতে গাহিতে মাস্টারের প্রতি)—

"প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি!

"ধর্মাধর্ম কি জান? এখানে 'ধর্ম' মানে বৈধীধর্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন এই সব।

"এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন! তাই ভক্তিপথ আশ্রয় ক'র্ত্তে বলেছে।

"একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ ক'রেছিল। অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গরু বাগ মানছিল না—কসাই হাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই কল্লে, কিন্তু যখন সেই গরু কাট্‌লে তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও গো-হত্যার পাপ হ'লো।"

"তাই বলছি, কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল।"

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাস্টার। ঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যা বললেন, তারই ফুট উঠ্‌ছে। ঠাকুর গুন্ গুন্ ক'রে বল্‌ছেন—**'অবশেষে রাখ গো মা, হাড়ের মালা সিদ্ধি ঘোটা।'**

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন। অধর, কিশোরী ও অন্যান্য ভক্তেরা আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ঈশানকে দেখলুম—কৈ, কিছুই হয় নাই! বল কি? পুরশ্চরণ পাঁচমাস করেছে! অন্য লোকে এক কাণ্ড ক'রত।

অধর—আমাদের সম্মুখে ওঁকে অত কথা বলা ভাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি?

কিয়ৎক্ষণ কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, ঈশান খুব দানী। আর দেখ, জপ্ তপ্ খুব করে।

ঠাকুর কিছুকাল চুপ করিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—আপনাদের যোগ ও ভোগ দুইই আছে।

বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজা মহানিশায় ভজনানন্দে—সমাধিস্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজামহানিশায় ভক্তসঙ্গে

[মাষ্টার বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, রামলাল, হাজরা]

আজ কালীপূজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ শনিবার। রাত দশটা-এগারটার সময় কালীপূজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন ভক্ত এই গভীর অমাবস্যা নিশিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই ত্বরা করিয়া আসিতেছেন।

মাষ্টার রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে রোশনচৌকি বাজিতেছে, কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এ স্থান হইতে ও স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। আজ রাসমণির কালীবাড়ীতে ঘটা হইবে, দক্ষিণেশ্বরের গ্রাম বাসীরা শুনিয়াছেন, আবার শেষ রাত্রে যাত্রা হইবে। গ্রাম হইতে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে।

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতেছিল—রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন। আজ আবার জগতের মার পূজা হইবে। ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন।

রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিয়া মাষ্টার দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন—বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের একটি আত্মীয় ছোকরা ও এঁড়েদার আর একটি ছেলে। রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন।

নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটি ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন,—ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন—

মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনের আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁড়েদার দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন—ঐ সঙ্গে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি)—তুমি কবে আসবে?

ভক্ত—আজ্ঞা, সোমবার—বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আগ্রহের সহিত)—লণ্ঠন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভক্ত—আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে ;—আর দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (এঁড়েদার ছোকরাটির প্রতি)—তুই ও চললি?

ছোকরা—আজ্ঞা, সর্দ্দি—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও।

ছেলে দুটি আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজা মহানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনানন্দে

গভীর অমাবস্যা নিশি। আবার জগতের মার পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বালিশে হেলান দিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর্মুখ. মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটি দুটি কথা কহিতেছেন।

হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছেন,—আহা, ছেলেটির কি ধ্যান! (হরিপদের প্রতি)—কেমন রে? কি ধ্যান!

হরিপদ—আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কাষ্ঠের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রতি)—ও ছেলেটিকে জান? নিরঞ্জনের কি রকম ভাই হয়।

আবার সকলেই নিঃস্তব্ধ। হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন।

ঠাকুর বৈকালে চণ্ডীর গান শুনিয়াছেন। গানের ফুট উঠিতেছে। আস্তে আস্তে গাইতেছেন—

> **কে জানে কালী কেমন,** ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
> মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
> কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥
> আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
> তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
> মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
> মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥
> প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
> আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হ'য়ে বামন।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। আজ মায়ের পূজা—মায়ের নাম করিবেন! আবার উৎসাহের সহিত গাইতেছেন—

> **এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা**
> (যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা) (মাগীর আগুভাবে গুপ্তলীলা)
> সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা॥
> কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা।

যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন। বলিলেন, এ সব মাতালের ভাবে গান। বলিয়া গাইতেছেন,—

(১)—**এবার কালী তোমায় খাব।** [১৩২ পৃষ্ঠা

(২)—**তাই তোমাকে সুধাই কালী।**

(৩)—**সদানন্দময়ী কালী** মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার সর্বনাশী ধরে অসি, ধর্মাধর্ম দুটো খেলি॥

(৪)—**জয় কালী জয় কালী** বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥

গান সমাপ্ত হইল, এমন সময়ে রাজনারায়ণের ছেলে দুটি আসিয়া প্রণাম করিল। নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারায়ণ চণ্ডীর গান গাইয়াছিলেন, ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে গাইয়াছিল। ঠাকুর ছেলে দুটির সঙ্গে আবার গাইতেছেন—। 'এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা'।

ছোট ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন,—ঐ গানটি একবার যদি—

'পরম দয়াল হে প্রভু'—

ঠাকুর বলিলেন, "গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই?"—এই বলিয়া গানটি গাইতেছেন—

গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু। [৯২ পৃষ্ঠা

গান সমাপ্ত হইল। রামলাল ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'একটু গা, আজ পূজা।' রামলাল গাইতেছেনঃ—

(১)—**সমর আলো করে কার কামিনী!**
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥

এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুরে মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতনু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শবসদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী॥

(২)—**কে রণে এসেছে বামা নীরদবরণী।**
শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নলিনী॥ ইত্যাদি—

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন—

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে! [২২ পৃষ্ঠা

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা আবার সকলে মেজেতে বসিয়াছেন। ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন।

মাষ্টারকে বলিতেছেন,—তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হোলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালীপূজা রাত্রে সমাধিস্থ—সাঙ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দৈববাণী

ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন। কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া নির্জনে নিঃশব্দে নাম জপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১টা। **মহানিশা।** জোয়ার সবে আসিয়াছে—ভাগীরথী উত্তরবাহিনী। তীরস্থ দীপালোকে এক্ একবার কালো জল দেখা যাইতেছে।

রামলাল পূজাপদ্ধতি নামক পুঁথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার আসিলেন। পুঁথিখানি মন্দিরমধ্যে রাখিয়া দিবেন। মণি মাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন কি? মণি অনুগৃহীত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মা বেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে দুই সেজ; উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিল্ব। নানাবিধ পুষ্প মালায় বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। মণি দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যজন করেন! তখন তিনি সঙ্কুচিতভাবে রামলালকে বলিতেছেন, 'এই চামরটি একবার নিতে পারি?' রামলাল অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই।

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামীকল্য সিঁথি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু তারিখ ভুল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এ রকম লিখলে কেন বল দেখি?

মাষ্টার—আজ্ঞে, লেখাটা ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে লেখেন নাই।

ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাঁড়াইয়া, **বাবুরাম** কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ **সমাধিস্থ!**

ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। **এই সমাধিস্থ** মহাপুরুষকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ; বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুঞ্চিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। তখনও দাঁড়াইয়া। এইবার গালে হাত দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব দেখলুম—কার কত দূর এগিয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম।

হাজরা—এখানকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ।

হাজরা—বেশী কি বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না।

হাজরা—নরেন্দ্রকে দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখি নাই, কিন্তু এখনও বলতে পারি—একটু জড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু সব্বাইয়ের হয়ে যাবে দেখলুম।

(মণির দিকে তাকাইয়া)—সব দেখ্‌লুম ঘুপটি মেরে রয়েছে!

ভক্তেরা অবাক্, দৈববাণীর ন্যায় অদ্ভুত সংবাদ শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু একে (বাবুরামকে) ছুঁয়ে ওরূপ হ'লো!

হাজরা—ফাষ্ট (First) কে?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন—"নিত্যগোপালের মত গোটাকতক হয়!"

আবার চিন্তা করিতেছেন। এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

আবার বলিতেছেন—"অধর সেন—যদি কর্ম্মকাজ কমে,—কিন্তু ভয় হয়—সাহেব আবার বকবে। যদি বলে, এ ক্যা হ্যায়!" (সকলের ঈষৎ হাস্য)।

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিলেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া)—আজ যে খুব সেবা!

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; ও অতিশয় ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন।

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি)—তবে আমি আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পূজা ক'রো। আবার মেড়া বলি দিতে হবে।

মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে—লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সে অবস্থা নয় ; পশুবধ দেখিতে পারিবেন না।

রাত দুইটা পর্যন্ত কোন কোন ভক্ত মা কালীর মন্দিরে বসিয়াছিলেন। হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাক্‌ছেন, খাবার সব প্রস্তুত। ভক্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন।

ভোর হইল ; মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে। মার সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে, মা যাত্রা শুনিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালী-বাড়ীর বৃহৎ পাকা উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আসিতেছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন—ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন তুমি এখন যাবে?

মণি—আজ আপনি সিঁথিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বাড়ীতে একবার যাচ্ছি।

কথা কহিতে কহিতে মা কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। অদূরে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে। মণি সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা এসো। আর দুখানা আটপৌরে নাইবার কাপড় আমার জন্য এনো।"

একবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মারোয়াড়ী ভক্ত-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াড়ী ভক্ত মন্দিরে

আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক ষ্ট্রীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। মারোয়াড়ী ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। দুই দিন হইল, শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিয়াছিলেন। তাহার পর দিন আবার ভক্তসঙ্গে সিঁথি ব্রাহ্মসমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপদ—দ্বিতীয়া তিথি, বড়বাজারে এখন দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মাষ্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তেলধুতি কিনিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সেইগুলি কিনিয়াছেন। কাগজে মোড়া; এক হাতে আছে। মল্লিক ষ্ট্রীটে দুইজনে পৌঁছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী জমা হইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুয্যে। গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও আসিয়া তাঁহাকে একটি তেতালার ঘরে বসাইল। সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে—ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন, ঠাকুর আসন গ্রহন করিলেন ও সহাস্যে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

একজন মারোয়াড়ী আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, থাক্ থাক্। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটু কর। প্রত্যেক কথাটি করুণামাখা।

মাষ্টারকে বলিলেন, স্কুলের কি—

মাষ্টার—আজ্ঞা, ছুটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কাল আবার অধরের ওখানে চণ্ডীর গান।

মারোয়াড়ী ভক্ত গৃহস্বামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা—ভক্তিকামনা—ভাব, ভক্তি, প্রেম—প্রেমের মানে]

অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।

পণ্ডিতজী—পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্য হন ; আর দ্বিতীয়, দুষ্টের দমনের জন্য। জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমার কিন্তু সব কামনা যায় নাই। আমার ভক্তি-কামনা আছে।

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী! ভাব কাকে বলে, আর ভক্তি কাকে বলে?

পণ্ডিতজী—ঈশ্বরকে চিন্তা ক'রে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম ভাব, যেমন সূর্য উঠ্‌লে বরফ গলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী! **প্রেম কাকে বলে?**

পণ্ডিতজী হিন্দিতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি)—না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তা পর্যন্তও ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

পণ্ডিতজী—আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমন মাতাল হ'লে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয়, কারু হয় না, এর মানে কি?

পণ্ডিতজী—ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়।

পণ্ডিতজী হিন্দিতে এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন।

[সমাধিতত্ত্ব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি।

পণ্ডিতজী—সমাধি দুই প্রকারঃ—সবিকল্প আর নির্বিকল্প। নির্বিকল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ 'তদাকারকারিত।' ধ্যাতা, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। আর

চেতন সমাধি ও জড় সমাধি। নারদ শুকদেব এঁদের চেতন সমাধি। কেমন জী?

পণ্ডিতজী—আজ্ঞা, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর জী, উন্মনা সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী?

পণ্ডিতজী চুপ করিয়া রহিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, জপ তপ করলে তো সিদ্ধাই হ'তে পারে—যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া?

পণ্ডিতজী—আজ্ঞে তা হয়, ভক্ত কিন্তু তা চায় না।

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর পণ্ডিতজী বলিলেন, একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন ক'রতে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তোমার ছেলেটি বেশ।

পণ্ডিতজী—আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ আস্‌ছে। সবই অনিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ভিতরে সার আছে।

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন; বলিলেন, পূজা ক'র্‌তে তা হ'লে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আরে বৈঠো, বৈঠো!

পণ্ডিতজী আবার বসিলেন।

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন। পণ্ডিতজী হিন্দিতে ঠাকুরের সহিত ঐ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, হাঁ ও এক রকম তপস্যা বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু—কেবল দেহের দিকে মন।

পণ্ডিতজী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূজা করিতে যাইবেন। ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিছু ন্যায়, বেদান্ত, আর দর্শন পড়লে শ্রীমদ্ভাগবত বেশ বোঝা যায়। কেমন?

পুত্র—হাঁ, মহারাজ! সাংখ্যদর্শন পড়া বড় দরকার।

এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল।

ঠাকুর তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়া শুইলেন। পণ্ডিতজীর পুত্র ও ভক্ত কয়টি মেজেতে উপবিষ্ট। ঠাকুর শুইয়া শুইয়া গান ধরিলেন—

হরিষে লাগি রহ রে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই,
তেরা বিগড়ী বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার কি এখন নাই?

গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি **আরোয়াড়ী ভক্ত**, ঠাকুরকে বড় ভক্তি করেন। পণ্ডিতজীর ছেলেটি বসিয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাণিনি ব্যাকরণ কি এদেশে পড়া হয়?"

মাষ্টার—আজ্ঞে, পাণিনি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, আর ন্যায়, বেদান্ত এসব পড়া হয়?

গৃহস্বামী ওসব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

গৃহস্বামী—মহারাজ, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর নামগুণকীর্ত্তন। সাধুসঙ্গ। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা।

গৃহস্বামী—আজ্ঞে, এই আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কত আছে? আট আনা? (হাস্য)।

গৃহস্বামী—আজ্ঞে, তা আপনি জানেন। মহাত্মার দয়া না হ'লে কিছু হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। মহাত্মার হৃদয়ে **তিনিই** আছেন তো।

গৃহস্বামী—তাঁকে পেলে তো কথাই থাকে না। তাঁকে যদি কেউ পায়, তবে সব ছাড়ে। টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিছু সাধন দরকার করে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। মাটির অনেক নীচে যদি কলসী করা ধন থাকে, আর যদি কেউ সেই ধন চায়, তাহ'লে পরিশ্রম ক'রে খুঁড়ে যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্তু অনেক খোঁড়ার পর কলসীর গায়ে যখন কোদাল লেগে ঠং ক'রে উঠে, তখনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং কর্‌বে ততই আনন্দ। রামকে ডেকে যাও; তাঁর চিন্তা কর। রামই সব যোগাড় ক'রে দিবেন।

গৃহস্বামী—মহারাজ, আপনিই রাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী?

গৃহস্বামী—মহাত্মাদের ভিতরেই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। আর এখন অবতার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—**কেমন করে জানলে, অবতার নাই?**

গৃহস্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতারকে সকলে চিন্‌তে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে

দর্শন কর্‌তে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব; আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র হবো? আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখ্‌লেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকেই যানেন নাই।

গৃহস্বামী—আপনিও সেই রাম!

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাম! রাম! ও কথা বলতে নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন—"ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসেরা! আমি তোমাদের দাস। সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন্তু হয়েছেন।"

গৃহস্বামী—মহারাজ, আমরা তো তা জানি না—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি জান আর না জান, তুমি রাম!

গৃহস্বামী—আপনার রাগদ্বেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? যে গাড়োয়ানের কল্‌কাতায় আসবার কথা ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপর ত খুব চটে গিছ্‌লুম! কিন্তু ভারী খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বড়বাজারে অন্নকুট-মহোৎসব মধ্যে—ময়ূরমুকুটধারীর পূজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীময়ূরমুকুটধারীর আজ মহোৎসব। ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুরদর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া গেলেন। ময়ূরমুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও নির্ম্মাল্যধারণ করিলেন।

বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ। হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন, "প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোবিন্দ, বাসুদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যেকে ধরিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল।

এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ ময়ূরমুকুটধারী বিগ্রহকে বাহিরে লইয়া যাইতে আসিলেন। বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। মহানন্দে মারোয়াড়ী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।

ভোগ হইল। ভোগের সময় মারোয়াড়ী ভক্তেরা কাপড়ের আড়াল করিলেন। ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। ঐ ছাদের উপরেই ঠাকুরের সম্মুখে এই সকল কার্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে মারোয়াড়ীরা খাইতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইলেন।

[বড়বাজার হইতে রাজপথে—'দেওয়ালি' দৃশ্যমধ্যে]

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, "আমরা না হয় গাড়ী থেকে নামি ; গাড়ী পেছন দিয়ে ঘুরে যাক।" রাস্তা দিয়া একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালারা গর্তের ন্যায় একটি ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেছেন, কি কষ্ট, এইটুকুর ভিতরে বন্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! ঐতেই আবার আনন্দময়!

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে **বাবুরাম, মাষ্টার, রাম চাটুয্যে। ছোট গোপাল** গাড়ীর ছাদে বসিলেন।

একজন **ভিখারিণী,** ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাষ্টারকে বলিলেন, কি গো পয়সা আছে? গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোকময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী চিৎপুর রোডে পড়িল। সে স্থানেও আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় লোকে লোকাকীর্ণ। লোকে হাঁ করিয়া দুই পার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টান্নে সুশোভিত। কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ী একটি আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোসনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন—আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে! ও বলিতে

বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে এগিয়ে পড়্‌না, কি করছিস?

['এগিয়ে পড়্‌'—শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চয় করবার যো নাই]

ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রুপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে হীরা মাণিক! তাই ঠাকুর বার বার বলিতেছেন এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। দুইখানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তেল-ধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।

মাষ্টার—আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না হয় এখন থাক, দুইখানাই নিয়ে যাও।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণী পাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বললুম, আমার সঙ্গে কোন জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার যো নাই।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, তার আর কি। এ সাদা দুখানা এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—আমার মনে একটা কিছু হওয়া তোমাদের ভাল না। —এ তো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বোল্‌বো।

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—যে আজ্ঞা।

গাড়ী একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল, সেখানে কল্‌কে বিক্রী হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুয্যেকে বলিলেন, রাম, এক পয়সার কল্‌কে কিনে লও না!

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাকে বললুম কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস। তা বলে কি জান? 'আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া* লাগ্‌বে: কে যায়।' বেণী পালের বাগানে কাল গিছলো, সেখানে আবার আচার্যগিরি কল্লে। কেউ

* তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা।

বলে নাই, আপনিই গায়—যেন লোকে জানুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, এ কি বল দেখি, বলে, এক আনা আবার খরচ লাগ্‌বে!

মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার আসিয়া পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এ যা দেখলে, বৃন্দাবনেও তাই। রাখালরা* বৃন্দাবনে এই সব দেখছে। তবে সেখানে অন্নকূট আরও উঁচু ; লোকজনও অনেক, গোবর্ধন পর্বত আছে, এই সব প্রভেদ।

[হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম]

"কিন্তু খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ! যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম।—ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

"হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম! ইদানিং যে সকল ধর্ম দেখ্‌ছো এ সব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না? তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।"

মাষ্টার বাড়ী প্রত্যাগমন করিবেন। ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া শোভা-বাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে যাইতেছেন।

*শ্রীযুক্ত রাখাল তখনও (অক্টোবরে) বৃন্দাবনে ছিলেন।

দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ

আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি। যীশুখৃষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে। অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। **মাষ্টার ও প্রসন্ন** আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার ঘরে দক্ষিণ দিকের দালানে রহিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করেন।

ঠাকুর মাষ্টারকে বললেন, "কই বঙ্কিমকে আন্‌লে না?"

বঙ্কিম একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকরা ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া—কেহ দাঁড়াইয়া। ঠাকুর পঞ্চবটী-মূলে ইষ্টকনির্মিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহাস্যে মাষ্টারকে বলিলেন, 'বইখানা কি এনেছ?'

মাষ্টার—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প'ড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্তব্য]

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক। পুস্তকের নাম 'দেবী চৌধুরাণী'। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম কর্মের কথা আছে। লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমের সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। মাষ্টার বলিলেন, 'মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়েছিল। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল পরে হ'ল দেবী চৌধুরাণী। যে ডাকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক। ডাকাতটি বড় ভাল। সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। আর কি রকম করে নিষ্কাম কর্ম করতে হয়, তাই শিখিয়েছিল।

ডাকাতটি দুষ্ট লোকদের কাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে এনে গরীব-দুঃখীদের খাওয়াতো—তাদের দান করতো। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও ত রাজার কর্তব্য।

মাষ্টার—আর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লর কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটি ঘড় ভক্তিমতী। সে বলতো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল। প্রফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদনাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে ক'রে দিছল। তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়ীতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও দুটি বিয়ে দিছল। প্রফুল্লর কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এইখানটা শুন্‌লে বেশ বুঝতে পারা যাবে—

"নিশি—আমি তাঁহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল—এক প্রকার কি?

নিশি—সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্রফুল্ল—সে কি রকম?

নিশি—রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্রফুল্ল—তিনিই তোমার স্বামী?

নিশি—হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লের স্বামী) এত জানিত না!

বয়স্যা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।'

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পরিল না। হিন্দুধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দু-মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত' বলিলে না?'

বয়স্যা বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?

প্রফুল্ল—দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি—মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।'

[আগে ঈশ্বর সাধন—না আগে লেখাপড়া]

মাষ্টার—ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন।

"প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসর আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত।

"তার পর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হ'ল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি জান? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তার পর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হ'লে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্ত্তে হয় তা হ'লে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো ক'রে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে! খুব সহজে হ'য়ে যাবে। আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য—জগৎ। তাই বাল্মিকী 'মরা' মন্ত্র জপ করেছিলেন। 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর 'রা' অর্থাৎ জগৎ—তার ঐশ্বর্য!

ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিষ্কাম কর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ফল সমর্পণ ও ভক্তি

মাষ্টার—অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর ভবানী প্রফুল্লের সঙ্গে আবার দেখা কর্ত্তে এলেন। এইবার নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে শ্লোক বললেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥*

অনাসক্তির তিনটি লক্ষণ বললেন,—

(১) ইন্দ্রিয়সংযম। (২) নিরহঙ্কার। (৩) শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ।

নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্মাচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বললেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥†

তার পর সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। গীতা থেকে বললেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥‡

নিষ্কাম কর্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার যো নাই। তবে আর একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে; **শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।**

মাষ্টার—এখানে এ কথাটি বিশেষ ক'রে বলা নাই।

[হিসাব বুদ্ধিতে হয় না—একেবারে ঝাঁপ]

"তারপর ধনের কি ব্যবহার কর্ত্তে হবে, এই কথা হ'লো। প্রফুল্ল বললে, এ সমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কল্লাম।

"প্রফুল্ল—যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভবানী—সব?

প্রফুল্ল—সব।

ভবানী—ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের

* অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা। কারণ অনাসক্ত হইয়া কার্য করিলে পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন। [গীতা—৩,১৯

† সমুদয় কর্মই প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কৃত হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার বিমুগ্ধ ব্যক্তি আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করেন। [গীতা—৩, ২৭

‡ যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহাই আমাকে সমর্পণ কর। [গীতা—৯, ২৭

জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা করিবে।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে)—ঐটুকু পাটোয়ারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারী, ঐটুকু হিসাব বুদ্ধি। যে ভগবান্‌কে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাক্‌লো, এ সব হিসাব আসে না।

মাষ্টার—তারপরে আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন ক'রে কর্‌বে? প্রফুল্ল বললে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে আছেন। অতএব সর্বভূতে ধন বিতরণ কর্‌ব। ভবানী বললে, ভাল ভাল। আর গীতা থেকে শেলাক বল্‌তে লাগ্‌লো,—

যো, মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণস্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥*

শ্রীরামকৃষ্ণ—এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

[বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা—আকরে টানে]

মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন।

"সর্বভূতে দানের জন্য অনেক শ্রমের প্রয়োজন। কিছু বেশবিন্যাস কিছু ভোগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন। ভবানী তাই বললেন, কখন কখন কিছু 'দোকানদারী' চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)—'দোকানদারী চাই। যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়! রাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এ সব ক'রে ক'রে

*যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকে আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখন অদৃষ্ট থাকি না, সে কখনও আমার দৃষ্টির দূরে থাকে না। যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মে অভেদদর্শী হইয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করে, যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জুন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের তুলনায় সকলের প্রতিই সমদর্শন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। ।গীতা—৬—৩০।৩১।৩২

কথাগুলো এই রকমই হয়ে যায়। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর বেরোয়। দোকানদারী কথাটা না বলে ঐটে ভাল করে বললেই হ'তো, 'আপনাকে অকর্ত্তা জেনে কর্ত্তার ন্যায় কাজ করা'। সেদিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতর 'লাভ' 'লোকসান' এই সব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি বারণ কল্লুম। যা ভাবে রাতদিন, সেই বুলিই উঠে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর দর্শনের উপায়—শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

পাঠ চলিতে লাগিল। এইবার ঈশ্বর-দর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছে। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথি। দেবী বজরার উপর বসিয়া দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে বজরা নঙ্গর করিয়া আছে। বজরার ছাদে দেবী ও সখীদ্বয়। ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে। দেবী বললেন, যেমন ফুলের গন্ধ ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। "ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনের প্রত্যক্ষ। সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের। এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার।

[যোগ দূরবীন—পাতিব্রত্যধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

মাষ্টার—মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পরে আছে। বলেছে, প্রত্যক্ষ করতে দূরবীন চাই। ঐ দূরবীনের নাম যোগ। তারপর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ। এই যোগ-দূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ খুব ভাল কথা। গীতার কথা।

মাষ্টার—শেষে দেবী চৌধুরাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। স্বামীর উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বললে, 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'শিখিতে পারি নাই!' এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।

পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন। ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, কেদার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এ এক রকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হ'য়ে লীলা ক'রছেন।

[পূর্বকথা—ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন]

"**কি অবস্থা গেছে**। হরগৌরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কত দিন রাধাকৃষ্ণভাবে! কখন সীতারামের ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত্তুম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্ত্তুম।

"তবে **লীলাই শেষ নয়**। এই সব ভাবের পর বললুম, মা এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই **কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ** এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরের ছবি ঘর থেকে বার ক'রে দিলুম।

"তাঁকে সর্বভূতে দর্শন কর্‌তে লাগলুম। পূজা উঠে গেল! এই বেল-গাছ! **বেলপাতা** তুলতে আসতুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ **চৈতন্যময়**! মনে কষ্ট হলো। দূর্বা তুল্‌তে গিয়ে দেখি, আর সে রকম ক'রে তুল্‌তে পারিনি। তখন রোক ক'রে তুল্‌তে গেলুম।

"আমি **লেবু** কাটতে পারি না। সেদিন অনেক কষ্টে, 'জয় কালী' ব'লে তাঁর সম্মুখে বলির মত ক'রে তবে কাট্‌তে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুল্‌তে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—**বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া**! আর ফুল তোলা হ'লো না!

"তিনি **মানুষ** হয়েও লীলা ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘস্‌তে ঘস্‌তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হ'লে বড় রুই কাত্‌লা কপ্ করে খায়।

"প্রেমোন্মাদ হলে **সর্বভূতে** সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ক'রছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ ক'রে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।

"**পতিব্রতাধর্ম**; স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?

[প্রতিমায় আবির্ভাব—মানুষ ঈশ্বর দর্শন কখন? নিত্যসিদ্ধ ও সংসার]

"প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার,—প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি! **বৈষ্ণব চরণ** বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে আসে।

"তবে একটি কথা আছে,—তাঁকে সাক্ষাৎকার না কর্‌লে এরূপ লীলা দর্শন হয় না। সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। কেন বালক

স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়।

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়—তীব্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার 'বাপ' এই বোধ]

"এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন ক'রে হয়? তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বল্‌বে, 'কি! জগৎপিতা? আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না? শালা!'

"যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা ক'রে শিবের সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হনুমানের চিন্তা ক'রতো! মনে কর্‌তো, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো যে, তার একটু ল্যাজও হয়েছে!

"শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়। যাদের শিব অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব।"

[চৈতন্যদেব অবতার—সামান্য জীব দুর্বল]

মাষ্টার—**চৈতন্যদেব**? তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তাঁর আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজ্‌লো না। সর্বদাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের সহিত তাঁর তুলনা! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায়; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনি অবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো রমণ হয়ে গেল; সামলাতে পারে না। (মাষ্টারের প্রতি) লজ্জা কেন? যার হয় সে লোক পোক দেখে! 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।' এ সব পাশ। 'অষ্ট পাশ' আছে না?

"যে **নিত্যসিদ্ধ** তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা; আবার ফেল্‌লে কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না।

"যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে কর্‌লে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিক্‌রে যায়!"

[দর্শনের উপায় যোগ—যোগীর লক্ষণ]

ভক্ত—মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন সব কুড়িয়ে না আন্‌লে কি হয়। ভাগবতে শুকদেবের

কথা আছে—পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে দৃষ্টি নাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ।

"চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।

"যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে—বাড়ীর কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্ত্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয় সে ঐ নাটকেরই কথা।

"মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতারের 'অপরাধ' নাই

নিত্যগোপাল সামনে উপবিষ্ট। সর্বদা ভাবস্থ, মুখে কথা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোপাল! তুই কেবল চুপ করে থাকিস!

নিত্য (বালকের ন্যায়)—আমি—জানি—না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বুঝেছি কিছু বলিস না কেন! অপরাধ?

"বটে বটে। **জয় বিজয়** নারায়ণের দ্বারী, সনক সনাতনাদি ঋষিদের, ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে জন্মাতে হয়েছিল।"

"**শ্রীদাম** গোলোকে বিরজার দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরবার জন্য তাঁর দ্বারে গিছ্‌লেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন—শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই। তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্ত্ত্যে অসুর হয়ে জন্মাগে যা। শ্রীদামও শাপ দিছ্‌লো! (সকলের ঈষৎ হাস্য)।

"কিন্তু একটি কথা আছে, ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে খানায় পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি!

"শ্রীদামের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে।"

কেদার (চাটুয্যে) এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারী কর্ম করেন। আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায়। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল ভক্তেরা তাঁর কাছে সর্বদা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শুধু হাতে ভক্তদর্শনে আস্‌তে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন।

[সব রকম লোকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম 'ভাব ও অবস্থা']

কেদার (অতি বিনীতভাবে)—তাদের জিনিস কি খাবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে জিনিস ভাল নয়।

কেদার—আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা ত সত্য। এখানে সব রকম লোক আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায়।

কেদার—আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুদীর দোকান কেউ করে, সব রকম রাখ্‌তে হয়—কিছু মুসুর ডালও চাই, হোলো, খানিকটা তেঁতুল,—এ সব রাখতে হয়।

"বাজনার যে ওস্তাদ, সে সব বাজনা কিছু কিছু বাজাতে পারে।"

ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন—একটি ভক্ত গাড়ু লইয়া সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন—কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সেখানে আসিয়া বলিলেন—"দু তিন বার বাহ্যে গেলুম। মল্লিকের বাড়ী খাওয়া;—ঘোর বিষয়ী। পেট গরম হ'য়েছে।"

[সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) পানের ডিবে স্মরণ]

ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আরও দু একটি জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বললেন, "ঐ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন।" এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছেন। কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদি।

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। দুই চারিটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাট্‌টিতে একটি ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—

[জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয়? সাধনা চাই]

"মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes—গুণ—জানা যায়?

ঠাকুর বলিলেন, "সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন কর্ত্তে হয়। আর, একটা কোন ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়। দাসভাব। ঋষিদের

শান্তভাব ছিল! জ্ঞানীদের কি ভাব জান? স্বস্বরূপকে চিন্তা করা। (একজন ভক্তের প্রতি, সহাস্যে)—তোমার কি?”

ভক্তটি চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার দুই ভাব—স্বস্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কি না?

ভক্ত (সহাস্যে ও কুণ্ঠিতভাবে)—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝতে পার। ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহ্লাদের হয়েছিল।

“কিন্তু ও ভাব সাধন কর্ত্তে গেলে কর্ম চাই।

“একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে—হাত দিয়ে রক্ত দর্ দর্ করে পড়ছে, কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে,—‘বেশ বেশ’। এ কথা শুধু মুখে বললে কি হবে? ভাব সাধন করতে হয়।

ভক্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

দোলযাত্রা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ

আজ দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা, রবিবার ১লা মার্চ ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাট্‌টিতে বসিয়া **সমাধিস্থ**। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন—একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছেন। মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনোমোহন, নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। 'বাবু, হরিভক্তির কথা—

মহিমা—আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ॥

"নারদপঞ্চরাত্রে আছে। নারদ তপস্যা কর্‌ছিলেন দৈববাণী হ'ল—

"হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তা'হলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অতএব হে ব্রহ্মন, বিরত হও, বৎস, তপস্যার কি প্রয়োজন? **জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের** কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে **হরিভক্তির** কথা বলে গেছেন, সেই **সুপক্কা ভক্তি** লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি—এই ভক্তি-কাটারি—দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে।"

[ঈশ্বরকোটি—শুকদেবের সমাধিভঙ্গ—হনুমান, প্রহ্লাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। **জীবকোটির ভক্তি, বৈধী ভক্তি।** এত উপচারে পূজা কর্ত্তে হবে, এত জপ কর্ত্তে হবে, এত পুরশ্চরণ কর্ত্তে

হবে। এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

"**ঈশ্বরকোটির** আলাদা কথা,—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি' 'নেতি' কয়ে ছাঁদে পোঁছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈরী,—ইট, চুণ, সুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী। তখন কখন ছাদেও থাক্‌তে পারে, আবার উঠা নামাও কর্ত্তে পারে।

"**শুকদেব** সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখ্‌লেন জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহ্যশূন্য—বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বল্‌তে বল্‌তে শুকদেবের রোমাঞ্চ হ'লো। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে হৃদয় মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন কর্ত্তে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

"**হনুমান** সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমূর্ত্তিতে নিষ্ঠা করে থাক্‌লো। চিদঘন আনন্দের মূর্ত্তি—সেই রামমূর্ত্তি।

"**প্রহ্লাদ** কখন দেখতেন সোঽহং; আবার কখন দাসভাবে থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবকভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়,—তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন কর্‌বার জন্য। রসরসিকের ভাব,—হে ঈশ্বর, তুমি রস,* আমি রসিক।

"**ভক্তির আমি,** বিদ্যার আমি, বালকের আমি,—এতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন; লোকশিক্ষা দিবার জন্য। বালকের আমির আঁট নাই। বালক গুণাতীত,—কোন গুণের বশ নয়। এই রাগ কল্লে, আবার কোথাও কিছু নাই। এই খেলাঘর কল্লে, আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের ভালবাসছে, আবার কিছুদিন তাদের না দেখলেত' সব ভুলে গেল। বালক সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

"তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত—এটি ভক্তের ভাব, এ আমি 'ভক্তির আমি'। কেন ভক্তির আমি রাখে? তার মানে আছে। 'আমি' ত যাবার নয় তবে থাক শালা 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' হয়ে।

"হাজার বিচার কর, **আমি যায় না। আমিরূপ কুম্ভ।** ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুম্ভ ত আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, আমি দাস; এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুম্ভ না থাকলে তখন সে এক কথা।"

* রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার-নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ

নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে মেজেতে আসিয়া বসিলেন। মেজেতে মাদুর পাতা। এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তেরাও আছেন বাহিরের লোকও আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ভাল আছিস্? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস্?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরিশ কয়মাস হইল নূতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক ভক্ত তাঁর বাড়ীতে প্রায় যান; গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন। গিরিশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন নরেন্দ্র সংসারে থাকবেন না—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস?

[সন্ন্যাসের অধিকারী—কৌমার-বৈরাগ্য—গিরিশ কোন্ থাকের—রাবণ ও অসুরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ]

"কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন ধ'রে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়।

"যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

"ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ কর্‌বে।

"অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।"

নরেন্দ্র—গিরিশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, এ কি হলো? এ তো

দামড়া! তখন গাড়োয়ান বল্‌লে, মশাই এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

"এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বর চিন্তা করছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

"একটি বাটিতে যদি রসুন গোলা যায়, রসুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়? হ'তে পারে সিদ্ধাই তেমন থাকলে, বাবুই গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়?

"**সংসারী লোকের অবসর কই?** একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে,—একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ-বাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক কর্ত্তে হয়: অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। লাঙ্গল-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।

"এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বলতো,—রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে—আগে তুমি বোঝ! পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে—রাজা এমন কথা বলে কেন যে তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন ভজন কর্ত্তো—ক্রমে চৈতন্য হলো। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বল্‌তে যে—রাজা, এইবার বুঝেছি।

"তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যা ও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ দেখি না।"

[সব কলাই-এর ডালের খদ্দের—রূপ ও ঐশ্বর্যের বশ]

"কি বলব সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু **ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।**

"রাবণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন? রাবণ বললে, রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক্।

"সব কলাই-এর ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না, নানা দিকে মন থাকে।

[নেপালী মেয়ে, ঈশ্বরের দাসী—সংসারীর দাসত্ব]

(মনোমোহনের প্রতি)—"তুমি রাগই কর আর যাই কর—**রাখালকে বললুম** ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ এ কথা বরং শুনবো; তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস, এ কথা যেন না শুনি।

"**নেপালের একটি মেয়ে এসেছিল।** বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গান করলে। হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বললে, আবার কার দাসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি।'

"কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর একদিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরী করতে হয়।

"একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকতো। তখন আকবর শা দিল্লীর বাদ্‌শা। ফকিরটির কাছে অনেকে আস্‌তো। অতিথিসৎকার কর্‌তে তার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসৎকার হয়? তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো। দেখ্‌লে আকবর শা নমাজের শেষে বলছে, 'হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও, আরো কত কি। এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলো। আকবর শা ইসারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন—আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন? ফকির বল্‌লে,—সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চল্লুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে—আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রাথনা কর্ত্তে এসেছিলাম। 'আকবর বললে—তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির বললে, যখন দেখলুম, তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী—তখন মনে করলুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব।"

[পূর্বকথা—হৃদয় মুখুয্যের হাঁক ডাক—ঠাকুরের সত্ত্বগুণের অবস্থা]

নরেন্দ্র—গিরিশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে খুব ভাল। তবে এত গালাগাল মুখ খারাপ করে কেন? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, কিন্তু শার্সি ঘট ঘট করে। আমার সে অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণের অবস্থায় হৈ চৈ সহ্য হয় না। হৃদে তাই চলে গেল;—মা রাখলেন না। শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক কর্‌তো।

[নরেন্দ্র কি অবতার বলেন? নরেন্দ্র ত্যাগীর থাক্—নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ]

"গিরিশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো?"

নরেন্দ্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্?

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর নীচেই মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, **"বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না।"** বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণা মাখা সস্নেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন—

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই।
মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই॥
আমরা জানি যে মন্ তোর্, দিব তোকে, সেই মন্ তোর,
এখন মন তোর; আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই॥

শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার বুঝি হ'ল না! নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া আছেন।

বাহিরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও কাছে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন।

ভক্ত—মহাশয়, কামিনী-কাঞ্চন যদি ত্যাগ করতে হবে, তবে গৃহস্থ কি করবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা তুমি কর না! আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল।

[গৃহস্থ ভক্তের প্রতি অভয়দান ও উত্তেজনা]

মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—**এগিয়ে** পড়! আরও আগে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে; আরও এগিয়ে যাও সোনার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়!

মহিমা—আজ্ঞে, টেনে রাখে যে—এগুতে দেয় না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট। 'কালী নামেতে কালপাশ কাটে।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার উপর অনেক তাল যাইতেছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস?

'শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।' (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেখাশুনা হইল—সুখদুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল।

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীদোলযাত্রা—শ্রীরামকৃষ্ণের রাধাকান্ত ও মা কালীকে ও ভক্তদিগের গায়ে আবির প্রদান

নবাই চৈতন্য গান গাইতেছেন। ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল।

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন' তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাষ্টারও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল। আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভুলেন নাই। থালার ফাগ লইয়া শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকে দিলেন। আবার প্রণাম করিলেন।

এইবার কালীঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে দাঁড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির দিলেন। প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন। কালীঘরের সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—বাবুরামকে আনলে না কেন?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পট্‌কে ফাগ দিলেন—দু একটি পট ছাড়া—নিজের ফটোগ্রাফ ও যীশুখৃষ্টের ছবি। এইবার বারান্দায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে বারান্দায় বসিয়া আছেন। কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। ঘরে ঢুকিতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিলেন। যত ভক্তের গায়ে আবির দিলেন। সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ন হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বলছেন, "আচ্ছা, সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, পলটুর ধ্যান হয় না কেন?"

"নরেন্দ্রকে তোমার কি রকম মনে হয়? বেশ সরল; তবে সংসারের অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা; ও থাক্‌বে না।"

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠিয়া যাইতেছেন। নরেন্দ্র একজন বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন। মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি মহানির্বান তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস হইতে স্তব বলিতেছেন—

হৃদয়কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং,
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম,
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

[গৃহস্থের প্রতি অভয়]

আরও দু একটি স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচার্যের স্তব বলিতেছেন, তাহাতে সংসার কূপের, সংসার গহনের কথা আছে। মহিমাচরণ সংসারী ভক্ত।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং, সংসার দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্ব্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
—ইত্যাদি

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—সংসার কূপ, সংসারগহন, কেন বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন—

এই সংসার মজারকুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি!
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি!

"কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটা-বনে চলে যাও? কিসের ভয়? যে বুড়ী ছোঁয় সে কি আর চোর হয়?

"**জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘোরাত।** একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।"

এইরূপ ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। খাটের পাশে মাষ্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর (মাষ্টারকে)—ও যা বল্‌লে, তাইতে টেনে রেখেছে!

ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাঁহার কথিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক শ্লোকের কথা। নবাই চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তেরা আবার গাইতেছেন। এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন, "এই কাজ হলো, আর সব মিথ্যা। প্রেম ভক্তি—বস্তু, আর সব—অবস্তু।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ—গুহ্যকথা

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাষ্টারকে বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাষ্টারের স্কুলে পড়িতেন। বিনোদের ঈশ্বরচিন্তা ক'রে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসেন।

এইবার ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতেছেন। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার বল্‌ছে, তোমার কি বোধ হয়?"

কথা কহিতে কহিতে ঘরে আসিয়া পড়িলেন। চটি জুতা খুলিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। খাটের পূর্বদিকের পাশে একখানি পাপোশ আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ঐ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য ভক্তেরা একটু দূরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি বল?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ, না অংশ, না কলা?—ওজন বল না?

মাষ্টার—আজ্ঞা, ওজন বুঝতে পারছি না। তবে তাঁর শক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, চৈতন্যদেব শক্তি চেয়েছিলেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরেই বলিতেছেন—কিন্তু ষড়ভুজ?

মাষ্টার ভাবিতেছেন, চৈতন্যদেব ষড়ভুজ হয়েছিলেন—ভক্তেরা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর একথা উল্লেখ কেন করিলেন?

[পূর্বকথা—ঠাকুরের মার কাছে ক্রন্দন—তর্ক বিচার ভাল লাগে না]

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। রাম (দত্ত) সবে অসুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও নরেন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমার এ সব বিচার ভাল লাগে না। (রামের প্রতি)—থামো! তোমার একে অসুখ!—আচ্ছা, আস্তে আস্তে। (মাষ্টারের প্রতি)—আমার এ সব ভাল লাগে না। আমি কাঁদতুম, আর বলতুম, 'মা, এ বলছে এই এই; ও বল্‌ছে আর এক রকম। কোনটা সত্য, তুই আমায় বলে দে!'

চতুর্বিংশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন— শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাটীতে উৎসব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

[নরেন্দ্র, মাষ্টার, যোগীন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চুনি]

শুক্রবার বৈশাখের শুক্লা দশমী ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। মাষ্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিদ্রিত। দু' একটি ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন।

মাষ্টার একপার্শ্বে বসিয়া সেই সুপ্ত বালক-মূর্তি দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন।

মাষ্টার আস্তে আস্তে একখানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এলোথেলো হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অসুখের সঞ্চার—এপ্রিল ১৮৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সস্নেহে)—ভাল আছ? কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু? (চিন্তিত হইয়া)—আমের অম্বল করেছিল, সব একটু একটু খেলুম। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার পরিবার কেমন আছে? সেদিন কাহিল দেখলুম; ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, ডাব-টাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, মিছরির সরবৎ খাওয়া ভাল।

মাষ্টার—আমি রবিবার বাড়ী গিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ করেছ। বাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধে। বাপ-টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাইতে লাগিল। তখন বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (মাষ্টারের প্রতি)—আমার মুখ শুকুচ্চে। সবাই-এর কি মুখ শুকুচ্চে?

মাষ্টার—যোগীনবাবু, তোমার কি মুখ শুকুচ্চে?

যোগীন্দ্র—না; বোধ হয়, ওঁর গরম হয়েছে।

এঁড়েদার যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ; একজন ত্যাগী ভক্ত।

ঠাকুর এলোথেলো ভাবে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেন মাই দিতে বসেছি। (সকলের হাস্য)। আচ্ছা, মুখ শুকুচ্চে, তা ন্যাশপাতি খাব? কি জামরুল?

বাবুরাম—তাই বরং আনি গে—জামরুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নাই।

মাষ্টার পাখা করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক, তুমি অনেকক্ষণ—

মাষ্টার—আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—হচ্চে না?

মাষ্টার নিকটবর্তী একটি স্কুলে অধ্যাপনা কার্য করেন। তিনি একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন। এইবার স্কুলে আবার যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরের পাদবন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এক্ষণই যাবে?

একজন ভক্ত—স্কুলের এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—যেমন গিন্নি—সাত আটটি ছেলে বিয়েন-- সংসারে রাত-দিন কাজ--আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়। (সকলের হাস্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

চারটের পর স্কুলের ছুটি হইল, মাষ্টার বলরামবাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বাটীর ভিতর হইতে বলরাম থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্রের প্রতি)—ওরে মাল এসেছে! মাল! মাল! খা! খা! (সকলের হাস্য)।

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের বাড়ী যাইবেন, সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরিশ উৎসব করিবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার পশ্চাতে আরও দু একটি ভক্ত। দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাহিতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাস্য। দেখিতে দেখিতে মন অন্তর্মুখ হইতেছে। এইরূপভাবে খাণিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; মাষ্টারকে বলিলেন "বেশ সুর।" একজন ভক্ত ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাষ্টারকে বললেন, "হ্যাঁগা, কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে'? শালারা বলে কি।" (সকলের হাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার ও সিদ্ধ পুরুষের প্রভেদ—মহিমা ও গিরিশের বিচার

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরিশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও সকলে বসিলেন। গিরিশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম, যোগীন, দুই নরেন্দ্র, চুনি, বলরাম ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাঁটু জল'। তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজন বিচার করো, কিন্তু রফা কোরো না। (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না হইতে রাম বলিলেন "ও সব থাক—কীর্ত্তন হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।

মহিমাচরণের মত—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল। গিরিশের মত—শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের মত হইতে পারিবে না।

মহিমাচরণ—কি রকম জানেন? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হ'তে পারে প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়।

গিরিশ—তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন আর যাই বলুন, সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হ'তে পারেন। যদি সেই সব ভাব, মনে করুন রাধার ভাব কারু ভিতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই-ই; অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কারু ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে হ'বে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি।

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক রকম গিরিশের কথায় সায় দিলেন।

মহিমাচরণ (গিরিশের প্রতি)—হাঁ মহাশয়, দুই-ই সত্য। জ্ঞানপথ সেও তাঁর ইচ্ছা; আবার প্রেমভক্তি, তাঁর ইচ্ছা। ইনি যেমন বলেন, ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পোঁছান যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি একান্তে)—কেমন, ঠিক বলছি না?

মহিমা—আজ্ঞা, যা বলেছেন। দুই-ই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনি দেখ্‌লে, ওর (গিরিশের) কি বিশ্বাস। জল খেতে ভুলে গেল। আপনি যদি না মানতে, তা হ'লে টুঁটি ছিড়ে খেত, যেমন কুকুরে মাংস খায়। তা বেশ হলো। দুজনের পরিচয় হলো, আর আমারও অনেকটা জানা হলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে

কীর্ত্তনিয়া দলবলের সহিত উপস্থিত। ঘরের মাঝখানে বসিয়া আছে। ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনি বলুন এরা কি গাইবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বলবো?—(একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ।

কীর্ত্তনিয়া পূর্ব্বরাগ গাইতেছেন—

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধনী ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণ দর্শন অবধি শ্রীমতীর অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
(রাই এমন কেনে বা হৈল)।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—শ্রীমতীকে সখীগণ বলিতেছেন,—

কহ কহ সুবদনী রাধে! কি তোর হইল বিয়াধে॥
কেন তোরে আনমন দেখি। কাহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি॥
হেমকান্তি ঝামর হৈল। রাঙ্গাবাস খসিয়া পড়িল॥
আঁখিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল॥
এমন হইল কি লাগিয়া। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনি রাই। শ্রীযদুনন্দন মুখ চাই॥

কীর্ত্তনিয়া আবার গাইল—শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি—

কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে, কেমনে শবদ্ আসি।
একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া ধরমে, করিল পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে, শোয়াস বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ্ করে।
না দেখি তাহারে, হৃদয়ে বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে, কন কন করে, রহে দরশন আসে।
যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। শ্রীমতী বলিতেছেন—

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হৈতে।
তারপর দিনে, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিন, মোর প্রাণ-সখী কহিলে যাহার নাম,
(আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণ নাম)।
গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ গুণগ্রাম॥

সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে, আরতি বাড়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয়।
কহত উপায় কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয়॥

"**আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম!**" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না। একেবারে বাহ্যশূন্য, দণ্ডায়মান। **সমাধিস্থ!** ডানদিকে ছোট নরেন দাঁড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুর কণ্ঠে "**কৃষ্ণ**" "**কৃষ্ণ**" এই কথা সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন। ক্রমে পুনর্বার আসন গ্রহণ করিলেন।

কীর্ত্তনিয়া আবার গাইতেছেন। বিশাখা দৌড়িয়া গিয়া একখানি চিত্রপট আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন। চিত্রপটে সেই ভুবনরঞ্জন রূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখছি, তাঁকে যমুনাতটে দেখা অবধি আমার এই দশা হয়েছে।

কীর্ত্তন—শ্রীমতীর উক্তি—

যে দেখেছি যমুনাতটে। সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিল বিশাখা। সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী ধ্বনি। সেই বটে এই রসিকমণি॥
আধমুখে যার গুণ গাঁথা। দূতীমুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ। ইহা বিনে কেহ নহে আন॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে। কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস। ভণে ঘনশ্যাম দাস॥

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছেন—

(১)—**যাদের হরি বলতে** নয়ন ঝরে তা'রা তা'রা দুভাই এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
(যারা ব্রজের কানাই বলাই) (যারা ব্রজের মাখন চোর)
(যারা জাতির বিচার নাহি করে) (যারা আপামরে কোল দেয়)
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়) (যারা হরি হয়ে হরি বলে)।
(যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল) (যারা আপন পর নাহি বাচে)।
জীব তরাতে তারা দু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর)।

(২)—**নদে টলমল টলমল করে,** গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার **সমাধিস্থ!**

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কোন্ দিকে সুমুখ ফিরে বসেছিলুম, এখন মনে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র—হাজরার কথা—ছলরূপী নারায়ণ

ঠাকুর, ভাব উপশমের পর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—হাজরা এখন ভাল হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই জানিস্ নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম রাম বলে।

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা করলুম, তা সে বলে, 'না'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। কিন্তু অমন!—গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না!

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সে বলে ত 'দিয়েছি'—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথা থেকে দেবে?

নরেন্দ্র—রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস?

"মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা ব । ও কিছু দিন পরে এসে বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)। কিন্তু তার পরে চলে গেল।

"হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, 'হাজরাকে একবার রামলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখতে পাই না।' আমি হাজরাকে অনেক করে বললুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস; তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।"

নরেন্দ্র—এবারে দেশে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর, তুই বুঝিস্ না। গোপাল ব'লেছে, সিঁথিতে হাজরা ক'দিন ছিল। তারা চাল ঘি সব জিনিস দিত। তা বলেছিল, এ ঘি এ চাল কি আমি খাই? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিছল। ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহ্যে যাবার জল আনতে। এই বামুনরা সব রেগে গিছ্‌ল।

নরেন্দ্র—জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশানবাবু এগিয়ে দিতে গিছল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঐটুকু জপতপের ফল।

"আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাটা কাটা গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়।"

ভবনাথ—থাক্ থাক্—ও সব কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা নয়। (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই নাকি লোক চিনিস্, তাই তোকে বলছি। আমি হাজরাকে ও সকলকে কি রকম জানি, জানিস্? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চরূপী নারায়ণ! (মহিমাচরণের প্রতি)—কি বল গো? সকলই নারায়ণ।

মহিমাচরণ—আজ্ঞা, সবই নারায়ণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাহাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্চে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা।

"সকলের উচ্চ অবস্থা,—সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক।

"গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।

"গোপীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে—ষষ্টি সহস্র ঋষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন, সস্নেহে! তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী।"

একজন ভক্ত—মহাশয়! অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি রকম জান? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম, বাইরের থাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়—ভরদ্বাজাদি ও রাম—পূর্বকথা—অরূপ দর্শন—সাকার ত্যাগ—শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—কিন্তু জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখ্‌তে পেলেন। তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই ঋষিরা বললেন, রাম তোমাকে আজ আমরা দেখ্‌লুম, আমাদের সকল সফল হ'ল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা। ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে; আমরা

কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই **অখণ্ড সচ্চিদানন্দের** চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগ্‌লেন।

"উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কত দিন! সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ করলুম! জড় হলুম! দেখ্‌লুম, মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়! রামলালের খুড়ীকে ডাক্‌ব মনে করলুম!

"ঘরে ছবি টবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বললুম। আবার হুঁশ যখন আসে, তখন মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে! শেষে ভাবতে লাগ্‌লুম, তবে কি নিয়ে থাকবো! তখন ভক্তি ভক্তের উপর মন এল।

"তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগ্‌লুম যে, এ আমার কি হল! **ভোলানাথ*** বললে, 'ভারতে† আছে'। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে, তখন কি নিয়ে থাকবে? কাজেই ভক্তি ভক্ত চাই। তা না হ'লে মন দাঁড়ায় কোথা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাধিস্থ কি ফেরে? শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—কুয়ার সিং‡

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফির্‌তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি একান্তে)—তোমায় একলা একলা বলবো ; তুমিই একথা শোন্‌বার উপযুক্ত।

"**কুয়ার সিং** ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতো। জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাত। সাধন ভজন করে সমাধি পর্যন্ত জীবের হতে পারে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফির্‌তে পারেন। জীবের থাক্—এরা যেন রাজার কর্মচারী। রাজার বারবাড়ী পর্যন্ত এদের গতায়াত। রাজার বাড়ী সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাততলায় আনাগোনা করতে পারে, আবার বাইরেও আসতে পারে। ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য রামানুজ এরা সব কি? এরা 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।"

মহিমাচরণ—তাই ত ; তা না হলে গ্রন্থ লিখ্‌লে কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার দেখ, প্রহ্লাদ নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল।

মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ।

* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী ছিলেন, পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

† মহাভারত।

‡ কুয়ার সিং সিপাহিদের হাবিলদার।

[শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চা—আর সমাধির পর জ্ঞান—বিদ্যার আমি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ কেউ জ্ঞানচর্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি। হয়ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না, অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা' হ'লে আর অহঙ্কার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হ'লে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং থাকে না।

"কি রকম জানো? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হ'লে —সমাধিস্থ হ'লে—অহংরূপ ছায়া থাকে না।

"ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' 'দাস আমি'। সে 'অবিদ্যার আমি' নয়।

"আবার জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী এক ভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়চণ্ডীবর্ণিত অসুরবিনাশের অর্থ]

ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। ভবনাথ নরেন্দ্রের ভারি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সর্বদা যাইতেন।

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

ঘরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ শুক্লা দশমী। জগৎ হাসিতেছে। ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এ দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

ঠাকুর "নরেন্দ্র" "নরেন্দ্র" করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখের পঙ্‌ক্তিতে অন্যান্য ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর লইতেছেন। অর্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত। বলিলেন, "নরেন্দ্র তুই এইটুকু খা।" ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার ও মাষ্টার—সার কি?

আজ বৃহস্পতিবার আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বেলা দশটা। ঠাকুর পীড়িত। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন, ডাক্তারের বাড়ী শাঁখারিটোলা। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সেবক কথা কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়।

ডাক্তার—দেখ, বিহারীর (ভাদুড়ীর) এক কথা! বলে Goethe's spirit (সূক্ষ্মশরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে! কি আশ্চর্য কথা!

মাষ্টার—পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথায় আমাদের কি দরকার? আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয়। তিনি বলেন, একজন একটা বাগানে আম খেতে গিছলো। সে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা গুণে গুণে লিখ্‌তে লাগলো। বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলে সে বললে, তুমি কি কর্‌ছো—আর এখানে এসেছই বা কেন? তখন সে লোকটি বললে এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাই গুণছি—এখানে আম খেতে এসেছি! বাগানের লোকটি বল্‌লে, আম খেতে এসেছো ত আম খেয়ে যাও, তোমার অত শত, কত পাতা, কত ডাল, এ সব কাজ কি?

ডাক্তার—পরমহংস সারটা নিয়েছে দেখ্‌ছি।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন—কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ দেখালেন; বললেন, ডাক্তার সাল্‌জার এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন। ইত্যাদি।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মাষ্টারও সঙ্গে উঠিলেন। ডাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিললেন। প্রথমে চোরবাগান তারপর মাথাঘষার গলি তারপর পাথুরিয়াঘাটা। সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের একটি বাড়ীতে গেলেন। সেখানে কিছু বিলম্ব হইল। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার—এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো। থিয়সফির কথা—কর্ণেল অল্‌কটের কথা হলো। পরমহংস ঐ বাবুটির উপর চটা! কেন জান? এ বলে, আমি সব জানি।

মাষ্টার—না, চটা হবেন কেন? তবে শুনেছি, একবার দেখা হয়েছিল। তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। তখন ইনি বলেছিলেন বটে যে 'হাঁ ও সব জানি'।

ডাক্তার—এ বাবুটি সায়েন্স এসোসিয়েশনে ৩২,৫০০ টাকা দিয়াছেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। বড়বাজার হইয়া ফিরিতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

ডাক্তার—তোমাদের কি ইচ্ছা এঁকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?

মাষ্টার—না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধা। কল্‌কাতায় থাকলে সর্বদা যাওয়া আসা যায়—দেখতে পারা যায়।

ডাক্তার—এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে।

মাষ্টার—ভক্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তাঁরা যাতে সেবা করতে পারেন, এই চেষ্টা কর্‌ছেন। খরচ ত এখানেও আছে সেখানেও আছে। সেখানে গেলে সর্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী প্রভৃতি সঙ্গে

[ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী, দোকড়ি, ছোট নরেন, মাষ্টার, শ্যাম বসু]

ডাক্তার ও মাষ্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারান্দাওয়ালা দুটি ঘর আছে। একটি পূর্ব-পশ্চিমে ও অপরটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম ঘরটিতে গিয়া দেখেন; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্য। কাছে ডাক্তার ভাদুড়ী ও অনেকগুলি ভক্ত।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন। ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল।

ভাদুড়ী—কথাটা কি জান? সব স্বপ্নবৎ।

ডাক্তার—সবই ডিলিউসন্ (ভ্রম)? তবে কার ডিলিউসন্ আর কেন ডিলিউসন্? আর সব্বাই কথাই বা কয় কেন, ডিলিউসন্ জেনেও? I cannot believe that God is real and creation is unreal. (ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করিতে পারি না)।

[সোঽহং ও দাসভাব—জ্ঞান ও ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বেশ ভাব—তুমি প্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকভাবই ভাল ; আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয়।

"আর কি জান? একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি সেও তাই।"

ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রতি)—এ সব কথা যা বললুম, বেদান্তে আছে শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখ, তবে ত।

ডাক্তার—কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান্ হয়েছেন? আর ইনিও ত ঐ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, আমি শুনেছি কত?

ডাক্তার—শুধু শুনলে কত ভুল থাকতে পারে। তুমি শুধু শোন নাই।

আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল।

['ইনি পাগল'—ঠাকুরের পায়ের ধূলা দেওয়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আপনি নাকি বলেছো, 'ইনি পাগল'? তাই এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না।

ডাক্তার (মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—কই? তবে অহঙ্কার বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধূলা নিতে দাও কেন?

মাষ্টার—তা না হলে লোকে কাঁদে।

ডাক্তার—তাদের ভুল—বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

মাষ্টার—কেন, সর্বভূতে নারায়ণ!

ডাক্তার—তাতে আমার আপত্তি নাই। সব্বাইকে কর।

মাষ্টার—কোন কোন মানুষে বেশী প্রকাশ! জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে,—প্রকাশ। আপনি Faraday-কে যত মানবেন, নূতন Bachelor of Science-কে কি তত মানবেন?

ডাক্তার—তাতে আমি রাজী আছি। তবে গড্ (God) বল কেন?

মাষ্টার—আমরা পরস্পর নমস্কার করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ আছেন। আপনি ওসব বিষয় বেশী দেখেন নাই, ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ। আপনাকে ত বলেছি, সূর্যের রশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আর একরকম। আর্শিতে কিছু বেশী প্রকাশ। এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি সমান? প্রহ্লাদের মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ ছিল!

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—দেখ, তোমার এখানের উপর টান আছে। তুমি আমাকে বলেছো, তোমায় ভালবাসি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব—'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী']

ডাক্তার—তুমি Child of Nature, তাই অত বলি। লোক পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি এমন ভাল লোকটাকে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ঐ রকম করেছিল। তোমায় বলি শোন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কথা কি শুনবো? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।

ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রতি)—অর্থাৎ তোমার জীবত্ব আছে। জীবের ধর্মই ওই, টাকা-কড়ি, মান সম্ভ্রমেতে লোভ, কাম, অহঙ্কার। সকল জীবেরই এই ধর্ম।

ডাক্তার—তা বল ত তোমার গলার অসুখটি কেবল দেখে যাব। অন্য কোন কথায় কাজ নাই। তর্ক করতে হয় ত সব ঠিক্-ঠাক্ বলবো।

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

[অনুলোম ও বিলোম, Involution and Evolution তিন ভক্ত]

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাদুড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জানো? ইনি (ডাক্তার) এখন নেতি নেতি করে অনুলোমে যাচ্চে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্চে। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে।

"কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে, মাঝ পাওয়া যায়।

"খোলা একটি আলাদা জিনিস, মাঝ একটি আলাদা জিনিস। মাঝ কিছু খোলা নয়, খোলাও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই মানুষ হয়েছেন। (ডাক্তারের প্রতি)—ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বলে, ঐ ঈশ্বর। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি হৃদয়মধ্যে আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে ঈশ্বর অধো ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণ।

"তুমি **গীতা, ভাগবত, বেদান্ত** এ সব পড়,—তবে এ সব বুঝতে পারবে!

"ঈশ্বর কি সৃষ্টিমধ্যে নাই?"

ডাক্তার—না, সব জায়গায় আছেন, আর আছেন ব'লেই খোঁজা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্বদা হয়, তাহাতে অসুখ বাড়িবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ভাব চাপ্‌বে। আমার খুব ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি।

ছোট নরেন (সহাস্যে)—ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি করবেন?

ডাক্তার—Controlling Power ও (চাপ্‌বার শক্তি) বাড়্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার—সে আপনি ব'ল্‌ছো (বল্‌ছেন)।

মাষ্টার—ভাব হ'লে কি হবে, আপনি বল্‌তে পারেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে টাকা-কড়ির কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আমার তাতে ইচ্ছা নাই, তা ত জান?—কি? ঢঙ্‌ নয়!

ডাক্তার—আমারই তাতে ইচ্ছা নাই—তা আবার তুমি! বাক্স খোলা টাকা প'ড়ে থাকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—**যদু মল্লিকও** ঐরকম অন্যমনস্ক,—যখন খেতে বসে, এত অন্যমনস্ক যে, যা তা ব্যান্নুন, ভাল মন্দ খেয়ে যাচ্চে। কেউ হয় ত বললে, 'ওটা খেওনা, ওটা খারাপ হয়েছে'। তখন বলে অ্যাঁ, এ ব্যান্নুনটা খারাপ? হ্যাঁ, সত্যইত! এঃ!

ঠাকুর কি ইংগিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করে অন্যমনস্ক, আর বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, অনেক প্রভেদ?

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে দেখাইয়া সহাস্যে বলিতেছেন, "দেখ, সিদ্ধ হ'লে জিনিস নরম হয়—ইনি (ডাক্তার) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম হচ্চেন।"

ডাক্তার—সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার আর এ যাত্রায় তা হল্‌ না। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার বিদায় লইবেন, আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার—লোকে পায়ের ধূলা লয়, বারণ ক'রতে পার না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব্বাই কি **অখণ্ড** সচ্চিদানন্দকে ধর্‌তে পারে?

ডাক্তার—তা বলে যা ঠিক মত, তা বল্‌বে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—রুচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে।

ডাক্তার—সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—রুচিভেদ, কি রকম জান? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ ভাজা খায়, কেউ মাছের অম্বল খায়, কেউ মাছের পোলাও খায়। আর অধিকারী ভেদ। আমি বলি আগে কলাগাছ বিধতে শেখ, তার পর শলতে, তার পর পাখী উড়ে যাচ্চে, তাকে বেঁধ।

[অখণ্ড-দর্শন—ডাক্তার সরকার ও হরিবল্লভকে দর্শন]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন। এত অসুখ; কিন্তু অসুখ যেন একধারে পড়িয়া রহিল। দুই চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাছে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে একান্তে বলিতেছেন—"দেখ, **অখণ্ডে** মন লীন হয়ে গিছিল! তারপর দেখ্‌লাম—সে অনেক কথা। ডাক্তারকে দেখ্‌লাম, ওর হবে—কিছুদিন পরে ;—আর বেশী ওকে বল্‌তে টল্‌তে হবে না। আর একজনকে দেখলাম। মন থেকে উঠল 'তাকেও নাও'। তার কথা পরে তোমায় ব'লবো।

[সংসারী জীবকে নানা উপদেশ]

শ্রীযুক্ত শ্যাম বসু ও দোকড়ি ডাক্তার ও আরো দু একটি লোক আসিয়াছেন। এইবার তাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্যাম বসু—আহা, সেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি চমৎকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কথাটি গা ?

শ্যাম বসু—সেই যে বললেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—**বিজ্ঞান**। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

"কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে ; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।"

শ্যাম বসু (সহাস্যে)—আর সেই কাঁটার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তার পর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন **বিজ্ঞান**।

ঠাকুর শ্যাম বসুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। শ্যাম বসুর বয়স হইয়াছে, এখন ইচ্ছা—কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করেন। পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর একদিন আসিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি)—বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা ব'লো না। বিষয়ী লোক দেখ্‌লে আসতে আসতে স'রে যাবে। এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কাবাজী! **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু**। ঈশ্বরই সত্য, আর সব দুদিনের জন্য। সংসারে আছে কি? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া খেলে অম্লশূল হয়।

শ্যাম বসু—আজ্ঞা হাঁ; যা বল্‌ছেন সবই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক দিন ধরে অনেক বিষয়কর্ম করেছ, এখন গোলমালে ধ্যান ঈশ্বরচিন্তা হবে না। একটু **নির্জন দরকার**। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ী থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।

শ্যামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন? (সকলের হাস্য)। একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা কর না কেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।

শ্যাম বসু—আহা, চিনিমাখা কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এই সংসারে বালি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মত বালি ত্যাগ করে করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর। তাঁর চিন্তা করবার জন্য একটু নির্জন স্থান কর। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও একবার যাব।

সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন।

শ্যাম বসু—মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে? আবার কি জন্মাতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন, দেবেন। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যদু মল্লিকই বলে দেবে, তার ক'খানা বাড়ী কত টাকার কোম্পানীর কাগজ। আগে সে সব জানবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তার পর যা ইচ্ছা, তিনিই জানিয়ে দেবেন।

শ্যাম বসু—মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, পাপকর্ম করে। সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে? হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-কাদা মাখে; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধুলো-কাদা মাখতে পায় না।

ঠাকুরের কঠিন পীড়া! ভক্তেরা অবাক্, অহেতুক কৃপাসিন্ধু দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর; অহর্নিশি জীবের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন। **শ্যাম বসুকে সাহস দিতেছেন**—অভয় দিতেছেন; ঈশ্বরকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।”

ষড়্বিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে—গিরিশ ও মাষ্টার

কাশীপুর বাগানের পূর্বধারে পুষ্করিণীর ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যানপথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম-দিকে দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্করিণীর ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি দুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন বা এ-ঘর হইতে ও-ঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ চিকিৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন। পুষ্করণীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে। সে ঘরটি দক্ষিণদিকের ঘর। মাঝের আলোটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসিতেছে। মা ঠাকুরের সেবার্থ আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের। সেই ঘর গৃহের উত্তর-দিকে। উদ্যান মধ্যস্থিত ঐ দুতলা বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্করণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্বাস্য হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের দুই ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অনেক ফল-ফুলের গাছ।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরিশ, মাষ্টার, লাটু আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে। আজ শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল ১৮৮৬, ৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৩। চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী।

কিয়ৎক্ষণ পরে **গিরিশ ও মাষ্টার** ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার—কি সুন্দর চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চল্‌ছে!

গিরিশ—কি করে জান্‌লে?

মাষ্টার—প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর বিলাতের লোকেরা নূতন নূতন নক্ষত্র টেলিস্‌কোপ দিয়ে দেখেছে। চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে।

গিরিশ—তা বলা শক্ত, বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার—কেন, টেলিস্‌কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়।

গিরিশ—কেমন করে বলবো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আস্‌তে আস্‌তে হয় ত অমন দেখায়।

বাগানে ছোক্‌রা ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্বদা থাকেন। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু ইত্যাদি; তাঁহারা থাকেন। যে ভক্তেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিবেন; সাধন করিবেন। তাই দুই একটি গুরুভাই সঙ্গে গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ

[গিরিশ, লাটু, মাষ্টার, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল]

গিরিশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। সেবার্থ শশী ও আরও দু একটি ভক্ত ঐ ঘরে ছিলেন, ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইঁহারাও আসিলেন।

ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই দ্বারের সামনাসামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে যাওয়া যায়। সেই ছাদের উপর দাঁড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাঁহারা পালা করিয়া জাগেন। মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া যে ভক্তটি ঘরে থাকিবেন, তিনি ঘরের পূর্ব-ধারে মাদুর পাতিয়া কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া থাকেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুরের প্রায় নিদ্রা নাই! তাই যিনি থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া কাটাইয়া দেন।

আজ ঠাকুরের অসুখ কিছু কম। ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপর বসিলেন।

ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরিশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) এ‘কে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “কিছু জলখাবার এনে দে।”

লাটু—পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।

ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুঝি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “জলখাবার কি এলো?”

মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্তপ্রদত্ত চন্দনকাষ্ঠের পাখা ছিল। ঠাকুর সেই পাখাখানি মণির হাতে দিলেন। মণি সেই পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। মণি পাখা করিতেছেন, ঠাকুর দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। তাঁহার একটি সাত আট বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্ত সঙ্গে কখন কীর্ত্তনানন্দে অনেকবার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ইনি এ‘র ছেলেটির বই দেখে কাল রাত্রে বড় কে‘দেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন তাই বলে ভারী হেঙ্গাম করে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরিশ—অর্জুন অত গীতা-টীতা পড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত। তা এ‘র ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চর্য নয়।

[সংসারে কি হ’লে ঈশ্বরলাভ হয়?]

গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোণে কুজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, “এখানে বেশ জল আছে।”

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ জল দিলেন।

গিরিশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।

ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "পরিবারদের খাওয়া দাওয়া কিরূপে হবে—তাদের কিসে চলবে?"

গিরিশ—তা কি করবেন জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরিশ খাবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ করিলেন।

গিরিশ—আচ্ছা, মহাশয়—কোন্‌টা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—গীতায় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, **সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয়।**

"যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

"সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন শার্সির ঘরে কেউ আছে। **ভিতর বার দুই দেখতে পায়।"**

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কচুরি গরম আর খুব ভাল।

মাষ্টার (গিরিশের প্রতি)—ফাগুর দোকানের কচুরি! বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিখ্যাত!

গিরিশ (খাইতে খাইতে, সহাস্যে)—বেশ কচুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লুচি থাক, কচুরি খাও। (মাষ্টারকে) কচুরি কিন্তু রজোগুণের।

গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

[সংসারী মন ও ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগীর মনের প্রভেদ]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নীচু হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে থাকতে গেলেই ও রকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনীকাঞ্চন্ নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি—কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

"ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বরকথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।

"মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে ব'লে। অন্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।"

গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয়। অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে ব'লে এসো আজ আর কিছু না খায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার, বেদবিধির পার—বৈধী ভক্তি ও ভক্তি উন্মাদ

গিরিশ পুনর্বার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—রাখাল-ট্রাখাল এখন বুঝেছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা। অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।

"যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই!"

গিরিশ—মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী সব্বাইকে ভাল ক'রে দিতে পারেন! মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার না থাকলে চন্দন হয় না। শিমুল আরও কয়টি গাছ, এরা চন্দন হয় না।

গিরিশ—তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে এরূপ আছে।

গিরিশ—আপনার সব বে-আইনি!

ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতের পাখা এক একবার স্থির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হতে পারে; ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল।

"যখন **ভক্তি উন্মাদ** হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দূর্বা তোলে; তা বাছে না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, পড় পড় ক'রে ডাল ভাঙ্গে! আহা কি অবস্থাই গেছে!

(মাষ্টারের প্রতি)—"**ভক্তি হ'লে আর কিছুই চাই না!**"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

[সীতা ও শ্রীরাধা—রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব]

[illegible]—একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ফখ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছিল; আবার মধুর ভাব।

"শ্রীমতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব ছেনালী নাই।

"তাঁরই লীলা। যখন যে ভাব।"

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত। সকলে পাগ্‌লী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি)—**পাগলীর মধুর ভাব।** দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথা ব্যথা করছে। (সকলের হাস্য)।

"আর একদিন গিছ্‌লো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, 'দয়া কর্‌লেন না?' আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে, 'মনে ঠেল্লেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোর কি ভাব?' তা বললে 'মধুরভাব!' আমি বললুম, 'আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়!' তখন বলে, 'তা আমি জানি না।' তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, 'ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে শোন দেখি।' ওর এখনও সেই ভাব আছে।"

গিরিশ—সে পাগলী—ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক্, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না!

"মহাশয়, কি বলবো! আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি! আর কি বলবো!"

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতেছেন। বললেন, দুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে আর তার জন্য অনেক কষ্টও পায়।

নিরঞ্জন (রাখালের প্রতি)—তোর মাগ আছে তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।

রাখাল (বিরক্ত হইয়া)—কি বাহাদুরী! ওঁর সামনে ঐ সব কথা!

[গিরিশকে উপদেশ—টাকায় আসক্তি—সদ্ব্যবহার—ডাক্তার কবিরাজের দ্রব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে একদিন হয় তো সব বেরিয়ে যায়।

"আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জানো? যারা খুব যত্ন ক'রে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা এক দিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়।

"যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ!"

এই বলিয়া ঠাকুর দুইজন চিকিৎসকের নাম করিলেন।

গিরিশ—রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়সা লয় না। তার দান-ধ্যান আছে।

সপ্তবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাখাল, শশী, মাষ্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার সরকার

কাশীপুরের বাগান। রাখাল, শশী ও মাষ্টার সন্ধ্যার সময় উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত—বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভক্তেরা তাঁহার সেবা করিতেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, গুড ফ্রাইডে-এর পূর্বদিন।

মাষ্টার—তিনি ত গুণাতীত বালক।

শশী ও রাখাল—ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ঐ অবস্থা।

রাখাল—যেমন একটা টাওয়ার। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না।

মাষ্টার—ইনি বলেছেন, এ অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে। বিষয়রস নাই, তাই শুষ্ক কাঠ শীঘ্র ধ'রে যায়।

শশী—বুদ্ধি কত রকম, চারুকে বলছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকীল হয় সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি। সে বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের মত চিঁড়েটা ভেজে মাত্র। শুকো দইয়ের মত উঁচুদরের দই নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই।

মাষ্টার—আহা! কি কথা!

শশী—কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে বল্‌ছিলেন 'কি হবে আনন্দ? ভীলদের ত আনন্দ আছে। অসভ্য হো হো নাচছে গাইছে।'

রাখাল—উনি বললেন, সে কি? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক? জীবেরা বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে। বিষয়াসক্তি সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না। এক দিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ, আর এক দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই দুই কখন সমান হতে পারে? ঋষিরা এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন।

মাষ্টার—কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না তাই সব আনন্দের পারের কথা বলছেন।

রাখাল—তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। পরমহংসদেব বললেন, 'বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা? বড় ঘরের বড় কথা। কালী বলেছিল

"তাঁর শক্তি ত সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ আর সেই শক্তিতেই ত বিষয়ানন্দ হয়—'

মাষ্টার—ইনি কি বললেন?

রাখাল—ইনি বললেন, সে কি? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বর-লাভের শক্তি কি এক?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে—'কামিনীকাঞ্চন বড় জঞ্জাল']

বাগানের সেই দোতলার "হল" ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অসুস্থ হইতেছে, আজ আবার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন—যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা আছেন।

বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের। ভাড়া দিতে হয়—প্রায় ৬০৲-৬৫৲ টাকা। ছোকরা ভক্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারাই নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সর্বদা আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তাঁহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্মে বদ্ধ—কোন না কোন কর্ম করিতে হয়। সর্বদা ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের খরচ চালাইবার জন্য যাহার যাহা শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন; অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন! তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে। একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্বদা নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি)—বড় খরচা হচ্ছে।

ডাক্তার (ভক্তদিগকে দেখাইয়া)—তা এঁরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—এখন দেখ, কাঞ্চন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—বল্ না?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার—কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।

রাজেন্দ্র ডাক্তার—এঁর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।

ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি)—দেখলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)—বড় জঞ্জাল!

ডাক্তার সরকার—জঞ্জাল না থাকলে ত সবই পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্‌লে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝন্ ঝন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো।

ডাক্তার—তা বিশ্বাস হয়,—তবে না হলে চলে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে,—ঈশ্বরের সেবা—সাধু ভক্তের সেবা করে—তাতে দোষ নাই।

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হ'লে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একটু ভাল আছেন।

রাজেন্দ্র—সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করতে হবে। আর তা না হলে বেঁচেই বা কি ফল? (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র—Nothing like leather (যে মুচির কাজ করে, সে বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছুই নাই)। (সকলের হাস্য)।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছেন?

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কামিনী' সম্বন্ধে আপনার অবস্থা বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এরা কামিনী-কাঞ্চন না হ'লে চলে না, বলছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না।

"মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝন্ ঝন্ করে।

"যদি আত্মীয়তা ক'রে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই।

"ঘরে একলা ব'সে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হ'লে একেবারে বালকের অবস্থা হ'য়ে যাবে : আর সেই মেয়েকে মা ব'লে জ্ঞান হবে।'

মাষ্টার অবাক হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বিছানা হইতে একটু দূরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন ;—কর্ম কাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেন না ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২৩|২৪ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ওকে খুব সাহস দে।

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতেছেন—"খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌নে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না! (নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের হাস্য)।

ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি : যে বীরপুরুষ সে রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ! **পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।"**

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন,—"আজ এখানে খাস।"

ভবনাথ—যে আজ্ঞা। আমি বেশ আছি।

সুরেন্দ্র আসিয়া বসিয়াছেন। বৈশাখ মাস। ভক্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুইগাছি মালা দিলেন। সুরেন্দ্রও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার সুরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ; তিনি বিদায় গ্রহণ করিবেন। যাইবার সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, খসখসের পর্দা টাঙিয়ে দিও। বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড় গরম হয়। তাই সুরেন্দ্র খসখসের পর্দা করিয়া আনিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

[ঠাকুরের উপদেশ—যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়—নরেন্দ্র ও হীরানন্দের চরিত্র]

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের হল ঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে হীরানন্দ, মাষ্টার, আরও দুএকটি ভক্ত, আর হীরানন্দের সঙ্গে দুই জন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী। কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সিন্ধুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত ক্রোশ হইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন,—যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আলাপ আছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি)—তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।"

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে)—একটু দুজনে কথা কও।

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন। অনেক ইতস্তত করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন।

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা ভক্তের দুঃখ কেন?

হীরানন্দের কথাগুলি যেন মধুর ন্যায় মিষ্ট। কথাগুলি যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এঁর হৃদয় প্রেমপূর্ণ।

নরেন্দ্র—The scheme of the universe is devilish! I could have created a better world! (এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম)।

হীরানন্দ—দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?

নরেন্দ্র—I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme, (জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি—যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়)।

"তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। Our only refuge is in pantheism : সবই ঈশ্বর,—এই বিশ্বাস হ'লেই চুকে যায়! আমিই সব করছি।"

হীরানন্দ—ও কথা বলা সোজা।

নরেন্দ্র নির্বাণষট্‌কম্‌ সুর করিয়া বলিতেছেনঃ—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ১

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ২

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ৩

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ৪

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ৫

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভূত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্নমেয়শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥ ৬

হীরানন্দ—বেশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে ইসারা করিলেন, ইহার জবাব দাও।

হীরানন্দ—এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি, সোঽহং—তাতেও ঈশ্বরানুভব। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু গান বলুন।

নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চকম্ গাইতেছেন—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্ত, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

ঠাকুর যেই শুনিলেন—**অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ**—অমনি আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা! আর ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন, 'এইটি যোগীর লক্ষণ।'

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চকম্ শেষ করিতেছেন—

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

নরেন্দ্র আবার গাইতেছেনঃ—

পরিপূর্ণমানন্দম্।
অঙ্গ বিহীনং স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোঽবাচং।
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর ঐটে 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়!'

নরেন্দ্র গানটি গাইতেছেন—

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লগায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
সবকে মকান দিলকো মকীন তুঁ, কোন সা দিল হ্যায় জিসমে নহি তুঁ,
হরি এক দিলমে হ্যায় তুঁ সমায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
ক্যা মলায়ক্ ক্যা ইনসান, ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান,

জৈসে চাহে তুঁনে বনায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
কাবা মে কেয়া আউর দয়ের মে কেয়া, তেরী পরস্তিশ হোগী সবজাঁ,
আগে তেরে শির সবোঁনে ঝুকায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
অর্শ সে লেকর ফর্শ জমীন তক, ঔর জমীন সে আর্শ বরী তক,
যাহাঁ মৈ দেখা তুঁহী নজর আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
সোচা সমঝা দেখা ভলা, তুঁ য়্যাসা ন কোই ঢুঁড় নিকালা,
আব য়িহ সমঝ মে জাফরকী আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।

'হরি এক দিলমে' এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্যামী। 'যাহা মৈ দেখা তুঁহী নজর মে আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়!' হীরানন্দ এইটি শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,—সব তুঁহী হ্যায়; এখন তুঁহু তুঁহু। আমি নয়; তুমি!

নরেন্দ্র—Give me one and I will give you a million (আমি যদি এক পাই, তা'হলে নিযুত কোটি এ সব অনায়াসে করতে পারি—অর্থাৎ ১এর পর শূন্য বসাইয়া)। তুমিও আমি, আমিও তুমি, আমি বই আর কিছু নাই।

এই বলিয়া নরেন্দ্র **অষ্টাবক্রসংহিতা** হইতে কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া)—যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্চে।

(মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া)—"কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের আত্মপূজা—গুহ্যকথা—মাষ্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্মুখ। কাছে হীরানন্দ ও মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যখন এক একবার দেখেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু সকলকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বসিয়া আছেন সহাস্য বদন!

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে **নারায়ণ**, তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন। এই যে ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন! কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে। একটি বালক ফুল লইয়া খেলা করিতেছে।

ঠাকুরের যখন ঈশ্বরীয়ভাব উপস্থিত হয়, তখন বলেন যে, শরীরের মধ্যে মহাবায়ু ঊর্ধ্বগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি হয়,—সর্বদা বলেন। এইবার মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বায়ু কখন উঠেছে জানি না।

"এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি দেখছি জান? শরীরটা যেন বাঁখারিসাজান কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।

"যেন কুমড়ো-শাঁসবীচি ফেলা। ভিতরে কামাদি-আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আর—"

ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে। বড় দুর্বল। মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ করিয়া বলিতেছেন,—"আর অন্তরে ভগবান দেখছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে বাহিরে, দুই দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন! এইটি দেখছি।

মাষ্টার ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি)—তোমাদের সব আত্মীয় বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা—অখণ্ড দর্শন]

"সব দেখছি একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।

"দেখছি, যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে।*

"এখন কেবল দেখছি একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর এক পাশে গলার ঘা-টা পড়ে রয়েছে।"

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন, জড়ের সত্তা চৈতন্য লয়, আর চৈতন্যের সত্তা জড় লয়। শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।

হীরানন্দ ঐ কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই মাষ্টার বলিতেছেন—"গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, হীটে (Heat) হাত পুড়ে গেছে।

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি)—আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহের কষ্ট।

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—"বুঝতে পারলে?"

মাষ্টার আস্তে আস্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন—

* যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥—গীতা

মাষ্টার—লোকশিক্ষার জন্য। নজির। এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আনা যোগ!

হীরানন্দ—হাঁ, যেমন Christ-এর Crucifixion। তবে এই Mystery, এঁকে কেন যন্ত্রণা?

মাষ্টার—ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ছা। এখানে তাঁর এইরূপই খেলা।

ইঁহারা দুজন আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হীরানন্দ ইসারা বুঝিতে না পারাতে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ও কি বলছে'?

হীরানন্দ—ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা অনুমানের বই ত নয়। (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি) —অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলকে বলবো না। কলিতে পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে।

মাষ্টার (হীরানন্দের প্রতি)—সময় না দেখে বলবেন না। যার চৈতন্য হবার সময় হবে, তাকে বলবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি হীরানন্দকে উপদেশ—নিবৃত্তিই ভাল

হীরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন। লাটু ও আর দু-একটি ভক্ত ঘরে মাঝে মাঝে আসিতেছেন। শুক্রবার ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। আজ গুড় ফ্রাইডে বেলা প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে। হীরানন্দ আজ এখানেই অন্নপ্রসাদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, হীরানন্দ এখানে থাকেন।

হীরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। সেই মিষ্ট কথা আর মুখ হাসি হাসি। যেন বালককে বুঝাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ। ডাক্তার সর্বদা দেখিতেছেন।

হীরানন্দ—তা অত ভাবেন কেন? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই নিশ্চিন্ত। আপনি ত বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ডাক্তারে বিশ্বাস কই? সরকার (ডাক্তার) বলেছিল, 'সারবে না'।

হীরানন্দ—তা অত ভাবনা কেন? যা হবার হবে।

মাষ্টার (হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে)—উনি আপনার জন্য ভাবছেন না। ওঁর শরীর রক্ষা ভক্তের জন্য।

বড় গ্রীষ্ম। আর মধ্যাহ্নকাল। খসখসের পর্দা টাঙ্গান হইয়াছে। হীরানন্দ উঠিয়া পর্দাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি)—তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও।

হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজামা পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজামা পাঠাইয়া দেন।

হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই। ভাত একটু চাল চাল ছিল। ঠাকুর শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, আর বার বার তাঁহাকে বলিতেছেন, জলখাবার খাবে? এত অসুখ, কথা কহিতে পারিতেছেন না; তথাপি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আবার লাটুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোদেরও কি ঐ ভাত খেতে হয়েছিল?

ঠাকুর কোমরে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না। প্রায় বালকের মত দিগম্বর হইয়াই থাকেন। হীরানন্দের সঙ্গে দুইটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। তাই কাপড়খানি এক একবার কোমরের কাছে টানিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি)—কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল?

হীরানন্দ—আপনার তাতে কি? আপনি ত বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটি ব্রাহ্ম ভক্ত প্রিয়নাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া)—উনি বলেন।

হীরানন্দ এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি দু-একদিন কলিকাতায় থাকিয়া আবার সিন্ধুদেশে গমন করিবেন। সেখানে তাঁহার কাজ আছে। দুইখানি সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চার বৎসর ধরিয়া ঐ কার্য করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের নাম, সিন্ধু টাইমস্ (Sind Times) এবং সিন্ধু সুধার (Sind Sudhar); হীরানন্দ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, উপাধি পাইয়াছিলেন। হীরানন্দ সিন্ধুবাসী। কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে সর্বদা দর্শন ও তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপ করিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন।

[হীরানন্দের পরীক্ষা—প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি)—সেখানে নাই বা গেলে?

হীরানন্দ (সহাস্যে)—বাঃ! আর যে সেখানে কেউ নাই? আর সব যে চাকরি করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি মাহিনা পাও?

হীরানন্দ (সহাস্যে)—এ সব কাজে কম মাহিনা।

হীরানন্দ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইখানে থাক না?

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি হবে কর্মে?

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।

হীরানন্দ আর একটু কথাবার্ত্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কবে আসবে?

হীরানন্দ—পরশু সোমবার দেশে যাবো। সোমবার সকালে এসে দেখা কর্‌বো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাষ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি

মাষ্টার ঠাকুরের কাছে বসিয়া। হীরানন্দ এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—খুব ভাল; না?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ; স্বভাবটি বড় মধুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বললে এগার শো ক্রোশ। অত দূর থেকে দেখতে এসেছে।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, খুব ভালবাসা না থাক্‌লে এরূপ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়।

মাষ্টার—যেতে বড় কষ্ট হবে। রেলে ৪।৫ দিনের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনটে পাশ!

মাষ্টার—আজ্ঞে, হাঁ।

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—পাখি খুলে দাও আর মাদুরটা পেতে দাও।

ঠাকুর খড়খড়ির পাখি খুলিয়া দিতে বলিতেছেন। আর বড় গরম, তাই বিছানার উপর মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন।

মাষ্টার হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু নিদ্রার পর, মাষ্টারের প্রতি)—ঘুম কি হয়েছিল?

মাষ্টার—আজ্ঞে, একটু হয়েছিলো।

নরেন্দ্র, শরৎ ও মাষ্টার নীচে হলঘরের পূর্বদিকে কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র—কি আশ্চর্য। এত বৎসর প'ড়ে তবু বিদ্যা হয় না; কি ক'রে লোকে বলে যে, দু দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ হবে! ভগবান লাভ কি এত সোজা! (শরতের প্রতি) তোর শান্তি হয়েছে; মাষ্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।

মাষ্টার—তা হলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ী যাই ; না হয় আমরা রাজবাড়ী যাই আর তুমি জাব দাও! (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—ঐ গল্প উনি (পরমহংসদেব) শুনেছিলেন—আর শুনতে শুনতে হেসেছিলেন।*

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস

বৈকাল হইয়াছে। উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরিশ, রাম, মাষ্টার, সুরেশ অনেকেই আছেন।

সকলের অগ্রে **নিত্যগোপাল** আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া বন্দনা করিয়াছেন। উপবেশনানন্তর নিত্যগোপাল বালকের ন্যায় বলিতেছেন কেদারবাবু এসেছে।

কেদার অনেকদিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিষয়-কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। সেখানে ঠাকুরের অসুখের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের ভক্তসম্ভাষণ দেখিতেছেন।

কেদার ঠাকুরের পদধূলি নিজে মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও আনন্দে সেই ধূলি লইয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। ভক্তেরা মস্তক অবনত করিয়া সেই ধূলি গ্রহণ করিতেছেন।

শরৎকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাষ্টারের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদারকে ইঙ্গিত করিতেছেন—গিরিশ ঘোষের সহিত তর্ক কর। গিরিশ কাণ নাক্ মলিতেছেন আর বলিতেছেন, "মহাশয় নাক্ কাণ মলছি! আগে জানতাম না, আপনি কে! তখন তর্ক করেছি ; সে এক!" (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কেদারকে দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন, "**সব ত্যাগ করেছে!** (ভক্তদের প্রতি) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছিল, এখন তর্ক কর বিচার কর ; কিন্তু শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে। (নরেন্দ্রের প্রতি)—কেদারের পায়ের ধূলা নাও।"

* কথাটি প্রহ্লাদ চরিত্রের। প্রহ্লাদের বাবা ষণ্ড আর অমর্ক দুই গুরু মহাশয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, প্রহ্লাদকে তারা কেন হরিনাম শিখাইয়াছে? তাদের রাজার কাছে যেতে ভয় হয়েছিল। তাই ষণ্ড অমর্ককে ঐ কথা বলছে।

কেদার (নরেন্দ্রকে)—ওঁর পায়ের ধুলো নাও ; তা' হলেই হবে।

সুরেন্দ্র ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কেদারকে বলিতেছেন, আহা, কি স্বভাব! কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুরেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

সুরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাই বড় অভিমান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)—অত সাধুদের কাছে কি আমি বস্‌তে পারি! আবার কেউ কেউ (নরেন্দ্র) কয়েকদিন হইল, সন্ন্যাসীর বেশে বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখ্‌তে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিতেছেন। বল্‌ছেন, হাঁ, ওরা ছেলে-মানুষ, ভাল বুঝতে পারে না।

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)—গুরুদেব কি জানেন না, কার কি ভাব। উনি টাকাতে তুষ্ট নন ; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট!

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সুরেন্দ্রের কথায় সায় দিতেছেন। 'ভাব নিয়ে তুষ্ট', এই কথা শুনিয়া কেদারও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছেন। ঠাকুর জিহ্বাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। সুরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন।

সুরেন্দ্র নীচে গেলেন। নীচে প্রসাদ বিতরণ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)—তুমি বুঝিয়ে দিও। যাও একবার—বকাবকি করতে মানা ক'রো।

মণি হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, তুমি খাবে না? মণিকেও নীচে প্রসাদ পাইতে পাঠাইলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়! গিরিশ ও শ্রীম—পুকুরধারে বেড়াইতেছেন।

গিরিশ—ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয়—কি নাকি লিখছো?

শ্রীম—কে বললে?

গিরিশ—আমি শুনেছি। আমায় দেবে?

শ্রীম—না ; আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেবো না—ও আমি নিজের জন্য লিখেছি। অন্যের জন্য নয়!

গিরিশ—বল কি!

শ্রীম—আমার দেহ যাবার সময় পাবে।

[ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু—ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত]

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত

অমৃত (বসু) দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মাষ্টার ও দুইচারিজন ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় বেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। ঘর নিস্তব্ধ। যেন একটি মহাযোগী নিঃশব্দে যোগে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মালা লইয়া এক একবার তুলিতেছেন। যেন গলায় পরিবেন।

অমৃত (স্নেহপূর্ণস্বরে)—মালা পরিয়ে দেবো?

মালা পরা হইলে, ঠাকুর অমৃতের সহিত অনেক কথা কহিলেন। অমৃত বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আবার এসো।

অমৃত—আজ্ঞে, আসবার খুব ইচ্ছা। অনেক দূর থেকে আসতে হয়—তাই সব সময় পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি এসো। এখান থেকে গাড়ীভাড়া নিও।

অমৃতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র]

পরদিন শনিবার ২৪শে এপ্রিল। একটি ভক্ত আসিয়াছেন। সঙ্গে পরিবার ও একটি সাত বছরের ছেলে। এক বৎসর হইল একটি অষ্টম বর্ষীয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে। পরিবারটি সেই অবধি পাগলের মত হইয়াছেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উপরের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন। ভক্তটির বউ, আলো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

খাইতে খাইতে, ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছুদিন ঐ বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বলিলেন। তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে। তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীশ্রীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে।

ঠাকুরের খাওয়ার পর ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিস্কার করিয়া লইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবর্ত্তার পর, শ্রীশ্রীমা যখন নীচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। ফুলের মালা পরিয়াছেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কি বলিতেছেন। তারপর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন।

শোকসন্তপ্তা ভক্তের পত্নীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে ঐ বাগানে আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন।

পরিশিষ্ট

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। ৭ই মে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ। শনিবার অপরাহ্ণ। নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে, একটি বাড়ীর নীচের ঘরে, তক্তাপোশের উপর উভয়ে বসিয়া আছেন।

মণি সেই ঘরে পড়াশুনা করেন। Merchant of Venice, Comus, Blackie's self-culture এই সব বই পড়িতেছেন। পড়া তৈয়ার করিতেছেন। স্কুলে পড়াইতে হইবে।

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অকুল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহসূত্রে বাঁধা হইয়াছেন তাঁহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে একপ্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর তাঁহারা বাঁচেন না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না। তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন, তাঁকে কি আর দেখতে পাব না? তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে আন্তরিক ডাক্ শুনলে ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুন্‌বেনই শুনবেন। যখন নির্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, **'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে!'** কেউ ভাবছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি। এই অনিত্য সংসারে এখনও থাকতে ইচ্ছা! নিজে মনে করলে ত শরীর ত্যাগ করতে পারি, তা কই কর্‌ছি!

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রি দিন সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলের পুত্তলিকার ন্যায় নিজের নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন (গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি) ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। তাঁহারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী, ঘোষাল ইত্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পরও কিছুদিন দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন।

দুই তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না ; সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে ; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে, আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই ; তা না হলে সংসারে এ রকম করে রাত দিন কেমন করে থাক্‌বো। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১০০্ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১্ টাকা। পাঁচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬্ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন। তারক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ; কিছু-দিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালী, এঁরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আসিতেন। রাখাল, লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক ঐ সময় বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। কালী একমাসের মধ্যে, রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বৎসর পরে ফিরিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, রহিয়া গেলেন আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে আসিয়া জুটিলেন।

ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূল মন্ত্র **কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ** মূর্তিমান করিলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দু ধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ী ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে —আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে!

[নরেন্দ্রাদির ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ]

কলিকাতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান দর্শন জন্য সকলে ছটফট করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—**প্রায়োপবেশন করবো?**

মণি—তা বেশ! ভগবানের জন্য সবই ত করা যায়।

নরেন্দ্র—যদি খিদে সামলাতে না পারি?

মণি—তাহলে খেয়ো, আবার লাগবে।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন।

নরেন্দ্র—ভগবান্ নাই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাই নাই।

"কত দেখ্‌লাম্ মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে!

"কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শান্তি হচ্ছে না।

"ছয়টা পয়সা দেবেন?"

নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে শেয়ারের গাড়ীতে বরাহনগরের মঠে যাইতেছেন, তাই ছয়টা পয়সা।

দেখিতে দেখিতে সাতু (সাতকড়ি) গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাতু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মঠের ছোকরাদের বড় ভালবাসেন ও সর্বদা মঠে যান। তাঁহার বাড়ী বরাহনগরের মঠের কাছে। কলিকাতার আফিসে কর্ম করেন। তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র মণিকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, আর কি, সাতুর সঙ্গে যাব। আপনি কিছু খাওয়ান। মণি কিছু জলখাবার খাওয়ালেন।

মণিও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন। সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে পৌঁছিলেন। মঠের ভাইরা কিরূপে দিন কাটাইতেছেন ও সাধনা করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান। মঠে নিরঞ্জন নাই। তাঁহার একমাত্র মা আছেন; তাঁহাকে দেখিতে বাড়ী গিয়াছেন। বাবুরাম, শরৎ, কালী, পুরীক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া শ্রীশ্রীরথযাত্রা দর্শন করিবেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধান]

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন কয়দিন সাধন করিতেছিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া

চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। রাজা কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ 'রাখালরাজ' শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম।

নরেন্দ্র—রাজা আসুক, একবার বক্‌বো! কেন তারে যেতে দিলে? (হরিশের প্রতি)—তুমি ত পা ফাঁক করে লেকচার দিচ্ছিলে; তাকে বারণ করতে পার নাই।

হরিশ (অতি মৃদুস্বরে)—তারকদা বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)—দেখুন আমার বিষম মুস্কিল। এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি। আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল।

রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভবনাথ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বলিলেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্রে এই মর্মে লিখিয়াছেন, "আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে; আগে বাপ, মা ও বাড়ীর সকলের, স্বপন দেখ্‌তাম। তারপর মায়ার মূর্তি দেখতাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়ীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস্‌ না।"

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ঐ সব নানা কারণে। আবার বলেছে, 'নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়—মা ও ভাই ভগিনীদের খবর নিতে; আর মোকদ্দমা করতে। ভয় হচ্ছে, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়'।

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। বলিতেছেন, 'এখানে থাকিয়া ত কিছু হ'লো না'। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান দর্শন, কই হ'লো? রাখাল শুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

রাখাল—চল নর্মদায় বেড়িয়ে পড়ি।

নরেন্দ্র—বেড়িয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?

একজন ভক্ত—তা হ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন?

নরেন্দ্র—রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো—আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো—এমন কি কথা!

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্যভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন—"ওরে আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে!—আর কাজ নাই! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে)—ঐখানেই আছে হাত বাড়িয়ে নে। • (সকলের হাস্য)।

প্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র—এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন?

রাখাল—'মুক্তি ও তাহার সাধন' সেই বইখানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। 'সন্ন্যাসী নগরের' কথা আছে।

শশী—আমি সন্ন্যাস ফন্ন্যাস মানি না। আমার অগম্য স্থান নাই। এমন যায়গা নাই যেখানে আমি থাকতে না পারি।

ভবনাথের কথা পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সংকটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি)—ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে ; তাই সে ফুর্ত্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইল! রাম মন্দির করিবেন।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি)—রামবাবু মাষ্টার মহাশয়কে একজন ট্রাস্টি (Trustee) করেছেন।

মাষ্টার (রাখালের প্রতি)—কই, আমি কিছু জানি না।

সন্ধ্যা হইল! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধুনা দিলেন। অন্যান্য ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধুনা দিলেন ও মধুরস্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন—

জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব॥

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।

মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন।

রাত্রি দুই প্রহর। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, সকলেই রহিয়াছে ; সেই অযোধ্যা কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন!

[নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ—
সংকীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য]

মাষ্টার শনিবার আসিয়াছেন। বুধবার পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ দিন মঠে থাকিবেন। আজ রবিবার। গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারে মঠ দর্শন করিতে আসেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। দেহ বুদ্ধি থাকিতে (যোগবাশিষ্ঠের) সোঽহং ভাব আশ্রয় করিতে ঠাকুর বারণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, সেব্যসেবকের ভাবই ভাল। মাষ্টার দেখিবেন মঠের ভাইদের সহিত মেলে কি না। যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন।

মাষ্টার—আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে?

রাখাল- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, এ সব মায়া! মনের নাশই উপায়।

মাষ্টার—মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম। কেমন?

রাখাল—হাঁ।

মাষ্টার—ঠাকুরও ঐ কথা বলতেন। ন্যাংটা তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন। আচ্ছা রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কর্‌তে বলেছেন, এমন কিছু দেখ্‌লে?

রাখাল—কই, এ পর্যন্ত তো পাই নাই। রামকে অবতার বলেই মান্‌ছে না।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোন্নগরে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল—নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা চলিতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)—বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা জানেন?

মাষ্টার—হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখেছি। লীলার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল; না?

নরেন্দ্র—হাঁ, আর ইন্দ্র-অহল্যা—সংবাদ? আর বিদুরথ রাজা চন্ডাল হলো?

মাষ্টার—হাঁ, মনে পড়ছে।

নরেন্দ্র—বনের বর্ণনাটি কেমন চমৎকার।*

* কোন দেশে পদ্ম নামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। লীলা পতির অমরত্ব আকাঙ্ক্ষায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার পতির জীবাত্মা দেহত্যাগের পরও গৃহাকাশে অবরুদ্ধ থাকিবেন, এই বর লাভ করিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতীদেবীকে স্মরণ করিলে তিনি আবির্ভূতা হইয়া লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা সুন্দররূপে ধারণা করাইয়া দিলেন। সরস্বতী দেবী বলিলেন, তোমার পদ্ম-নামক স্বামী—পূর্বজন্মে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার আট দিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে—আর এক্ষণে তাঁহার জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন আবার অন্য একস্থলে বিদুরথ নামে রাজা হইয়া অনেক বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এ সকলই মায়াবলে

[মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা]

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারও স্নান করিবেন। রৌদ্র দেখিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। মঠে সর্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাষ্টার (শরতের প্রতি)—ভারী রৌদ্র!

নরেন্দ্র—তাই বল, ছাতিটা লই। (মাষ্টারের হাস্য)।

ভক্তেরা গামছা স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা। আজ ২৬শে বৈশাখ। প্রচণ্ড রৌদ্র।

মাষ্টার—(নরেন্দ্রের প্রতি)—সর্দিগর্মি হবার উদ্যোগ!

নরেন্দ্র—শরীরই আপনাদের বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক; না? আপনার, দেবেনবাবুর—

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "শুধু কি শরীর?" স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা ধুইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণামপূর্বক ঠাকুরের পাদপদ্মে এক এক জন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

পূজার ঘরে আসিতে নরেন্দ্রের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরুমহারাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে, পুষ্পপাত্রে ফুল নাই। তখন বলিয়া উঠিলেন ফুল নাই। পুষ্পপাত্রে দু একটি বিল্বপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন।

[দানাদের ঘর, ঠাকুরঘর ও কালী তপস্বীর ঘর]

মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন; ও যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে 'দানাদের ঘর' বলিতেন। যাঁরা নির্জনে ধ্যান ধারণা ও

সম্ভব। বাস্তবিক দেশকাল কিছু নহে। পরে সমাধিবলে সরস্বতীদেবীর সহিত তিনি সূক্ষ্মদেহে প্রোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিদূরথ রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। সরস্বতী-দেবীর কৃপায় বিদূরথের পূর্বস্মৃতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জীবাত্মা পদ্মরাজার শরীরে প্রবেশ করিল।

বিদূরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। তিনি এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবন চণ্ডালত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্র নামক কোন যুবকের আসক্তিতে পড়িয়াছিলেন।

পাঠাদি করিতেন, সর্বদক্ষিণের ঘরটিতে তাঁহারাই থাকিতেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী ঐ ঘরে অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন, 'কালী তপস্বীর ঘর!' কালী তপস্বীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর। ভাইরা পানের ঘর বলিতেন। এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন।

দানাদের ঘরের পূর্বকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর।

ঠাকুর ঘরের ও কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বে বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর দোতলার উপর। কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি; নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা ঐ সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা; কখনও বা শঙ্করাচার্যের, রামানুজের বা যীশুখৃষ্টের কথা; কখনও হিন্দু-দর্শনের কথা; কখনও বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা; বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা।

দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণ গান করেন। শরৎ অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন। কালী বাজনা শিখিতেন। এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের সঙ্গে কতবার হরিনাম সংকীর্ত্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন।

[নরেন্দ্র ও ধর্মপ্রচার—ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ]

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা বসিয়া আছেন চুনিলাল, মাষ্টার ও মঠের ভাইরা। ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

নরেন্দ্র—বেত খাবার ভয়?

মাষ্টার—বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে, যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মারু! তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে

গেল। আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করিছি। তার জন্য বেতের হুকুম হ'লো। তখন আমি হয়ত বল্‌লাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস্‌—একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)।

"তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো?"

নরেন্দ্র—যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝ্‌লে কেমন করে?

মাষ্টার—আর পাঁচটা কি?

নরেন্দ্র—যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে।

"যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।"

মাষ্টার (স্বগত)—ঠাকুর বলতেন বটে 'যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে।' আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, 'এ সব রজোগুণে হয়'। বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন, 'এ রজোগুণের সত্ত্ব। এ রজোগুণে দোষ নাই।'

খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা বিশ্রাম করিতেছেন। মণি ও চুনিলাল নৈবেদ্যের ঘরের পূর্বদিকে যে অন্দরমহলের সিঁড়ি আছে, তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুনিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গল্প করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—আর বিদূরথের চণ্ডাল হওয়া?

মণি—কি লবণের কথা বলছো?

নরেন্দ্র—ও! আপনি পড়েছেন?

মণি—হাঁ, একটু পড়েছি।

নরেন্দ্র—কি, এখানকার বই পড়েছেন?

মণি—না, বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন।

নরেন্দ্র (গোপালের প্রতি)—ওরে তামাক সাজ্! ধ্যান কি রে! আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে Preparation কর। তারপর ধ্যান। আগে কর্ম তার পর ধ্যান। (সকলের হাস্য)।

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে।

মাষ্টার—এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? তোমার জন্য সকলে ভাবিত হয়েছে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে?

প্রসন্ন—এই এলাম, এসে দেখা করিছি।

মাষ্টার—তুমি বৃন্দাবনে চললুম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা মহা ভাবিত! কত দূর গিছিলে?

প্রসন্ন—কোন্নগর পর্যন্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্য)।

মাষ্টার—বসো, একটু গল্প বলো, শুনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে?

প্রসন্ন—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, সেখানে একরাত্রি ছিলাম।

মাষ্টার (সহাস্যে)—হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব?

প্রসন্ন—হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও? (উভয়ের হাস্য)।

মাষ্টার (সহাস্যে)—তুমি কি বললে?

প্রসন্ন—আমি চুপ করে রইলাম। মাষ্টার—তার পর?

প্রসন্ন—আবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য)। খাটিয়ে নিতে চায়! (হাস্য)।

মাষ্টার—তারপর কোথায় গেলে?

প্রসন্ন—ক্রমে কোন্নগরে গেলাম। একটা জায়গায় রাত্রে পড়েছিলাম। আরো চলে যাব ভাব্‌লাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্য ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কি না?

মাষ্টার—তারা কি বললে?

প্রসন্ন—বলে টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত রেলভাড়া কে দিবে? (উভয়ের হাস্য)। মাষ্টার—সঙ্গে কি ছিল?

প্রসন্ন—এক আধখানা কাপড়। পরমহংসদেবের ছবি ছিল। ছবি কারুকে দেখাই নাই।

[পিতা-পুত্র-সংবাদ—আগে মা-বাপ—না আগে ঈশ্বর?]

শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া শশী

তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান্। ইনি বাপ মায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না! তাঁরা কত আশা করেছিলেন। মা আমার গয়না পরতে পান নাই; আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব! কিছুই হলো না! বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার যো নাই!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা ভাবিলেন, এবারে বুঝি বাড়ী ফিরিবে। কিন্তু কিছুদিন বাড়ী থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়।

পিতা মাষ্টারকে চিনিতেন। তাঁর সঙ্গে উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

পিতা—এখানে কর্ত্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।

মাষ্টার—এখানে কর্ত্তা নাই; সকলেই সমান। নরেন্দ্র কি করবেন? নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে? আমরা কি বাড়ী একেবারে ছেড়ে আসতে পেরেছি?

পিতা—তোমরা ত বেশ করছো গো। দুদিক রাখছো। তোমরা যা কচ্ছ, এতে কি ধর্ম হয় না? তাই ত আমাদেরও ইচ্ছা। এখানে থাকুক, সেখানেও যাক্। দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাঁদছে।

মাষ্টার দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতা—আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো! আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে—চমৎকার লোক। সেই সাধুকে দেখুক না।

[রাখালের বৈরাগ্য,—সন্ন্যাসী ও নারী]

রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় বেড়াইতেছেন। ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন।

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া)—মাষ্টার মশায়, আসুন, সকলে সাধন করি।

"তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হ'তেই হবে! আহা! নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে! আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন।

মাষ্টার—তা ঠিক কথা। রাখাল বাবু, তোমারও দেখ্‌ছি মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

রাখাল—মাষ্টার মশায়, কি বলবো? দুপুর বেলায় নর্মদায় যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছিল! মাষ্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হ'লে কিছু হচ্ছে না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন! ব্যাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না!

মাষ্টার—যোগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম করতে বল্‌ছেন। শুকদেব বল্‌ছেন, হরিপাদপদ্মই সার! আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়েমানুষের সঙ্গে বাস, এতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

রাখাল—অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হলো। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নীচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক; তা না হ'লে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বোধ থাকে না।'

মাষ্টার—ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই।

রাখাল—তাই বলছি, আমাদের সাধন চাই। মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে। চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগর থেকে কতকগুলি ভদ্রলোক এসেছে। নরেন্দ্র তাদের কি বল্‌ছে, চলুন শুনি গিয়ে।

[নরেন্দ্র ও শরণাগতি (Resignation)]

নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। মাষ্টার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের পূর্ব-দিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—সন্ধ্যাদি কর্মের, স্থান সময় নাই।

একজন ভদ্রলোক—আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে?

নরেন্দ্র—তাঁর কৃপা। গীতায় বলছেন,—

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

"তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।"

ভদ্রলোক—আমরা মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত কর্‌বো।

নরেন্দ্র—তা যখন হয় আসবেন।

"আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই।"

ভদ্রলোক—তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক না যায়।

নরেন্দ্র—তা বলেন ত আমরা নাই যাবো।

ভদ্রলোক—না তা নয়—তবে যদি দেখেন পাঁচজন যাচ্ছে, তা হ'লে আর যাবেন না।

[আরতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ]

সন্ধ্যার পর আরতি হইল। ভক্তেরা আবার কৃতাঞ্জলি হ'য়ে "জয় শিব ওঁকার" সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন। আরতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। মাষ্টার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং॥
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

আবার গাইলেন—

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি॥

নরেন্দ্র সুর করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিতেছেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই ঠাকুর বলিতেন, সুমধুর বংশীধ্বনী শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চুপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি!

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল]

কালী তপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। মাষ্টারও সেই ঘরে আছেন।

রাখাল সন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য কেবল ভাবছেন, একাকী নর্মদাতীরে কি অন্য স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাখাল (প্রসন্নের প্রতি)—কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?

প্রসন্ন—কলকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল—গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, অত কি বাপ মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর কি করেছি?

মাষ্টার (স্বগত)—আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাঁকে বলে **অহেতুক কৃপাসিন্ধু।**

প্রসন্ন—তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না?

রাখাল—মনে খেয়াল হয় যে নর্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিনদিন পঞ্চতপা করি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না।

[ঈশ্বর কি আছেন?]

দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা নাই। পিতা রাখালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ী, তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

প্রসন্ন—না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম; কি নিয়ে থাকা যায়?

তারক—জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?

প্রসন্ন—কাঁদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর এতদিনে কি বা হলো?

তারক—কেন, পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না কেন?

প্রসন্ন—কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জান্‌বে? ভগবান আছেন কি না, তারই ঠিক নাই।

তারক—হাঁ, তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।

মাষ্টার (স্বগত)—আহা প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্‌তেন, যারা ভগবানকে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান আছেন কি না। তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বল্‌ছেন। ঠাকুর কিন্তু বলতেন, জ্ঞানী আর ভক্ত এক জায়গায় পেঁাছিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র—নরেন্দ্রের অন্তরের কথা

ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপস্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। ঘরের আর একধারে রাখাল, হরীশ ও ছোটগোপাল আছেন। শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

নরেন্দ্র—দেখ্‌ছিস 'যন্ত্রারূঢ়'? ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া। ঈশ্বরকে জান্‌তে চাওয়া। তুই কীটস্য কীট, তুই তাঁকে জান্‌তে পার্‌বি! একবার ভাব দেখি, মানুষটা কি! এই যে অসংখ্য তারা দেখছিস, শুনেছি এক একটি Solar System (সৌরজগৎ)। আমাদের পক্ষে একটি Solar System, এতেই রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটি ভাঁটার মত বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা!

নরেন্দ্র গাইতেছেনঃ—

['তুমি পিতা আমরা অতি শিশু']

(১) পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন॥
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্বল-শরণ॥
একবার ভ্রম হ'লে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন॥
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা! চরণ স্খলন॥
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ॥

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ;
স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ॥
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে;
কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন॥

"পড়ে থাক। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্!

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাইতেছেন—

[উপায়—শরণাগতি]

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি এক লেঙ্গোটি, তেরে পাস ম্যয় পায়া।
ভগতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ।
অব্ কি বার দে দীদার মেহের কর্ ফকীরাঁ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥

"তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়। তুই পিঁপড়ে, এক দানায় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে করছিস্, সব পাহাড়টা বাসায় আনবি। তিনি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো পিঁপড়ে? তাইতো কালীকে বলতুম, শ্যালা গজ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে মাপ্‌বি?

"ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক; তিনি কৃপা করবেন! তাঁকে প্রার্থনা কর—

'যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—'
"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়॥
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণম মুখং। তেন মাং পাহি নিত্যম॥

প্রসন্ন—কি সাধন করা যায়?

নরেন্দ্র—শুধু তাঁর নাম কর। ঠাকুরের গান মনে নাই?

[উপায়—তাঁর নাম]

(১) নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দু'তোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে।
আমি ত সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার॥

(২) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন॥ [পৃষ্ঠা—২৫৮

[ঈশ্বর কি আছেন? ঈশ্বর কি দয়াময়?]

প্রসন্ন—তুমি বল্‌ছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই ত বলো, চার্বাক আর অন্যান্য অনেকে ব'লে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে!

নরেন্দ্র—Chemistry পড়িসনি? আরে Combination কে করবে? যেমন জল তৈয়ার করবার জন্য Oxygen, Hydrogen আর Electricity এ সব human hand-এ একত্র করে।

"Intelligent force সব্বাই মান্‌ছে। জ্ঞানস্বরূপ একজন; যে এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে।"

প্রসন্ন—দয়া আছে কেমন করে জান্‌বো?

নরেন্দ্র—'যত্তে দক্ষিণম্‌ মুখম'। বেদে বলেছে।

"John Stuart Mill-ও ঐ কথাই বলেছেন। যিনি মানুষের ভিতর এই দয়া দিয়েছেন না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া!—Mill এই কথা বলেন। তিনি (ঠাকুর) তো বল্‌তেন **'বিশ্বাসই সার'**। তিনি ত কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস কর্‌লেই হয়!

এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন—

[উপায়—বিশ্বাস]

মোকো কাঁহা ঢুঁঢ়ো বন্দে ময়তো তেরে পাশ মো।
না হোয়ে ময় ঝগ্‌ড়ি বিগুড়ি না ছুরি গড়াস মো
না হোয়ে মো খাল্‌ রোম্‌মে না হাড্ডি না মাস্‌ মো॥
না দেবল মো না মস্‌জিদ্‌ মো না কাশী কৈলাস মো
না হোয়ে ম্যয় আউধ দ্বরকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো॥
না হোয়ে ম্যয় ক্রিয়া করম্‌মো, না যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো
খোঁজেগা তো অব মিলুংগা, পলভরকি তল্লাস মো॥
সহর্‌সে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরী মৌয়াস মো
কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তন্‌কী সাথ মো॥

[বাসনা থাকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয়]

প্রসন্ন—তুমি কখনও বল, ভগবান নাই; আবার এখন ঐ সব কথা বল্‌ছো। তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদলাও। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র—এ কথা আর কখন বদলাবো না—যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়ত ভিতরে ভিতরে পড়বার ইচ্ছা আছে—পাশ কর্‌বে, কি পণ্ডিত হবে—এই সব কামনা।

নরেন্দ্র ভক্তিতে গদগদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন। 'তিনি শরণাগত-বৎসল, পরম পিতা মাতা।'

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা জয় জয় মঙ্গলদাতা।
সংকটভয়দুঃখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা, জয় দেব জয় দেব॥
অচিন্ত অনন্ত অপার, নাই তব উপমা প্রভু, নাহি তব উপমা।
প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব॥
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে।
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব॥
কি আর যাচিব আমরা করি হে এ মিনতি, প্রভু, করি হে এ মিনতি।
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব॥

নরেন্দ্র আবার গাইলেন। ভাইদের হরিরস পিয়ালা পান করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন—কস্তুরী যেমন মৃগের—

পীলেরে অবধূত হো মত বারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে।
বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে।
বৃদ্ধাভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে নাহি জায় বস্‌কারে
বিনা সদ্‌গুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।

মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। ঘর হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিতেছেন। মাথা গরম হলো বকে বকে! বারান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, কিছু জল খান।"

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "তবে যে ভগবান নাই বলো!" নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য—নরেন্দ্রের গৃহস্থাশ্রম নিন্দা]

পরদিন সোমবার ৯ই মে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের গাছতলায় বসিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, "ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল! স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ! ঠাকুর বেশীদিন চলিয়া যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে।

"সেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই!

"এদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন। কয়েকটিকে তিনি গৃহে রেখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই?"

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,—মাষ্টার একাকী গাছতলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "কি মাষ্টার

মহাশয়! কি হচ্ছে? কিছু কথা হইতে হইতে মাষ্টার বলিলেন, "আহা তোমার কি সুর! একটা কিছু স্তব বল।"

নরেন্দ্র সুর করিয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে—কত অপরাধ করে—বাল্যে, প্রৌঢ়ে, বার্ধক্যে! কেন তারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা বা চিন্তা করে না—

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্য পানে পিপাসা,
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতাঃ শত্রবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
প্রৌঢ়োহহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃপঞ্চভির্মর্মসন্ধৌ,
দষ্টো নষ্টবিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
বার্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ,
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
স্নাত্মা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
গাত্রং ভস্মাসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি,
সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥ ইত্যাদি

স্তব পাঠ হইয়া গেল। আবার কথাবার্তা হইতেছে।

নরেন্দ্র—নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী-কাঞ্চন, ত্যাগ না কর্‌লে হবে না। স্ত্রী সঙ্গে সহবাস কর্‌তে ঘৃণা করে না? যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

"বেদান্তবাক্যে যে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পান করে না তাহার বৃথাই জীবন।

ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রীসাবিত্রীসুভাষিতান্তরঃ।
বেদান্তরং যং পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

"একটা গান শুনুন—

"ছাড়, মোহ—ছাড়রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা॥
চারিদিনের সুখের জন্য, প্রাণসখারে ভুলিলে, একি বিড়ম্বনা॥

"কৌপীন না পরলে আর উপায় নাই। **সংসার ত্যাগ!**

এই বলিয়া আবার সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চকম বলিতেছেন—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ইত্যাদি

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন **মায়ায় বদ্ধ** হবে? মানুষের স্বরূপ কি? 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং' আমিই সেই সচ্চিদানন্দ।

আবার সুর করিয়া শঙ্করাচার্যের স্তব বলিতেছেন—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম॥

নরেন্দ্র আর একটি স্তব, **বাসুদেবাষ্টক** সুর করিয়া বলিতেছেন—

হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত; আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা পাপ, মোহ, স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর পাদপদ্মে ভক্তি দাও।

ওমিতি জ্ঞানরূপেণ রাগাজীর্ণেন জীর্যতঃ।
কামনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
মোহিতো মোহজালেন পুত্রদার গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসার বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
বহবোঽপি ময়া দৃষ্টং যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসেমহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি নারায়ণ পরায়ণঃ।
জগৎ সংসারমোক্ষার্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

বাচয়ামি যথোৎপন্নং প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারে পাপপঙ্কোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
দেহান্তরসহস্রাণামন্যোন্যঞ্চ কৃতং ময়া।
কর্ত্তৃত্বঞ্চ মনুষ্যাণাং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
বাক্যেন যৎ প্রতিজ্ঞাতং কর্মণা নোপপাদিতম্।
সোঽহং দেব দুরাচারস্ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
যত্র যত্র হি জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
তত্র তত্রাচলা ভক্তিস্ত্রাহি মাং-মধুসূদন॥

মাষ্টার (স্বগত)—নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই মঠের ভাইদের সকলেরই এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর যাঁরা সংসারে এখনও আছেন, তাঁদের দেখে এদের কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদের কি অবস্থা! এ কটিকে তিনি সংসারে এখনও কেন রেখেছেন? তিনি কোন উপায় করবেন? তিনি কি তীব্র বৈরাগ্য দিবেন; না সংসারেই ভুলাইয়া রাখিয়া দিবেন?

আজ নরেন্দ্র ও আরও দু একটি ভাই আহারের পর কলিকাতায় গেলেন। আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন। নরেন্দ্রের বাটীর মোকর্দ্দমা এখনও চোকে নাই। মঠের ভাইরা নরেন্দ্রের অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত